দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

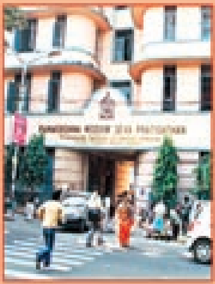

হিন্দু আধ্যাত্মিক সংস্থার সেবাকাজ
.. পৃঃ ২৭

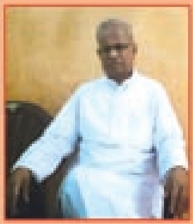

নিঃস্বার্থ পূজাভাবে করা সেবাই সত্যিকারের সেবা
.. পৃঃ ২৯

৬৭ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা।। ২৭ এপ্রিল ২০১৫।। ১৩ বৈশাখ - ১৪২২।। website : www.eswastika.com

রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতী আয়োজিত

রাষ্ট্রীয় সেবা সংগম

দিল্লী

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত
বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৭ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা, ১৩ বৈশাখ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ
২৭ এপ্রিল - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৭,
Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য
সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :
সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪
সার্কুলেশন : ৭২৭৮৪১৭৩১৬, ৮৬৯৭৭৩৫২১৪
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ৫
সংবাদ প্রতিবেদন ৬-৯
ভোট সন্ত্রাস : সি পি এম যেখানে শেষ করেছিল, তৃণমূল সেখান থেকেই শুরু করেছে গূঢ়পুরুষ ১০
খোলা চিঠি : মোদীর রেল ঝমাঝম, পা পিছলে আলুরদম সুন্দর মৌলিক ১১
রাষ্ট্রবাদীদের সঙ্গে রাষ্ট্রনির্মাণের রাজসূয় যজ্ঞে সকলের নিমন্ত্রণ ড: স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ ১২
রাষ্ট্রীয় সেবাভারতী এক সেবা আন্দোলন ১৪
রাষ্ট্রীয় সেবা সঙ্গম এক গভীর অনুভব বিপ্লব পাল ১৫
রাষ্ট্রীয় সেবা সঙ্গম জাতীয় সংহতির এক অনন্য চিত্র প্রদ্যুতমল বসু ১৬
পৌরাণিক নগর কেরল গোপাল চক্রবর্তী ২১
স্বস্তিকা এক মঙ্গলচিহ্ন রাজদীপ মিশ্র ২৩
হিন্দু আধ্যাত্মিক সংস্থার সেবাকাজ এস গুরুমূর্তি ২৭
সাক্ষাৎকার — সুহাস হীরেমঠ ২৯
হোয়াইট হাউসের মুখোশ ভ্যাটিক্যান নীতিন রায় ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ অঙ্গনা : ২৬ অন্যরকম : ৩৩ সুস্বাস্থ্য: ৩৫ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬- ৩৮ রঙ্গম : ৩৯ শব্দরূপ : ৪৯ চিত্রকথা : ৪১ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

জন্ম-সার্ধশতবর্ষে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

বাংলার যেসব মনীষীর এখন জন্ম-সার্ধশত বৎসর পালিত হচ্ছে, তাঁদের একজন হলেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। স্বদেশপ্রেমিক সাহিত্যিক রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে দেশবাসীর হৃদয়ে দেশভক্তি জাগরণের চেষ্টা করেছেন। তাঁর 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' সেসময় ঘরে ঘরে পঠিত হোত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রদ্ধেয় সুহৃদ। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে লিখেছেন অর্ণব নাগ। সেইসঙ্গে থাকছে তাঁর জীবন ও রচনার উপর কিছু আলোকপাত।

সত্বর কপি বুক করুন। দাম একই থাকছে— দশ টাকা।।

HB®
INDIA'S NO. 1 IN
ISI MARKED
HEAVY PIPE FITTINGS
HB® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.
Authorised Distributor
NATIONAL PIPE & SANITARY STORES
54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
3, Jadu Nath Dey Road,
Kolkata-12, Ph. 2215-6804,
Fax : 2212-2803
Sister Concern
Partha Sarathi Ceramics
4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE
স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

নির্বাচনী প্রহসন

পুরভোটে কলকাতাবাসী দেখিল রিগিংয়ের তৃণমূলী সংস্করণ। পূর্বে বামরাজত্বে বারংবার যাহা দেখিয়া মানুষ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। তৃণমূলী রাজত্বেও রিগিংয়ের সেই ঐতিহ্য বন্ধ হয় নাই। ছাপ্পা ভোট হইতে বুথ জ্যামিং— সবই হইয়াছে অবাধে। পুলিশ এবং প্রশাসনের নির্বিকার ভূমিকা আর নির্বাচন কমিশনের মেরুদণ্ডহীনতা, হাজার অশান্তির পরেও নির্বাচন কমিশন এবং প্রশাসনের তরফে শান্তিপূর্ণ ভোটের ঘোষণা— এককথায় ইহা যেন বাম-রাজত্বের তৃণমূলীকরণ। প্রশ্ন হইল, এত অশান্তির পরেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা কী? কারণ তিনিই তো বাম-রাজত্বে দীর্ঘকাল স্বচ্ছ নির্বাচনের জন্য আন্দোলন করিয়াছিলেন। তিনিই তো মার্কসবাদী গুন্ডাতন্ত্রের অবসানের জন্য লড়াই করিয়াছিলেন। কিন্তু এই লড়াই যে নিছক ভণ্ডামি ছিল তাহা আজ মানুষ বুঝিয়া গিয়াছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সেইদিন গণতন্ত্রের মেকআপ লইয়া গণতন্ত্রের স্বচ্ছতার জন্য কেবল অভিনয় করিয়াছিলেন, তাহা আজ বোধগম্য হইতেছে। কেননা, রূপকথার দিনের বেলার সুন্দরী রানী যেমন রাত হইলেই লোলজিহ্ব রাক্ষসীতে পরিণত হয়, তেমনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও মসনদে বসিয়াই হইয়া উঠিয়াছেন গণতন্ত্র হত্যাকারী রিগিংয়েশ্বরী। যিনি বলিয়াছিলেন 'বদলা নয়, বদল চাই', কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তিনিই চালু করিলেন বদল নয়, বদলা চাই। তাই বামরাজত্বের সন্ত্রাসের রং বদল হইয়া তৃণমূলী সন্ত্রাসে রূপান্তরিত হইয়াছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সামান্য দিনেই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের যোগ্য উত্তরসূরী হইয়া উঠিয়াছেন। যাহারা ভাবিয়াছিলেন পরিবর্তন হইয়াছে, তাহারা বুঝিয়া গিয়াছেন কেবল পতাকার রং বদল হইয়াছে মাত্র। সন্ত্রাসের কোনো পরিবর্তন হয় নাই। কেবল মি. চেসেস্কুর বদলে মিস চেসেস্কু রাজত্ব করিতেছেন। শ্মশান ভৈরবীর উন্মত্ততায় মানুষ আজ ব্যথিত শঙ্কিত। বস্তুত ক্ষমতায় আসিবার পর যেভাবে ক্ষমতার মোহ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রাস করিয়াছে, তাহাতে তিনি আজ হইয়া উঠিয়াছেন গণতন্ত্রের সবচাইতে বড় হন্তা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেই পৌরসভা নির্বাচনে রাজ্যে গণতন্ত্রের অন্তর্জলি যাত্রার সূচনা হইয়া গেল। এই জন্যই সুশান্তরঞ্জনের মতো একজন মেরুদণ্ডহীন ব্যক্তিকে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের পদে বসাইয়াছেন। গণতন্ত্রের মর্যাদা নয় একমাত্র প্রভুর মানরক্ষা করাই নির্বাচন কমিশনের কর্তব্য হইয়া উঠিয়াছে।

সন্ত্রাস করিয়া সি পি এম পশ্চিমবঙ্গে কবরে চলিয়া গিয়াছে। দুর্ভেদ্য লালঘাঁটিও এখন তৃণমূলের মুক্তাঞ্চলে পরিণত। চোর জোচ্চার বদমায়েশরা এখন তৃণমূলের পদলেহী। সিপিএমের দালালি করিয়া রাজ্যে কংগ্রেস অস্তিত্বহীন। দূরবিন দিয়াও তাহাদের দেখা পাওয়া কষ্টকর। কিন্তু মানুষ যাহাদের উপর আশা-ভরসা করিয়াছিল তাহাদের এই দুরবস্থা কেন? মনে রাখিতে হইবে, বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হইলে কোনো ম্যাজিকই আর কাজ করিবে না। রাজ্যের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যখন ভাঙ্গিয়া পড়িবার অবস্থায় তখন সেই বিশ্বাসযোগ্যতা যেন নষ্ট করা না হয়। রাজ্যে কংগ্রেসের অবস্থা দেখিয়া এই শিক্ষাটুকু লওয়া উচিত। রাজ্যকে সাহায্য করিবার নামে কোনো গোপন আঁতাত কিন্তু মানুষ সহ্য করিবে না। ভবিষ্যতে তাহার জন্য চরম মূল্য দিতে হইবে।

সুভাষিতম্

যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।।
যেখানে নারীজাতির পূজা করা হয়, সেখানে দেবতারা বাস করেন।
যেখানে পূজা করা হয় না, সেখানে সমস্ত কাজ নিস্ফল হয়।

নেতাজী সংক্রান্ত গোপন নথির প্রকাশ রাজ্য সরকারই বানচাল করে দিয়েছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ আজকে নয়, দীর্ঘ ১৫ বছর আগেই নেতাজী সংক্রান্ত ৬৪টি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণীবদ্ধ ফাইলকে জনসমক্ষে আনার চেষ্টায় তৎকালীন সিপিএমের নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকারই জল ঢেলে দেয় বলে সংবাদ সূত্রে প্রকাশ। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য লেখ্যাগারের ভূতপূর্ব অধিকর্তা ড. প্রণব চট্টোপাধ্যায় গোপন নথিপত্র সংক্রান্ত পাবলিক রেকর্ডস আইনের (১৯৯৩) নির্দিষ্ট ধারা প্রয়োগ করে উক্ত ফাইলগুলির বিষয়বস্তু জনসমক্ষে আনার আইনানুগ চেষ্টায় কোনো ত্রুটি রাখেননি। ওই ফাইলগুলিতে মূলত নেতজী পরিবারের ওপর স্বাধীন ভারতেও কী পরিমাণ গোপন নজরদারি চালানো হয়েছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ রয়েছে বলে জানা যায়। ড. চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য অনুযায়ী রাজ্যের এই সংক্রান্ত দপ্তরগুলি নথি প্রকাশের ব্যাপারে কোনো সহযোগিতাই করেনি। ২০০০ সালে ড. চট্টোপাধ্যায় একটি নতুন ফাইল খুলে স্পেশাল ব্রাঞ্চের হাত থেকে তা (ফাইলগুলি) রাজ্য লেখ্যাগারের হেফাজতে নেওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁর বক্তব্য ও আইন অনুযায়ী ২৫ বছরের পুরনো যে কোনো নথি বাধ্যতামূলক ভাবে জনসমক্ষে প্রকাশিত হওয়া উচিত। এবং আইনের সূত্রেই স্পেশাল ব্রাঞ্চের হেফাজতে থাকা ফাইলগুলির প্রকাশ পাওয়া উচিত ছিল। ড. চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘আমি আমার সামর্থ্য ও অধিকার অনুযায়ী রাজ্য সরকারকে ফাইলগুলি প্রকাশ করার জন্য চাপ দিয়েছিলাম। কিন্তু নানান দপ্তর ফাইল প্রকাশিত হলে রাজ্যে অরাজকতা দেখা দিতে পারে এমন সম্ভাবনার কথা তুলে এড়িয়ে যেতে থাকে।’ তিনি পরিতাপের সঙ্গে জানান, রাজ্যের পক্ষে এই ফাইলগুলি চেপে রাখা সম্পূর্ণ বেআইনি কাজ, তাই এই মুহূর্তে এগুলি প্রকাশ পাওয়া দরকার।’

এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের অতীতের উপর্যুপরি সরকার সকলেই দায়িত্ব এড়িয়ে কেন্দ্রের ঘাড়ে বন্দুক চাপাবার চেষ্টা করে এসেছে। তিনি নির্দিষ্ট করে বলেন, ‘রাজ্যের পৃথিবীর কোনো জায়গা থেকে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজনই নেই। রাজ্য সরকার নিজ ক্ষমতাতেই ফাইলগুলি জনসমক্ষে প্রকাশ করার অধিকারী। মজার কথা, আমরা প্রায়ই কেন্দ্র ফাইল প্রকাশ করছে না বলে মাঝে মধ্যেই হৈ হট্টগোল শুনতে পাই অথচ কেউই রাজ্য সরকারের চেপে রাখা ফাইলগুলির উল্লেখ করে না।

আদতে ঠিক কেন্দ্রের আওতায় থাকা ফাইলের মতোই রাজ্যের ফাইলগুলিও অত্যন্ত বিস্ফোরক সূত্র সরবরাহ করার ক্ষমতা রাখে।’

এই মর্মে তিনি জাস্টিস মুখার্জী কমিশনের তদন্ত সংক্রান্ত ১৬.৭.২০০৭ থেকে ৩১.৭.২০০৭ পর্যন্ত স্টেটস রিপোর্ট-এ রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনস্থ সিক্রেট সেল-এর হাতে থাকা ১২টি সেল করা বান্ডিলে উল্লেখিত ৬৪টি ফাইল দপ্তরের লর্ড সিনহা রোডের আস্তানায় রয়েছে বলে জানান। এগুলি ২০০০ সালের ২৮ জুলাই রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আদেশ অনুসারে সিক্রেট সেল হাতে পায় যার মূলে ছিল মুখার্জী কমিশনের ২০০০ সালের ২৩ মার্চের একটি আদেশনামা। ওই আদেশ বলে মুখার্জী কমিশন ফাইলের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হলেও তাঁদের মূল বিষয় নেতাজীর অন্তর্ধানের কোনো খোঁজ এখানে না থাকায় তারা ফাইলগুলি সম্পর্কে উৎসাহ নেয়নি। কিন্তু এই ফাইলগুলিতে ছিল নেতাজীর পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য সমব্যথীদের বিস্তারিত খবরাখবর যা পশ্চিমবঙ্গে বিধানচন্দ্র রায় ও প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মশাই মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সংগৃহীত হয়েছিল।

প্রসঙ্গত প্রায় কুড়ি বছর আগে নেতাজীর ওপর একটি গবেষণাপত্র করতে গিয়ে ড. চট্টোপাধ্যায় নেতাজীর তাঁর সহকর্মী নদিয়া কংগ্রেসের রতনমণি চ্যাটার্জী ও আসানসোলের গোপিকাবিলাস সেনকে লেখা দু’টি চিঠির সন্ধান পান। ড. চ্যাটার্জীর বিশ্লেষণ অনুযায়ী ‘যদিও এই সময় নেতাজী দেশের বাইরে থেকে আই এন এ-এর জন্য সমর্থন যোগাড়ে ব্যস্ত ছিলেন, তবুও এত ব্যস্ততার মধ্যেই তিনি তাঁর অনুগামীদের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরেও তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব অটুট রাখার চেষ্টায় ছিলেন।’ ড. চ্যাটার্জী বলেন, এই গুরুত্বপূর্ণ চিঠি দু’টি বর্তমানে স্পেশাল ব্রাঞ্চ-এর হাতে রয়েছে।

প্রসঙ্গত নেতাজীর ওপর দীর্ঘকাল গবেষণারত অনুজ ধর আজ অবধি যে বিশাল গোপন ফাইলের পাহাড় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কুক্ষিগত রয়েছে তা জনসমক্ষে আনার কঠিন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর অভিমত অনুযায়ী নেতাজী সংক্রান্ত ফাইল চেপে যাওয়া ভারতবর্ষের সব চেয়ে বড় ‘ধামা চাপা দেওয়া রাজনৈতিক কেলেঙ্কারী’। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীও নেতাজী সংক্রান্ত ফাইল চেপে রেখেছেন। দেখা যাক জল কত দূর গড়ায়। ■

জমি বিল প্রসঙ্গে রবার্ট বঢরা মডেলের ব্যাখ্যা চাইল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রাহুল গান্ধীর আচমকা সন্ন্যাস ভেঙে বেরিয়ে জমি বিলের বিরুদ্ধে আলটপকা মন্তব্যের জোরদার বিরোধিতা করতে নামল বিজেপি। বিজেপি-র পক্ষে এই দিন সোনিয়া গান্ধীর জামাই-রবার্ট বঢরা-র জমি কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত উন্নয়ন মডেলের বিশদ ব্যাখ্যা চাওয়া হয়। এই মডেল অনুযায়ী তাড়াতাড়ি করে কম দামে কৃষকদের কাছ থেকে জমি নিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে সেখানে বেসরকারি উদ্যোগে কিছু শিল্পোন্নয়নের ঘোষণা করে ক্রীত জমি বিপুল দামে বিক্রি করে দেওয়া হয়। প্রশ্ন উঠেছে এটাই কি কংগ্রেসের 'বিকল্প মডেল'? এই মর্মে নির্দিষ্ট ঘোষণা চেয়ে কংগ্রেসকে প্রত্যাঘাত করল বিজেপি। একই সঙ্গে জনতার দরবারে বিপুল ভোটে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপি দলকে অপমান করার অপরাধে জনতার দরবারে তাঁকে ক্ষমা চাইবার দাবিও জানিয়েছে দল। সংবাদে প্রকাশ, বিজেপি-র বিরুদ্ধে হঠাৎ রাহুল গান্ধীর 'কৃষক বিরোধী' তকমা দেওয়া আক্রমণকে জনতা দ্বারা পরিত্যক্ত পরাজিত দলের অপদার্থ সেনাপতির অহেতুক বিষোদ্গার বলেই মনে করা হচ্ছে। বিজেপি মহল থেকে প্রশ্ন তোলা হয়েছে কংগ্রেসের এই অক্ষম নেতাকে আর বাজারে কতবার পুনপ্রবর্তন বা বিকোবার চেষ্টা করা হবে।

রবার্ট বঢরা

প্রত্যেক ভোটে হারের পরই তিনি হারিয়ে যান আবার দম নিয়ে ফিরলে তাকে নবরূপে নামাবার চেষ্টা করা হয়।

বিজেপি-র পক্ষে জমি বিল সংক্রান্ত রাহুলের মন্তব্যকে পুরোপুরি মিথ্যে ও মানুষকে ভুল বোঝাবার ধোঁকাধারীতে ভরা বলে জানানো হয়েছে। কেননা সংশোধিত প্রস্তাবিত বিলটিতে বেসরকারি মালিকানায় জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ২০১৩ সালে পাশ হওয়া ধারাগুলিই প্রযোজ্য হবে। এই প্রসঙ্গে সোনিয়া ও রাহুল গান্ধী গুজরাট মডেল অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত যে প্রশ্নাবলী রেখেছেন তারই প্রত্যুত্তরে রবিশঙ্কর প্রসাদ অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জামাই বঢরার জমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়নের মডেল নিয়ে বিশদে জানার দাবি করেছেন। দিল্লীতে ঝটতি ডাকা একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি-র রবিশঙ্কর প্রসাদ জানান, কীভাবে কেবল গান্ধী পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কারণেই একজনের ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে একটি রাজ্যের (হরিয়ানা) সমস্ত প্রচলিত নিয়ম কানুন, অকাতরে অগ্রাহ্য করে গরিব কৃষকের জমি লুট করা হয়েছিল। সম্মেলনের শেষে বিস্ময় প্রকাশ করে শ্রী প্রসাদ বলেন, দেশের মানুষ জানতে চায় কোন জাদুমন্ত্রে মাত্র কয়েক লক্ষ টাকার বিনিয়োগে গরিব কৃষকের কেড়ে নেওয়া জমি রাতারাতি বঢরাকে কয়েক শো কোটি টাকার মুনাফা এনে দিয়েছিল?

হিন্দু উদ্বাস্তু পুনর্বাসন আইনের পথে কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য শীঘ্রই আইন আনতে চলেছে কেন্দ্র। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথর সিংয়ের বাসভবনে এক অতি-উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। বৈঠকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি, বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ, নীতিন গডকরি, রবিশঙ্কর প্রসাদ, বেঙ্কাইয়া নাইডু-সহ বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ, দলের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) রামলালের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। বিষয়টি নিয়ে বহুদিন ধরেই দেশের জাতীয়তামহল উদ্বিগ্ন। পরিসংখ্যান বলছে যে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে মুখ্যত সেখানকার সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের (পড়ুন মুসলমানদের) হাতে ধর্মীয় উৎপীড়নের শিকার হয়ে লক্ষাধিক হিন্দু (যাঁদের মধ্যে বহু শিখও রয়েছেন) উদ্বাস্তু হিসেবে ভারতে বাস করছেন। এই উদ্বাস্তুদের খুব অল্পদিনের ভিসা দেওয়া হয় এবং ভিসার জন্য পুনরায় আবেদন করলে তার সময়সীমা মাত্র দিন পনেরোর জন্য বৃদ্ধি করা হয়। উদ্বাস্তু সংগঠন দীর্ঘ সময়ের ভিসার দাবি অনেকদিন ধরেই করে আসছে।

গত বছর কেন্দ্র উদ্বাস্তুদের পড়ে থাকা নাগরিকত্বের আবেদনের দ্রুত নিষ্পত্তি করতে একটি বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করে। কেন্দ্র প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল উদ্বাস্তুদের দীর্ঘ সময়ের (১০-১৫ বছর অবধি) ভিসা দেওয়া হবে, যেক্ষেত্রে তাদের নাগরিকত্বের বিষয়টি দ্রুত মীমাংসা করা যাবে না। প্রায় চারশো-র কাছাকাছি পাকিস্তানি হিন্দু উদ্বাস্তু যোধপুর, জয়সলমীর, বিকানির ও জয়পুরের মতো রাজস্থানের বিভিন্ন শহরে স্থায়ী আস্তানা খুঁজে নিয়েছে বলে সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর। অন্যদিকে বাংলাদেশি হিন্দু উদ্বাস্তুদের বাসস্থান মূলত বাংলা ও উত্তরপূর্ব ভারতের রাজ্যগুলো। দেশের জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলো বরাবরই দাবি করে আসছে ধর্মীয় কারণে পাকিস্তান বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত হিন্দুরা উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছেন তাদের আশ্রয় দেওয়া তো বটেই, নাগরিকত্ব দেওয়াও ভারতের কর্তব্য। এঁদের আরও দাবি, স্বাধীনতা পর্বে পাকিস্তান জনবিনিময় তত্ত্ব না মানার ফলে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে আপাতত উদ্বাস্তুদের এদেশে ঠাঁই দিয়েই তার সমাধানের লক্ষ্যে এগোতে হবে। গত লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পশ্চিমবঙ্গ ও রাজস্থানে নির্বাচনী জনসভায় গিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ক্ষমতায় এলে পাকিস্তানি ও বাংলাদেশি হিন্দু উদ্বাস্তুদের এদেশের নাগরিকদের সমান অধিকার দেবেন। সেই প্রতিশ্রুতি রাখার পথেই এগোচ্ছে কেন্দ্র— এমনটাই ধারণা পর্যবেক্ষক মহলের।

মালদার কালিয়াচকে হিন্দু মেয়েদের অপহরণ ও জোর করে বিয়ে করা হচ্ছে

তরুণ কুমার পণ্ডিত : মালদা॥ মালদা জেলার কালিয়াচক ব্লকের বিভিন্ন গ্রামে পর পর তিনটি হিন্দু মেয়ের অপহরণ ও তাদের জোর করে বিয়ে করার ঘটনায় স্থানীয় মানুষদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মালদা জেলা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার পর থেকেই প্রতি বছর লাভ জেহাদ অর্থাৎ হিন্দু মেয়েদের ভালবাসার ফাঁদে ফেলে বিয়ে এবং অপহরণের ঘটনা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এর মধ্যে নাবালিকা মেয়ের সংখ্যাই বেশি। পুলিশ প্রশাসনকে বলে কোনো প্রতিকার পাওয়া যায়নি। এই ভাবেই মহিলাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের বিচারে এ রাজ্য দেশের শীর্ষ স্থানে রয়েছে। এইসব অপরাধের সুরাহা না হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গ দেশের আর সব রাজ্যকে পিছনে ফেলে এক নম্বরে চলে এসেছে। অপরাধীদের দোষ প্রমাণ করে শাস্তি দেওয়ার নজির না থাকার জন্যই মালদা জেলা-সহ পশ্চিমবঙ্গে নারী নিগ্রহের সংখ্যা বাড়ছে। গত মার্চ মাসে পর পর দু'টি হিন্দু নাবালিকাকে অপহরণ করা হয়। মার্চ মাসের ১৪ তারিখে কালিয়াচকের শেরসাহি থেকে ১৪ বছরের মাম্মী মাহাড়াকে এক মুসলমান যুবক অপহরণ করে। এরপর গত ২৮ মার্চ কালিয়াচকের বলিয়াডাঙ্গায় অঞ্জলি সাহা (১৭) টিউশন পড়ে বাড়ি আসার সময় মিঠু শেখ নামে এক যুবক অপহরণ করে। সব শেষে গত ১১ এপ্রিল কালিয়াচকের মোথাবাড়ির হামিদপুর থেকে তনুশ্রী ঘোষ (১৮) নামে এক ছাত্রীকে জোর করে (ফুসলিয়ে ভালবাসার অভিনয় করে) বিয়ে করে উত্তরলক্ষ্মীপুরের বাসিন্দা সাহিন শেখ। উক্ত দুই নাবলিকা অপহরণের ক্ষেত্রে পুলিশ এফ আই আর গ্রহণ করলেও তনুশ্রী ঘোষের অভিযোগ থানায় নিতে অস্বীকার করে, যেহেতু তার ১৮ বছর বয়স হয়ে গেছে। পুলিশ এখনও পর্যন্ত দু'জন নাবালিকাকে উদ্ধার করতে পারেনি। অতীতে দেখা গেছে এই ভাবে অপহরণ করার পর অপহৃতাদের ১৮ বছর বয়স পার করে বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে আসে। তখন তাদের আর বিচার হয় না।

অনেক নেতাকে হারিয়েছি বলে মাওবাদী প্রধানের স্বীকারোক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দলের নেতাদের একটা বড় অংশকে আমরা হারিয়েছি বলে স্বীকার করে নিয়েছেন সিপিআই (মাওবাদী)-র জেনারেল

মাওবাদী নেতা গণপতি।

সেক্রেটারি মুপ্পালা লক্ষ্মণ রাও ওরফে গণপতি। দলের সামনে যেসব চ্যালেঞ্জ উপস্থিত হয়েছে তার উল্লেখ করে দলের অভ্যন্তরে বিলি করা এক বুলেটিনে বলেছেন, কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে গ্রাম কমিটি পর্যন্ত সর্বস্তরে দলের নেতাদের একটা বড় অংশকে তারা হারিয়েছেন। তিন চতুর্থাংশেরও বেশি গণআত্মসমর্পণ করেছে বলে তিনি স্বীকার করেন। এর মধ্যে পিপলস লিবারেশান গরিলা আর্মি (পি এন জে এ)-র কয়েকজনও রয়েছে যারা মাথা নত করেছে।

পুরোহিত ও প্রজ্ঞা সিং-কে এনসিওসিএ ধারায় অভিযুক্ত করা যাবে না : সুপ্রিম কোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দীর্ঘ ছ'বছর কারাবাসের পর মহারাষ্ট্র কন্ট্রোল অফ অর্গানাইজড ক্রাইমস অ্যাক্ট (এম সি ও সি এ)-এর ধারা থেকে রেহাই পেল লেফটেন্যান্ট কর্নেল প্রসাদ শ্রীকান্ত পুরোহিত, সাধ্বী প্রজ্ঞা সিং-সহ কয়েকজন অভিযুক্ত। ২০০৮ সালে মালেগাঁও বিস্ফোরণ কাণ্ডে এই ধারায় অভিযুক্ত করে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গত ১৫ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, আজ পর্যন্ত সংঘঠিত অপরাধের কোনো প্রমাণ না মেলায় এই ধারা বলে গ্রেপ্তার থেকে তাদের অব্যাহতি দেওয়া হলো। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের ফলে তাদের জামিনের আবেদন মঞ্জুর হওয়ার সম্ভাবনা খুলে গেল। সুপ্রিম কোর্ট আরও বলেছে, জামিনের আবেদনের যৌক্তিকতা বিচার করেই ট্রায়াল কোর্টের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত— এম সি ও সি এ ধারার ভিত্তিতে নয়।

নিউইয়র্কের জিম্মায় বাজেয়াপ্ত ১০০ মিলিয়ন ডলারের ভারতীয় প্রত্নসামগ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আমেরিকার ইতিহাসে বাজেয়াপ্ত সর্বাধিক মূল্যের প্রাচীন প্রত্নসামগ্রী তাদের হেফাজতে রয়েছে বলে নিউইয়র্ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। ভারত ও দক্ষিণ এশিয়া থেকে লুণ্ঠন করা ২৬২২টি প্রত্নসামগ্রী রয়েছে যেগুলির অর্থমূল্য ১০৮ মিলিয়ন ডলার। ম্যাডিসন এভিনিউর আর্ট ডিলার সুভাষ কাপুর এইসব প্রত্নসামগ্রী আমেরিকায় চোরাচালান করেছিল বলে অভিযোগ। বাজেয়াপ্ত এইসব সামগ্রীর মধ্যে ব্রোঞ্জ ও পাথরের তৈরি হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিও রয়েছে যেগুলির প্রত্যেকটির মূল্য কয়েক মিলিয়ন ডলার। চেন্নাইয়ের আদালতে চোরাচালানের অভিযোগে কাপুরের বিরুদ্ধে মামলা চলছে।

বাল্মীকি সম্প্রদায়ের মানুষকে মুসলমান করার চক্রান্ত ব্যর্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতের তপশিলি জাতিভুক্ত বাল্মীকি সম্প্রদায়ের মানুষ এবার স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন তাঁদের মুসলমান হয়ে যাবার কোনো প্রশ্নই নেই— তাঁরা হিন্দু ছিলেন, আছেন, থাকবেনও। প্রায় ৮০টি বাল্মীকি পরিবার গত ১৬ এপ্রিল তাঁদের আন্দোলন স্থগিত রাখেন। কেননা উত্তরপ্রদেশ সরকার লিখিত ভাবে জানায় যে রামপুরে তোপখানা এলাকায় তাদের 'অবৈধ বাড়িগুলি' গুঁড়িয়ে দেওয়ার কোনো পরিকল্পনা সরকারের নেই। বাবাসাহেব আম্বেদকর জয়ন্তী-র দিন মাথায় টুপি পরে তাঁরা জানিয়ে দেন যেহেতু সরকার তাঁদের সব দাবি মেনে নিয়েছেন তাই তাঁদের ধর্মান্তরিত হওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই। তাঁরা এখনও হিন্দু-ই রয়েছেন। বিতর্কের নেপথ্যে রয়েছে উত্তরপ্রদেশের নগরোন্নয়ন মন্ত্রী আজম খান। এর বিরুদ্ধে ইতিপূর্বেও নানা দেশবিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে। এই মুহূর্তে বাল্মীকি সম্প্রদায়ের মানুষ তার সঙ্গে একপ্রকার যুদ্ধবিরতিতে গেলেও সমস্যা বাড়িয়েছিল আজম খান। তিনি এদের দেশ থেকে বিতাড়নের হুমকি দিয়েছিলেন। তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছে, আজম খান জেনেশুনে বাল্মীকি সম্প্রদায়ের মানুষকে ধর্মান্তরিত করার জন্যই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এ ধরনের কাজকর্ম করেছে। এহেন প্রবণতা অবশ্য নতুন নয়। এরকম দেশ-বিরোধী কাজকর্মের জন্য স্বাধীনতার পর থেকে ভারতের শুধু সামাজিক স্থিতিতেই নয়, নিরাপত্তা ক্ষেত্রেও সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। সমস্যা মেটে গত ১৪ তারিখ ন্যাশনাল কমিশন ফর সিডিউল কাস্ট-এর ভাইস-চেয়ারম্যান রাজকুমার ভেরকা রামপুরে পৌঁছোনোর পরই। দু'পক্ষের কথাবার্তার সময় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য পুলিশের আই জি বিজয় সিং মীনা, রামপুরের জেলা-শাসক সিপি ত্রিপাঠী ও রামপুরের পুলিশ সুপার সাধনা গোস্বামী। উত্তরপ্রদেশ সরকার শেষ অবধি বাল্মীকি পরিবারগুলির দাবি মেনে নিয়ে তাদের বাড়িগুলি ধূলিসাৎ-এর পরিকল্পনা বাতিল করে। সেইসঙ্গে প্রতিবাদকারীদের বিরুদ্ধে করা এফ আই আর প্রত্যাহার এবং গ্রেপ্তার হওয়া প্রতিবাদীদের ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে বিষয়টি সহজে হয়নি বলেই তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত।

অখিলেশ সরকার বরাবরই মুসলমান ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে হিন্দু বিরোধিতার পক্ষপাতী এবং তাদের কাজকর্মে মুসলমান সম্প্রদায়কে সুবিধা পাইয়ে দেবার প্রয়াসী। এবারও মুসলমান ধর্মান্তরকরণে তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা নেবার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে কেন্দ্র কঠোরতম পদক্ষেপ নিতে পারে বুঝেই তারা পিছু হটল— এমনটাই মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

ধনজন-যোজনার ফলে চিটফান্ডগুলি ব্যর্থ হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কেন্দ্রীয় সরকারের জনধন-যোজনা দেশের দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ-কে ব্যাঙ্কিং নেটওয়ার্কের মধ্যে নিয়ে আসবে। সেইসঙ্গে চিটফান্ড কোম্পানিগুলির কাছে তাদের যাওয়া থেকেও বিরত করবে বলে সম্প্রতি কলকাতায় এসে মন্তব্য করে গেলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা বিজেপি-র জাতীয় মুখপাত্র এম জে আকবর। গত ১৬ এপ্রিল ফ্রেন্ডস অব বিজেপি আয়োজিত এক সভায় তিনি বলেন, 'জনধন যোজনা হলো সারদা ও রোজভ্যালি কাণ্ডের প্রকৃত প্রত্যুত্তর। দরিদ্র মানুষ চিটফাণ্ডের কাছে যান কেন? কারণ তাঁদের আর কোথাও যাবার জায়গা নেই।' তিনি আরও বলেন, যদি তাঁদের একটি করে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট করে দেওয়া যায় তবে চিটফান্ডগুলো হতাশ হবেই। চিটফান্ডগুলো-কে এভাবেই ধ্বংস

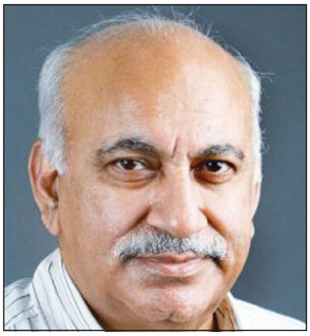

এম জে আকবর

করে দেওয়া সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি এমনও বলেন যে, যারা চিটফান্ডগুলোকে সমর্থন করছেন, তাঁরা আসলে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীরই বিরোধিতা করছেন।

তথ্য-পরিসংখ্যান উল্লেখ করে আকবর জানান, ভারতবর্ষের পক্ষে এটা খুবই লজ্জার যে দেশের ৪০ কোটি মানুষ এখনও দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছেন। তাঁর দাবি এর জন্য পুরোপুরি দায়ী গত ইউপিএ জমানা। যেখানে 'কর্মহীনতা' চূড়ান্ত মাত্রা পেয়েছিল। তিনি এও বলেন, নরেন্দ্র মোদী দেশের ক্ষমতায় আসার পর উৎপাদন শিল্প নেতিবাচক পরিসংখ্যান থেকে পাঁচ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে। নেতাজী-র অন্তর্ধান সংক্রান্ত ফাইলগুলি প্রকাশ্যে আনার ব্যাপারে তিনি মন্তব্য করেন যে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনের সময় হয়েছে এবার। যখন এটি প্রকাশিত হবে তখন কিছু প্রয়াত ব্যক্তির এবং কিছু জীবিত ব্যক্তির ভাবমূর্তি সাধারণ মানুষের কাছে ধূলিসাৎ হবে। তাঁর লক্ষ্য যে স্পষ্টতই নেহরু গান্ধী পরিবারের দিকে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ভোট সন্ত্রাস : সিপিএম যেখানে শেষ করেছিল, তৃণমূল সেখান থেকেই শুরু করেছে

যেমনটা আশঙ্কা ছিল সেই পেশীশক্তির আস্ফালনই দেখা গেল কলকাতা পুরসভার ভোটে। শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস মহানগরীর ১৪৪টি ওয়ার্ডেই বোমা পিস্তল নিয়ে দাপিয়ে বেড়ায় শনিবারের বারবেলায়। পশ্চিমবঙ্গে ভোট সন্ত্রাসের জন্মদাতা সিপিএম। সিপিএম যেখানে শেষ করেছিল, তৃণমূল সেখান থেকেই শুরু করেছে। একদা ভোট সন্ত্রাসের সেই জন্মদাতাদের হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিয়েছে তৃণমূল কীভাবে কলকাতা পুলিশকে 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' বলে সার্টিফিকেট দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর দলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় নেত্রীর সুরে তাল দিয়ে বলেছেন, 'কলকাতার ইতিহাসে এত শান্তিপূর্ণ ভোট আগে কখনও দেখিনি।' অথচ যে কলকাতা পুলিশকে মুখ্যমন্ত্রী দরাজভাবে সার্টিফিকেট দিয়েছেন সেই পুলিশেরই একজন সাব ইন্সপেক্টর তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের গুলিতে গুরুতর জখম হন। যে কথাটা মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর দলের মহাসচিব ভুলে যাচ্ছেন তা হচ্ছে লুম্পেন রাজনীতি স্থায়ী হয় না। এই লুম্পেনরাই বামেদের শেষ করেছে। ভবিষ্যতে এই লুম্পেনরাই তৃণমূলকে বিনাশ করবে। এটাই দেওয়ালের লিখন। যে লিখন বিমান-বুদ্ধ-অনিলরা পড়তে পারেননি। এখন মমতা এবং তাঁর সাগরেদরা পড়তে চাইছেন না। তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন যে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে মানুষ প্রতিবাদে ঘুরে দাঁড়াবেই।

পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম নেতাদের মায়াকান্না দেখলে করুণা হয়। তাঁদের অস্ত্রেই তাঁরা বধ হবেন এমন কথা দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি। কলকাতা পুরসভার নির্বাচনের দু'দিন আগে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তাঁর দলের কর্মীদের সন্ত্রাস প্রতিরোধের ডাক দিয়েছিলেন। একদা লালদুর্গ বলে পরিচিত দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর, বাঘাযতীন, গাঙ্গুলিবাগানের মতো এলাকায় সিপিএম কমরেডদের তথাকথিত প্রতিরোধের ছিটেফোঁটাও দেখা যায়নি। উল্টে কলকাতার পুর ওয়ার্ডের পর ওয়ার্ডে যখন দলীয় কর্মীরা বেধড়ক ঠ্যাঙানি

গূঢ় পুরুষের কলম

খাচ্ছে তখন বিশাখাপত্তনমে পলিটব্যুরোর বৈঠকে গাজা-প্যালেস্তাইনের প্রতি মোদী সরকারের বিদেশ নীতির বিরুদ্ধে গলা ফাটাচ্ছেন সিপিএমের শীর্ষ নেতৃত্ব। প্রস্তাব পাশ করাচ্ছেন যে ইজরায়েলকে ভারতের শত্রু রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করতে হবে। সিপিএমের প্রাক্তন সাংসদ শমীক লাহিড়ি বলেছেন, 'শনিবার পুরসভার নির্বাচনের নামে প্রহসন হয়েছে।' শমীকবাবু বোধহয় ভুলে গেছেন যে গত পুরসভা নির্বাচনের সময় সিপিএম যাদবপুর-বাঘাযতীন-গাঙ্গুলিবাগান এলাকায় কোনও বিরোধী দলকেই ঝাণ্ডা লাগাতে দেয়নি। তখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনকে প্রহসন বলেছিলেন। আজ যেমন বিমান-বুদ্ধ-সূর্যকান্তরা বলছেন।

সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে একমাত্র বিজেপি বেশ কয়েকটি পুরওয়ার্ডে তৃণমূলের ভোট সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পথে নেমে প্রতিরোধ গড়তে পেরেছে। অন্তত নিজেদের জেতা আসনগুলি ধরে রাখতে বিজেপির নেতা ও কর্মীদের মরিয়া লড়াই করতে দেখা গেছে। তাঁরা মাটি কামড়ে শাসকদলের সন্ত্রাসের মোকাবিলা করেছেন। বিদায়ী কাউন্সিলার মীনাদেবী পুরোহিত বলেছেন, 'সাহস করে পথে নেমে প্রতিরোধ করা হয়েছে। কর্মীদের নিয়ে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ঘুরে পুলিশকে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করেছি।' মীনাদেবীর ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের এজেন্ট বিজয় মারুথ বলেছেন, 'মারধর সত্ত্বেও বুথ ছেড়ে যাইনি। মাটি আঁকড়ে পড়েছিলাম।' বিজেপি কর্মীরা যেটা করে দেখিয়েছেন, কমরেডরা সেই কাজে ডাহা ফেল মেরেছেন। আলিমুদ্দিনের ঠাণ্ডা ঘরে বসে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য রাস্তায় বেরিয়ে প্রতিরোধের ডাক দিয়েছিলেন। কমরেডরা তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি, এটাই সত্য। সিপিএম এখন বাস্তব নয়। পার্টিকে খুঁজতে গেলে ইতিহাসের পাতা ওলটাতে হবে।

সাংবাদিক অমল সরকার 'এই সময়' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রতিবেদনে সঠিকভাবেই লিখেছেন যে, 'সিপিএমের পতন ডেকেছিল এমনই ভোট। সিপিএমের শীর্ষ নেতৃত্ব ভুলে গিয়েছিলেন যে বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করে একাধিপত্য কায়েম শেষপর্যন্ত শাসকের পতনই ত্বরান্বিত করে। গত ২০০৩-এর পঞ্চায়েত ভোটে পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং হুগলীতে প্রায় ৬ হাজার গ্রাম পঞ্চায়েত বিনা লড়াইয়ে পেয়েছিল সিপিএম। কারণ, বিরোধী প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে দেয়নি সিপিএম। কেশপুর, গড়বেতা, আরামবাগ, খানাকুল এলাকায় সিপিএমের অনুমতি ছাড়া পাখিও উড়তে সাহস পেত না। আজ বিরোধীশূন্য সেই লালদুর্গে সিপিএম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শনিবার কলকাতা পুরসভার ভোটে শাসকদলের ভোটলুঠ এবং মুখ্যমন্ত্রীর শান্তিপূর্ণ ভোটের দাবিতে ফের স্পষ্ট সিপিএমকে তাদেরই অস্ত্রে ঘায়েল করার বিদ্যা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর দল ভালোই রপ্ত করেছে। সিপিএমের ভোট সংস্কৃতি এখন সিপিএমকেই তাড়া করে বেড়াচ্ছে। ■

মোদীর রেল ঝমাঝম, পা পিছলে আলুরদম

মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ
নবান্ন, হাওড়া

দিদি, পর পর কয়েক সপ্তাহ আপনাকেই চিঠি লিখছি। প্লিজ বিরক্ত হবেন না। আসলে এই রাজ্যে বসে আপনি একের পর এক যা কৃতিত্ব দেখাচ্ছেন তাতে আপনাকে বাদ দিয়ে কোনো কিছু ভাবাই যাচ্ছে না। যে যা বলে বলুক, আমি দিদি আপনার কাজে সত্যিই খুশি। বিশেষ করে কেন্দ্রের সঙ্গে আপনি যে অসহযোগিতা চালিয়ে যাচ্ছেন তাতে আমি পুলকিত। অনেকে বলছে, সে কারণেই নাকি ভোটাররা আপনাদের চাইছে না। আপনার পদক্ষেপে রাজ্যের আখেরে ক্ষতি হচ্ছে। কিন্তু আমার বক্তব্য যা করছেন বেশ করছেন। ভোটে জেতার জন্য ভালো কাজ করতে হবে এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছে! তার জন্য আপনার বাহিনীই যথেষ্ট। আর রাজনীতিটা আপনার পেশা। সেখানে রাজ্যের ভালো-টালো ওসব নীতি কথার কোনো মানে হয় না।

এরাজ্যের রেল প্রকল্পগুলির কাজ এগোচ্ছে না। যার অনেকগুলোই আপনার মস্তিষ্কপ্রসূত মানে আপনি বা আপনার দুই ভাই মন্ত্রী থাকার সময় আপনার নির্দেশেই হয়েছে। সেগুলোর কাজ তো এগোচ্ছেই না, উল্টে কমে যাচ্ছে বরাদ্দ। কবে কাজ শেষ হবে ঠিক নেই। এই নিয়ে আপনারা যে ক্ষোভ জানিয়েছিলেন সেটাও সঙ্গত। কিন্তু তা বলে কেন্দ্র তার সমাধান করতে চাইলে সহযোগিতা করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। মোদীর কোমরে দড়ি পরানো যায়নি ঠিক আছে, তা বলে গলায় মালা পরাতে হবে এমন তো কোনো কারণ নেই।

এর আগে সব রাজ্যকে বাজেটের আগে চাহিদা জানতে চেয়ে চিঠি দিয়েছিল রেল মন্ত্রক। তাতে সব রাজ্য সরকার হ্যাংলার মতো উত্তর দিয়েছিল। আপনি মানে আপনার সরকার দেয়নি। এজন্য আপনাকে বিপ্লবী অভিনন্দন। আপনি চাইবেন আর সেটা টুকে কেন্দ্র প্রকল্প ঘোষণা করবে ওসব চলবে না। নিজেরা মাথা ঘামিয়ে লোক ঠকানো প্রকল্প বানাও তো দেখি, কত দম!

যাক যেকথা হচ্ছিল। পশ্চিমবঙ্গ-সহ আরও কয়েকটি রাজ্যেই রেলের প্রকল্প রূপায়ণের জট ছাড়ানোর একটা চেষ্টা চালিয়েছে মোদী সরকারের রেল মন্ত্রক। মন্ত্রী সুরেশ প্রভু নিজে। ওড়িশা, কর্ণাটক বা রাজস্থানের মতো রাজ্য তাতে সাড়া দিয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরাসরি নাকচ করে দিয়েছে। আপনাকে সেলাম দিদি সেলাম।

রেল মন্ত্রকের প্রস্তাব— প্রকল্পগুলির রূপায়ণে রাজ্যগুলি এগিয়ে আসুক। কারণ, বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে অধিকাংশ প্রকল্পেই চাহিদা মতো অর্থ বরাদ্দ করা যাচ্ছে না। প্রকল্প রূপায়ণ থমকে থাকছে। সেই সমস্যা মেটাতে রাজ্য সরকারগুলিকে রেলের সঙ্গে 'স্পেশ্যাল পারপাস ভেহিক্যাল' (এসপিভি) বা একটি বিশেষ সংস্থা গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন রেলমন্ত্রী প্রভু। ওড়িশা, কর্ণাটক, রাজস্থান তাতে সায় দিয়েছে। সমস্যাও মিটছে। এই সব রাজ্যের প্রকল্পগুলি সময়ে শেষ করতে বিশেষ পদক্ষেপও করেছে রেল। কিন্তু বাংলা বলে দিয়েছে ওসব এসপিভি-টেসপিভি হবে না। যার নিট ফল, বাংলার রেল প্রকল্পগুলির ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার গর্ভে। সে হোক কিন্তু রেলকে কেনই বা আপনি সহযোগিতা করতে যাবেন বলুন তো! কেন্দ্র কেন্দ্র। রাজ্য রাজ্য। সোজা কথা।

নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর সবাই হামলে পড়েছিল দেখা করার জন্য আপনি সেটা করেননি বলে আমার গর্ব ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত করলেন। তখন অনেকে বলেছে সেটা নাকি সারদা কাণ্ডে আরও জড়িয়ে পড়া থেকে বাঁচতে। আমি বিশ্বাস করিনি। কিন্তু একই সঙ্গে আপনার ওই দিল্লী গিয়ে দেখা করাটা মোটেই ভালো লাগেনি। মোদী কোন হরিদাস পাল যে আমাদের মহামান্য দিদিকে যেতে হবে!

রেলমন্ত্রক বলছে, তাদের হাতে পর্যাপ্ত টাকা না থাকায় রাজ্যের সঙ্গে এই ধরনের এসপিভি চায় তারা। এতে রেলের কোনো প্রকল্পে রাজ্যের অংশীদারি থাকবে ৫১ শতাংশ। বাকিটা রেলের। প্রকল্পের খরচও ভাগাভাগি হবে একই অনুপাতে। প্রকল্প শেষ হলে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকবে রেল। পশ্চিমবঙ্গ-সহ ৮টি রাজ্যকে ওই প্রস্তাব দেন রেলমন্ত্রী। সবার আগে মেনে নেয় ওড়িশা। কিন্তু আমরা মানিনি। এটা আমাদের গর্ব। তাতে বাংলার উন্নয়ন হয়তো থমকাবে কিন্তু তৃণমূলের উন্নয়ন কেউ আটকাতে পারবে না। আর এখন এক বছরও বাকি নেই বিধানসভা ভোটের। এই সময় রেল ভালো কাজ করলে বিজেপি-র ফায়দা হবে। সেটা কখনওই হতে দেওয়া যায় না। সুতরাং মোদী সরকারের রেল পা পিছলে আলুরদম হলে হোক, কিন্তু ঘাস ফুলের দেমাক যেন পিছলে না যায়!

— সুন্দর মৌলিক

রাষ্ট্রবাদীদের সঙ্গে রাষ্ট্রনির্মাণের রাজসূয় যজ্ঞে সকলের নিমন্ত্রণ

ড. স্বরূপপ্রসাদ ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির চরিত্রে রাষ্ট্রবাদী শক্তির উত্থানে নিরীশ্বরবাদী শক্তির দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হয়ে প্রতারিত হবার সম্ভাবনার যুগের শেষের সূচনা হয়েছে। দর্শনের দিক থেকে নিরীশ্বরবাদীরা সনাতন ধর্ম-সংস্কৃতির ঘোর বিরোধী। সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা নেহরু সাহেবেরও ছিল। পার্থক্য হলো বামপন্থীরা Scientific Socialism-এ বিশ্বাস করেন। নেহরুজীর বিশ্বাস ছিল Utopian Socialism এবং Fabian Socialism এর ঘরানায়। তবে উভয় তত্ত্বই ইউরোপীয় ঘরানায় স্নাত ও চর্চিত। শ্রীগুরুজী স্বামী বিবেকানন্দের Vedantic Socialism-কে শ্রদ্ধা করতেন। সনাতন ভারতীয় আধ্যাত্মিক পরম্পরাকে স্বীকার করে, বিবেকানন্দের সমাজতান্ত্রিক চিন্তা নিরীশ্বরবাদী তত্ত্ব নয়। দারিদ্র্য মুক্তির কথাকে গ্রহণ করে এ তত্ত্ব স্বামীজীর বর্ণনার Practical Vedanta-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিরীশ্বরবাদী শক্তি প্রভাব বিস্তার করেছে দেখতে পারছি। এ সকল দেশে পাল্লা দিয়ে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও অবসাদ বাড়ছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে নেহরু ও বামপন্থীরা মিলিতভাবে সমস্ত গবেষণাকেন্দ্রকে গ্রাস করে নিরীশ্বরবাদী ও হিন্দু বিরোধী প্রচারকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা-কেন্দ্রকে নিরীশ্বরবাদী বামপন্থী মতবাদ প্রচারের কাজে ব্যবহার করেছে। এই প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রীয় গবেষণা মাধ্যমগুলিকে সুকৌশলে ব্যবহার করা হয়েছে মানুষকে হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতি সম্পর্কে নির্লিপ্ত করে তোলার কাজে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও বামপন্থীরা আপন ঘরানার এই সনাতন ভারতীয় অধ্যত্মবাদ বিরোধী, সনাতন ধর্মের সম্পর্কে অনীহাযুক্ত শিক্ষককুলকে বিভিন্ন বড়-মাঝারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছলে-বলে-কৌশলে নিয়োগ করে তাঁদের মাধ্যমে সমাজকে নিরীশ্বরবাদী করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, শ্যামাপ্রসাদ এঁরা কেউ নিরীশ্বরবাদী ছিলেন না। নেহরু ও বামপন্থীরা নাস্তিক ও সনাতন ধর্ম সংস্কৃতির সম্পর্কে শ্রদ্ধাহীন। আমরা যদি ভারতবর্ষকে ও তার শিক্ষিত শ্রেণীকে ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত করতে চাই ও আমাদের সাধনার ভারতবর্ষকে যদি তাঁর বৈদিক ঐতিহ্যে জাগ্রত করে স্বচ্ছ ও সুন্দর একটি দেশ চাই যেখানে অর্থনৈতিক বিকাশ হোক এ আশা রাখি তবে নিশ্চয় শ্যামাপ্রসাদের দলকেই এগিয়ে দেব। ডাক্তারজী, শ্রীগুরুজী, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও দীনদয়াল উপাধ্যায়জীর চতুর্স্তম্ভের উপর যে মন্দির নির্মিত তার ভাবাদর্শের ভিত্তি স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন। বেশিরভাগ সময় নিজেকে নিয়েই নিজে ব্যস্ত আছেন এমন নেতাই দেশের কাজে এলে দেশ চিরকাল উন্নয়নশীল থেকে যাবে উন্নত রাষ্ট্র স্বপ্নেই থাকবে। সঙ্ঘের সেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকলে সেবাভাব আসতে থাকে সহজেই। রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রমের সেবা কাজে যুক্ত থাকলেও ত্যাগের ভাব আসে, দেশবোধ জাগ্রত হয়। দেশভক্ত ও সত্য দেশসেবক খুঁজতে গেলে রাজনীতির অঙ্গনে নিজেকেই সতর্ক হতে হবে। এখানে দলটির আদর্শগত ভিত্তিটি জানা প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গ এমনই একটি রাজ্য যে তার জন্মদিন পালন করে না। কারণ জন্মদিন পালন করলেই জন্মের কারণ বলতে হবে আর তার মধ্যে রয়েছে বিড়ম্বনার ইতিহাস। তাই শ্যামাপ্রসাদের দল ছাড়া কেউ পশ্চিমবঙ্গের জন্মদিন পালন করে না। কংগ্রেস এ রাজ্য শাসন করেছে ১৯৪৭-৬৭, ৭২-৭৭ মোট প্রায় ২৬ বছর। বামপন্থীরা শাসন করেছে ১৯৬৭-৭০ আবার ১৯৭৭-২০১১ মোট প্রায় ৩৭ বছর। আর কংগ্রেস ঘরানায় পালিত তৃণমূল কংগ্রেস প্রায় ৪ বছর। তাহলে কংগ্রেস গোত্রের শাসনও প্রায় ৩০ বছর। এই হলো স্বাধীনতা উত্তর ৬৭ বছরের ভঙ্গ বঙ্গের শাসনকাল। আর যাঁরা পশ্চিমবঙ্গের জন্মের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করলেন সেই শ্যামাপ্রসাদ ও তাঁর অনুগামীদের এবার আমাদের সুযোগ দিতে হবে। উন্নয়ন নিয়ে প্রচুর কথার ফাঁকে সত্য লুকিয়ে হাসছে আর পশ্চিমবঙ্গ ভারতসভায় ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে। দারিদ্র্যের নিরিখে রাজ্যব্যাপী Poverty estimate 2011-12 বর্ষে কোন রাজ্যে কত শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে। এগিয়ে থাকা রাজ্যগুলির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের তুলনা করলে দেখতে পাই অন্ধ্রপ্রদেশে ৯.২ শতাংশ, তামিলনাড়ুতে ১১.৩ শতাংশ, গুজরাটে ১৬ শতাংশ, মহারাষ্ট্রে ১৭.৪ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গে ২০ শতাংশ আর কর্ণাটকে ২০.৯ শতাংশ। তাহলে দরিদ্রনারায়ণের সেবায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে এগিয়ে আছে প্রথম সারির অনেক রাজ্যই। এবার দেখি শিক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের স্থিতি অর্থাৎ স্বাক্ষরতায় আমরা অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনায় কোথায়। ২০১১ সালের নিরিখে মহারাষ্ট্রে ৮২.৯১ শতাংশ মানুষ স্বাক্ষর, তামিলনাড়ুতে ৮০.৩৩ শতাংশ মানুষ স্বাক্ষর, গুজরাটে ৭৯.৩১ শতাংশ স্বাক্ষরতা, পশ্চিমবঙ্গে ৭৭.০৮ শতাংশ ও কর্ণাটকে ৭৫.৬০ শতাংশ। আমরা যদি Gross Domestic Product (GDP) 2013-14 দেখি দেখব মহারাষ্ট্র ১,৫১০,১৩২ (কোটিতে), তামিলনাড়ু ৪৫০,৩১৯ (কোটিতে), গুজরাট ৭৭৩,৯৯০ (কোটিতে), পশ্চিমবঙ্গ ৭০৭,৮৪৮ (কোটিতে), কর্ণাটক ৫৯৩,৮১১ (কোটিতে)। যদি একটু তলিয়ে দেখি মহারাষ্ট্র ৪৮ এম.পি-র প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ৪২ এম.পি-র প্রদেশ, তামিলনাড়ু ৩৯ এমপি-র রাজ্য, কর্ণাটক ২৮ এমপি-র প্রদেশ ও গুজরাট ২৬ এমপি-র রাজ্য। এ থেকে প্রমাণ হয় আমরা

উত্তর সম্পাদকীয়

আমাদের থেকে কম জনসংখ্যার প্রধান রাজ্যগুলি থেকেও পিছনে চলেছি। স্বাধীনতার সময় প্রথম রাজ্য হয়ে শুরু করে ৬৭ বছরের বাম-কংগ্রেস শাসনে আমরা পিছিয়ে পড়েছি।

পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে যাচ্ছে শুধু জনসংখ্যায় তাও আবার অনুপ্রবেশকারী দ্বারা আগত জনসংখ্যায়। সারাদেশে ২০১১-এ মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ০.৮ শতাংশ। অন্ধ্রপ্রদেশে ০.৮ শতাংশ, গুজরাটে ০.৬ শতাংশ, মহারাষ্ট্রে ০.৯ শতাংশ, কর্ণাটকে ০.৭ শতাংশ আর পশ্চিমবঙ্গে ১.৮ শতাংশ। অর্থাৎ অন্যান্য প্রধান রাজ্য ও সর্বভারতীয় নিরিখে বিচার করলে প্রায় দ্বিগুণের বেশি। এর ফলে Density of Population বাড়ছে রাজ্যে আর টান পড়ছে শিল্পের জন্য জমিতে। মহারাষ্ট্রে জনবসতির ঘনত্ব ২০১২ সালের নিরিখে ৯৫০ প্রতি বর্গমাইল, গুজরাটে ৮০০ প্রতি বর্গমাইল, কর্ণাটকে ৮৩০ প্রতি বর্গমাইল, তামিলনাড়ুতে ১৪৪০ প্রতি বর্গমাইল এবং পশ্চিমবঙ্গে ২৬৭০ প্রতি বর্গমাইল। এর সঙ্গেই প্রমাণিত হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে Per Capita Income প্রধান রাজ্যগুলির থেকে অনেক কম। মহারাষ্ট্রে $ 1,568 G.D.P. per Capita, অন্ধ্রপ্রদেশ $ 1,077 G.D.P. per Capita, তামিলনাড়ুতে $ 1,350 per Capita, গুজরাটেও $ 1,350 G.D.P. per Capita, কর্ণাটকে $ 1,070 per Capita এবং পশ্চিমবঙ্গে $ 975 G.D.P. per Capita। এরই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বেকারত্ব মহারাষ্ট্রে প্রতি ১০০০ এ ৬০ জন বেকার, গুজরাটে প্রতি হাজারে ১০০ জন বেকার, অন্ধ্রপ্রদেশে প্রতি হাজারে ৭৬ জন বেকার, কর্ণাটকে প্রতি হাজারে মাত্র ২৯ জন বেকার, পশ্চিমবঙ্গে প্রতি হাজারে ১১৩ জন বেকার। আমরা Human Development Index দেখলে সেখানেও পশ্চিমবঙ্গের করুণ অবস্থা। Consumption based (2007-2008) Human Development Index বিশ্লেষণ করলে মহারাষ্ট্র ০.৫৭২, গুজরাট ০.৫২৭, তামিলনাড়ু ০.৫৭০, কর্ণাটক ০.৫১৯, পশ্চিমবঙ্গ ০.৪৯২। এবং এই পিছিয়ে পড়া রাজ্যে জমি নিয়ে চলছে রাজনীতি। শিল্প মহলের কাছে যাচ্ছে ভুল বার্তা। কৃষক মারা যাচ্ছে রাজ্যে আলু চাষে লোকসান সামলাতে না পেরে।

যখন ১২০ বছরের জীর্ণ জমি বিলের পরিবর্তন প্রয়োজন তখন পথে নেমে সস্তা রাজনীতির ফলে উন্নয়ন ব্যাহত হবার অশনি সংকেত দেখা যাচ্ছে। যেখানে জমির মালিকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণের সঙ্গে তার জমির সঙ্গে যুক্ত জমিহীন কৃষকের পরিবার পিছু একজনের অতি অবশ্য চাকরির ব্যবস্থা থাকবে। রেল লাইন ও বড় রাস্তা তৈরি ছাড়া জমি নেওয়া হবে না। যথা সম্ভব কম জমি নেওয়া হবে অর্থাৎ রেল লাইন ও রাস্তা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় জমির দু-পাশে ১ কিলোমিটার। উর্বর ও বহু ফসলী জমি নেওয়া হবে না। রাজ্যও যাতে Land Bank তৈরি করতে পারে তার ব্যবস্থা থাকবে। জমি নিয়ে সময়মতো কাজ না হলে দাতাকে ৫ বছরের মধ্যে বা চুক্তিতে কার্য শেষ হবার যেরূপ সময় সীমার কথা থাকবে সে সময়ের মধ্যে কাজ না হলে জমি ফেরত দিয়ে দেওয়া হবে। জন-ধন-যোজনা গরিব সাধারণ মানুষের কথা মনে রেখেই করা। যাতে তাঁদের কষ্টার্জিত অর্থ চিটফান্ডের হাতে গিয়ে তারা সর্বস্বান্ত না হন। ব্যাঙ্কে রক্ষিত থাকলে তা সঠিক হাতে থাকবে। গঙ্গা পরিষ্কার প্রকল্প ও উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গের কোটি কোটি মানুষের জীবন জীবিকাকে সুরক্ষিত করার লক্ষ্যেই। গ্যাসের টাকা সোজাসুজি অ্যাকাউন্টে পাঠানোর ভাবনা দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের স্বার্থে। গত ৯ মাসের সরকারে কোনো ছোট-বড় দুর্নীতির কথা শোনা যায়নি সে কথা ভুললে চলবে না। ইউপিএ সরকারের ১০ বছরের ইতিহাসের সামনে এ এক অনন্য কাজ। বামপন্থীরা তিন বার তেলের দাম বাড়লে রাস্তায় নামেন অপর দিকে ১২ বার দাম কমলে ঘুমতে থাকেন। বিদেশ থেকে অস্ত্র কিনলে দেশ সুরক্ষিত আর সেই অস্ত্র স্বদেশি-বিদেশি সহযোগিতায় দেশেই তৈরি হলে কংগ্রেস- বামপন্থীরা চিৎকার করছে দেশ বিক্রি হয়ে গেল। বিচিত্র ভাবনাই বটে। নামেই রেল প্রকল্প ঘোষণা না করে চলে এলে দোষ নেই আর ঘোষিত প্রকল্প যাতে শেষ করা যায় তার জন্য দেশের মধ্যে থেকে রাষ্ট্রাধীন সংস্থার সাহায্য নিলে দোষের। এ ব্যাপারে উত্তর মানুষ দেবে আগামী দিনে ব্যালেটে। নগরের উন্নয়ন (Urbanisation)-এর মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস ও বামপন্থীদের যৌথ কৃপায় কোথায় দাঁড়িয়ে পৌরসভা নির্বাচনের পূর্বে দেখে নেওয়া যাক। মহারাষ্ট্রে নগরে বসবাস করে জনসংখ্যার ৪৫.২৩ শতাংশ মানুষ ২০১১ সালের জনগণনার তথ্য অনুসারে। সেখানে পর্যায়ক্রমে গুজরাটে ৪২.৫৪ শতাংশ, তামিলনাড়ুতে ৪৮.৪৫ শতাংশ, কর্ণাটকে ৩৮.৫৭ শতাংশ এবং পশ্চিমবঙ্গে ৩১.৮৭ শতাংশ। এবার দেখি সরকারিভাবে স্বীকৃত পরিসংখ্যানে পরিচ্ছন্নতার নিরিখে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে ভারতের অন্যান্য শহরে পাশে। মহারাষ্ট্রের নবি মুম্বাই আছে ১১ নম্বরে rating ৫৩.৯২০, আর অঞ্চলপুর (মহারাষ্ট্র) আছে ২৩ rating ৪৯.৬৬৬, গুজরাটের আমেদাবাদ রয়েছে ১৯ নম্বরে rating ৫০.২৮৬, সুরাট (গুজরাট) রয়েছে ০৩ নম্বরে rating ৬৯.০৮, রাজকোটের (গুজরাট) স্থান ০৯ নম্বরে rating ৫৬.১১৮, তামিলনাড়ুর চেন্নাই রয়েছে ১৩ নম্বরে rating ৫৩.৬৩০ এছাড়াও তিরুচিরাপল্লী (তামিলনাড়ু) রয়েছে ০৬ নম্বরে rating ৫৯.০২ ও আলাদুর (তামিলনাড়ু) রয়েছে ২০ নম্বরে rating ৫০.২৪০। কর্ণাটকের ব্যাঙ্গালোর আছে ১২ নম্বরে rating ৫৩.৬৩৭ এছাড়া মহীশূর (কর্ণাটক) রয়েছে ০২ নম্বরে rating ৭০.৬৬ এবং বিধার (কর্ণাটক) এর স্থান ২২ নম্বরে rating ৪৯.৮২০। আমাদের নিজের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা রয়েছে ২৫ নম্বরে rating ৪৮.৯৬৫ এবং এর সঙ্গে বিধাননগর (কলকাতা) এর অবস্থান ১৬ নম্বরে rating ৫২.৮২০। জনসংখ্যার হিসাবে কলকাতা একসময় ছিল এক নম্বরে শিল্পায়নের অন্তর্জলি যাত্রার পর সে গরিমাও আর নেই। দিল্লী ও মুম্বই জনসংখ্যার বিচারেও এগিয়ে রয়েছে কলকাতার থেকে। আমরা যদি এ অবস্থা থেকে এগোতে চাই পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা পৌরসভাতেও পট পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এগোতে হবে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যিনি পশ্চিমবঙ্গের জনক তাঁর দলকে রাজ্যে সেবা করার সুযোগ দিতে হবে আগামীদিনে। তা না হলে বিপদ আসবে দুদিক থেকে— পশ্চিমবঙ্গের 'বাংলাদেশ' করণ এগিয়ে আসছে আর ভঙ্গ বঙ্গ উন্নয়নের নিরিখে ভারতবর্ষে পিছিয়ে মরছে। ভেবেচিন্তে ভোট না দিলে ভুগতে হবে সকলকে। ডুবতে হবে গভীর সলিলে। ❙

রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতী এক সেবা আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হেডগেওয়ারের জন্মশতাব্দী পালনের প্রস্তুতি পর্বে ১৯৮৯-এর ৮ এপ্রিল তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক বালাসাহেব দেওরস সমাজসেবামূলক কাজের সম্পর্কে তাঁর ভাবনা ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সমাজে যারা উপেক্ষিত, আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে ও অবহেলিত, তাদের মধ্যে স্বাভিমান জাগরণের জন্যই সেবা কাজ শুরু করা দরকার। তিনি বলেছিলেন, ভবিষ্যতে আমরা ৫ হাজার সেবাকেন্দ্র শুরু করব। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের উদ্যোগে পঁচিশ হাজারেরও বেশি সেবাকাজ চলছে। বালাসাহেবের এই ভাবনা সেবা ভারতী গঠনের প্রথম পদক্ষেপ বলা যেতে পারে।

এই ভাবনার সূত্র ধরেই সংগঠিত সেবা কাজের লক্ষ্যে স্বঙ্ঘের স্বয়ংসেবকেরা কাজকর্ম শুরু করেন। এর আগে থেকেই অবশ্য দেশের বিভিন্ন এলাকায় সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকেরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিভিন্ন সেবাকাজ সাফল্যের সঙ্গেই করছিলেন। তাঁরা সমাজের আস্থাও অর্জন করেছেন। আশির দশকে সেবার কাজ সারা দেশে বিস্তৃত হয়েছিল। আর আজ স্বয়ংসেবকদের সেবার বিভিন্ন কাজ এক বিশাল সংগঠনসূত্রে জুড়ে রয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেখানে সরকারি কোনো এজেন্সি পর্যন্ত পৌঁছয়নি, সেইসব এলাকাতেও স্বয়ংসেবকেরা পৌঁছে গিয়েছেন। বিভিন্ন ধরনের এইসব সেবাকাজ ক্রমশ বেড়ে চলেছে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে এবং বিভিন্ন নামে চলছে। তাই এমন এক সংগঠনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে যার মাধ্যমে দেশব্যাপী ক্রমবর্ধমান এই সেবা কাজগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায়। এছাড়া সমমনোভাবাপন্ন কিছু সংগঠন রয়েছে যাদের ক্ষমতা ও গবেষণা লব্ধ ফল সমাজ সেবার কাজে লাগতে পারে। এই সমস্ত সংগঠনের কাজ সমাজে প্রভাব বিস্তার করছে এবং একারণে তারা সমাজের শ্রদ্ধাও আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। দেশের এইসব সেবামূলক সংগঠনগুলির মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় গড়ে তোলার জন্য ২০০২-এর ৮ অক্টোবর দিল্লীতে 'রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতী' নামে এক রাষ্ট্রীয় সংগঠন গঠন করা হয়। সমমনোভাবাপন্ন সংগঠনগুলির সুষ্ঠু সমন্বয়ের একটি মঞ্চ ছাড়াও পরস্পরের পরিচয় ও সহযোগিতার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় সেবাভারতী অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করবে। দেশের যে কোনো প্রান্তে কার্যরত সেবাকর্মীদের এক জাতীয় ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করবে যাতে তারা সমগ্র দেশের কথা ভাবতে পারে।

রাষ্ট্রীয় সেবা সঙ্গমে উপস্থিত প্রতিনিধিদের একাংশ।

লক্ষ্য (মিশন)

সমাজে দুর্বল, অবহেলিত ও পীড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে বহু সংস্থাই সেবাকাজ করে চলেছে। রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতী এইসব সংস্থাকে সহযোগী হিসেবে পেতে চায়। সংস্থাগুলিকে যথাযথ পথনির্দেশের জন্য এক ছাতার ভূমিকা গ্রহণ করাই সেবা ভারতীর লক্ষ্য বা মিশন।

দূরগামী দৃষ্টি (ভিসন)

সমাজের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হোক। সমাজ রোগ ও ক্ষুধামুক্ত হোক। সমাজের সকলশ্রেণী শিক্ষিত, ক্ষমতাসম্পন্ন ও স্বাবলম্বী হোক। দেশের ৬ লক্ষ গ্রামই সকল সুবিধাযুক্ত হোক, স্বাবলম্বী হোক। সমাজের প্রত্যেক অঙ্গই সক্ষম, স্বাবলম্বী, সমরসতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশ্বে এক শক্তিশালী ও পরমবৈভবশালী জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হোক।

তত্ত্ব (ইডিওলজি)

ভারতীয় জীবন দর্শনে সেবা শব্দের একটি বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। পাশ্চাত্য ভাবনার মতো সেবাভাব কোনও চ্যারিটি বা সোস্যাল ওয়ার্ক নয়। সেবা করার সুযোগ পাওয়াকে সৌভাগ্য বলে মনে করা হয়। নর সেবাই নারায়ণ সেবা। প্রচলিত সেবা ভাবনা থেকে আমাদের সেবা ভাবনা যে ভিন্ন তা অত্যন্ত স্পষ্ট।

***

সেবা ভারতীর এক কার্যকর্তাকে কেউ একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন— জীবনে সব থেকে বড় বোঝা কী? কার্যকর্তা প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন— কোনও বোঝা না থাকাই সব থেকে বড় বোঝা। এই প্রসঙ্গে সঙ্ঘের কার্যবাহ ভাইয়াজী যোশীর বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, সেবা কাজের শুরু বেদনা থেকেই হয়। উপকরণ ছাড়াই কাজ প্রথমে শুরু হয়, পরে উপকরণের ব্যবস্থা হয়। সেবাক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতা হলো--- উপকরণ নয়, ব্যক্তিরই অভাব। আজ কত সেবা কাজ চলছে— এই হিসেবের থেকেও বড় কথা হলো এই কাজ কীভাবে চলছে।

সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত যথার্থই বলেছেন— যাদের সেবা করা হচ্ছে তাদের পরাবলম্বী পরাশ্রিত করা সেবার উদ্দেশ্য নয়। তারাও সচেতন হোক, অন্যজনকে সেবা করার যোগ্যতা অর্জন করুক, সমাজের হিত বা অহিত কিসে হয় তা ভাবতে শিখুক। সঙ্ঘের সেবায় যুক্ত ব্যক্তি বিরক্ত হয় না, বরং সিংহের মতো উৎসাহী হয়। ▌

রাষ্ট্রীয় সেবা সঙ্গম এক গভীর অনুভব

বিপ্লব পাল

আমি বর্তমানে সুইডেনের লিংকপিং ইউনিভার্সিটিতে গবেষক রূপে কর্মরত। বিদেশ হতে যখনই আমাদের দেশ ভারতবর্ষকে দেখেছি তখনই একাধারে যেমন আমাদের সুমহান সহস্র সহস্র বৎসরের ত্যাগ ও সেবার পরম্পরা আমাকে অভিভূত করেছে, আবার তেমনই বর্তমানের দিশাহীন সমাজ ব্যবস্থা আমাকে গভীরভাবে পীড়িত করেছে। বর্তমান এই সামাজিক পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে আমি ত্যাগ ও সেবা ভাবনার এক জনআন্দোলন গড়ে তোলার গভীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি। রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতীর পতাকাতলে অনুষ্ঠিত তিনদিনের (৪-৬ এপ্রিল ২০১৫) সেবা সঙ্গম রূপী মহাসম্মেলনে অংশগ্রহণ করে সেই জনআন্দোলন গড়ে ওঠার এক সুনিশ্চিত আভাস পেলাম।

এই মহাসম্মেলনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত হতে ৮০০ এনজিও ও ৩০৫০ জন সেবা প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিলেন। সম্মেলনের মূল উপাদ্য ছিল কীভাবে ত্যাগ ও সেবার মাধ্যমে সামাজিক সমরসতার প্রতিষ্ঠা ও সর্বাঙ্গীণ সামাজিক বিকাশ করা যায়। পরম পূজনীয় শঙ্করাচার্য বিভিন্নতার মধ্যে একতার বার্তা দিয়ে তিনদিনের এই মহাসম্মেলনের শুভ সূচনা করেন। পরমপূজনীয় সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত কীভাবে সংবেদনশীলতা হতে জনআন্দোলন গড়ে ওঠে তার ওপর এক গভীর আলোকপাত করেন। তিনি সামাজিক প্রয়োজনীয়তা ও সংবেদনশীলতা হতে কীভাবে সেবা ভারতীর প্রতিষ্ঠা আর তা বর্তমান রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতী রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে তা সুচারুরূপে বিশ্লেষণ করেন। এছাড়া ভাইয়াজী যোশী ও দত্তাত্রেয় হোসবালে সেবা মহাযজ্ঞে অংশগ্রহণকারীদের কীরূপ মানসিক গঠন প্রয়োজন তার ওপর আলোকপাত করেন। মাতা আনন্দময়ী ও প্রসিদ্ধ উদ্যোগপতি আজীম প্রেমজী ও মল্লিকার্জুন রাও উপস্থিত থেকে এই মহাসম্মেলনের শোভা বৃদ্ধি করেন। বিভিন্নজনের বক্তব্যে উঠে আসে কীভাবে সেবা সাধনার মাধ্যমে মানবের জাগতিক ও পরমার্থিক বিকাশসাধন করা যায়।

সেবাভারতী পত্রিকা প্রকাশ করছেন ভাইয়াজী যোশী, মাতা অমৃতানন্দময়ী প্রমুখ।

আমাদের সনাতন ভারতীয় সভ্যতার পথচলা শুরু হয়েছিল এক সর্বজনীন ও সমরসতাপূর্ণ সমাজ গঠনের ভাবনা দিয়ে। তাই বেদের ঋষিদের উদ্‌ঘোষণা 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ' সহস্র বৎসর পরে আজও মানব হৃদয়কে সমানভাবে আন্দোলিত করে। ভারতবাসী জীবনকে খুঁজতে গিয়ে এক মহান অসীম, সর্বব্যাপী, অনন্ত জীবনকে খুঁজে পেয়েছিল। হিন্দুরাই এক মহান উদ্‌ঘোষণা করেছিল 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' অর্থাৎ এই মহাবিশ্বের সমস্ত কিছুই একম্‌অদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মে সমাহিত। ভারতবর্ষ আবিষ্কার করেছিল জীবন হলো সেই অনন্তের পথে যাত্রা আর প্রত্যেকেই সেই অনন্তের পথযাত্রী। হিন্দুরা ত্যাগ ও সেবাকে ভিত্তি করে এক সমাজ পরিবেশ রচনা করেছিল যেখানে মানব নিজের ক্ষুদ্র সত্তা হতে ক্রমাগত এক অসীম সত্তার অধিকারী হতে পারে এবং মানবতার ভেদভাবনা থেকে এক অভেদ ও একাত্মতায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এভাবেই হিন্দুরা আত্মত্যাগ ও সেবার দৃষ্টান্ত-সমৃদ্ধ এক সুমহান ইতিহাস রচনা করেছিল দায়িত্ব ও কর্তব্য ভাবনার মধ্য দিয়ে যা তাদের একদিন উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল। কিন্তু শতাব্দী ব্যাপী বৈদেশিক আক্রমণ ও ধ্বংসলীলার ফলে আজ আমাদের জাতীয় ভিত্তি বিস্মৃতপ্রায়। দায়িত্ব ও কর্তব্য ভুলে আজ আমরা শুধুই দাবি করতে শিখেছি। আজ তাই আমাদের দেবভূমিতে আসুরিক শক্তির আধিক্য দেখা দিচ্ছে। কিন্তু আশার আলো এই যে আমাদের এই সনাতন সমাজে যখনই আসুরিক শক্তির প্রকাশ ঘটেছে দেবত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য। আজ আবার সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির সুনিশ্চিত আভাস পরিদৃশ্যমান। সেবা সঙ্গম নামক মহাসম্মেলনের মাধ্যমে যেন সেই দৈবি শক্তির আত্মপ্রকাশের পথ প্রশস্ত হলো। এত বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে কীভাবে কোনো সম্মেলন সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যায়— এই মহাসম্মেলন তারই এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। উপর্যুপরি বিভিন্ন প্রদেশের সেবা প্রতিনিধিদের কর্ম বৃত্তান্তের প্রদর্শনী এই সম্মেলনকে এক অভিনব উৎকর্ষে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। সেবা সঙ্গম সেবা সাধনায় ব্রতী প্রতিনিধিদের মধ্যে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের উল্লেখযোগ্য পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল। সর্বোপরি একথা বললে অতিশয়োক্তি হবে না যে সেবা সঙ্গমের অনুভূতি যেন জীবনে এক নতুন ভাবনার সঞ্চার করেছে। এই মহাসঙ্গম যেন ব্যক্তির সীমিত সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে অসীম সম্ভাবনার বীজ বপন করা যায় তা হৃদয়ঙ্গম করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এই মহাসঙ্গম আমাদের সহস্র সহস্র বৎসরের ত্যাগ ও সেবার পরম্পরায় যেন নতুন করে প্রাণের সঞ্চার করেছে। হাজার হাজার প্রবাসী হিন্দুসন্তান সম্প্রচার মাধ্যমে সেবা সঙ্গমের দৃশ্য দেখে আশ্বস্ত হবে যে, ভারত আবার জাগছে।

রাষ্ট্রীয় সেবা সঙ্গম
জাতীয় সংহতির এক অনন্য চিত্র

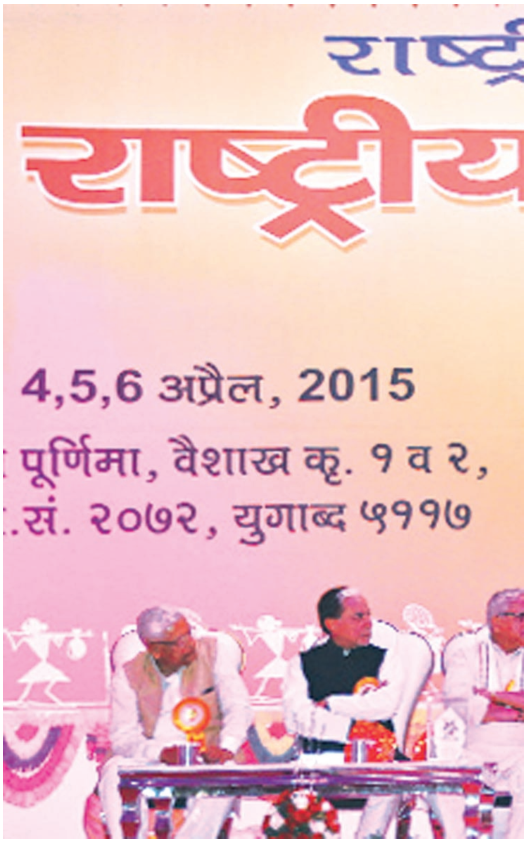

প্রদ্যুতমল বসু

'সেবা হ্যায় যজ্ঞকুণ্ড সমিধা সম হম জ্বলে
ধ্যেয় মহাসাগর মেঁ সরিতরূপ হম মিলে।।'

রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতীর তত্ত্বাবধানে সেবাকাজ সারা ভারতে যে মহাসাগরের আকার ধারণ করেছে তা দেখার সৌভাগ্য হলো এবারের রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতীর কার্যকর্তা সম্মেলন 'রাষ্ট্রীয় সেবা সঙ্গম'-এ। শত শত সেবা সংস্থা নদীর মতো বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে এক জায়গায় মিলিত হয়ে রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতীর কাজকে মহাসাগরের রূপ দিয়েছে। তারই একটি ক্ষুদ্র রূপকে উপস্থিত করা হয়েছিল দিল্লীতে রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতীয় সেবা সঙ্গমে। কিন্তু এক একটি সেবা সংস্থা থেকে মাত্র তিনজন করে পদাধিকারীর উপস্থিতিতে সেবা সঙ্গম যে বিশাল আকার ধারণ করেছিল সেটিও একটি সাগরেরই তুল্য।

২০১০ সালে বেঙ্গালুরুতে প্রথম সেবা সঙ্গম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ বছরে অনুষ্ঠিত হলো দ্বিতীয় সেবা সঙ্গম। এইরকম প্রতি পাঁচ বছর অন্তর 'রাষ্ট্রীয় সেবা সঙ্গম' অনুষ্ঠিত হবে। ৪ এপ্রিল থেকে ৬ এপ্রিল (২০১৫) তিনদিন ব্যাপী এই সেবা সঙ্গম অনুষ্ঠিত হলো দিল্লীর আলিপুর অঞ্চলে 'সমরসতা নগর'-এ। এবারের সেবা সঙ্গমের ক্যাপশন ছিল 'সমরস ভারত, সমর্থ ভারত'। সারা ভারত থেকে ৭০৭ টি সেবা সংস্থার ৩০৫০ জন প্রতিনিধি এই সঙ্গমে যোগ দিয়েছিলেন। এর মধ্যে পুরুষ প্রতিনিধি ছিলেন ২৫৩৫ জন এবং মহিলা প্রতিনিধি ছিলেন ৫১৫ জন। দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত থেকে সমাজসেবা ভারতীর পঞ্জীকৃত ১৬টি সংস্থার ৯১ জন প্রতিনিধি সঙ্গমে যোগদান করেন যার মধ্যে পুরুষ ৭২ জন এবং মহিলা ১৯ জন। দক্ষিণবঙ্গের ১৩টি জেলার ১৮টি স্থান থেকে এই প্রতিনিধিরা প্রতিনিধিত্ব করেন। উত্তরবঙ্গের ৯টি সেবা সংস্থা থেকে ১০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সেবা সঙ্গম থেকে জানা গেল বর্তমানে সারাদেশে প্রায় ১ লক্ষ ৫২ হাজার সেবা প্রকল্প চলছে এবং দক্ষিণবঙ্গে চলছে ১৬৯টি প্রকল্প। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সেবা সংস্থাগুলি তাদের তৈরি বিভিন্ন জিনিসের বিপণি সাজিয়েছিল। আমাদের গর্বের বিষয় হলো, সম্পূর্ণ সম্মেলন স্থলের সাজসজ্জার দায়িত্বে ছিলেন দক্ষিণবঙ্গের শিল্পীরা যাদের শিল্পকুশলতায় সম্মেলন স্থলের সর্বত্র সৌন্দর্যে ভরে উঠেছিল। সম্মেলনকে সার্থক ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য দিল্লী প্রান্তের কার্যকর্তাদের পরিশ্রম, নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা এক কথায় অনবদ্য।

তিনদিনের এই সঙ্গমে উপস্থিত সেবাকর্মীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সমরসতা, গ্রামোন্নয়ন ও গো-সেবা— এই ৫টি বিষয়ে সেবাকর্মীদের ৫টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে আলোচনা হয়। এই সেবা সঙ্গমে যেমন

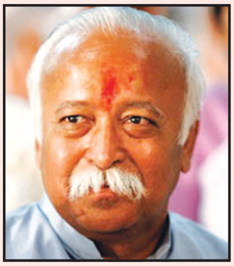

সারাদেশে সঙ্ঘের ১ লক্ষ ৫০ হাজার সেবাকাজ চলছে। এটা আমাদের গৌরবের বিষয়। কিন্তু ভারতমাতার দুঃখ দূর করার পক্ষে এটা খুবই কম। সেবাকাজে কোনো অহঙ্কার থাকা চলবে না, চলবে না কোনো প্রত্যাশা।

—মোহনরাও ভাগবত
সরসঙ্ঘচালক, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ।

বিভিন্ন সংস্থার কাজকর্মের খোঁজখবর নেওয়া হলো, তেমন জানতে চাওয়া হলো তাদের সুবিধা, অসুবিধা, প্রতিবন্ধকতা প্রভৃতি বিষয়ে। অভিজ্ঞ পরামর্শদাতারা বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিলেন। বিশেষভাবে সংস্থা সংগঠন, আইন ও আর্থিক বিষয়ে বিশদভাবে পরামর্শ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। শত শত সেবা সংস্থার প্রতিনিধি যেমন ছিলেন তেমনই অনেক মহান ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে আশীর্বাদ দিয়েছেন। বিভিন্ন সেবাকাজ সম্পর্কে একটি সুন্দর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল যার উদ্বোধন করেন পূজ্য শংকরাচার্য স্বামী রাজরাজেশ্বরাশ্রমজী। সেবা সঙ্গমের উদ্বোধন করেন মাতা অমৃতানন্দময়ী (আম্মা)। সঙ্গমে পথনির্দেশ করে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত, সরকার্যবাহ সুরেশ যোশী (ভাইয়াজী), সহসরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পপতি আজীম প্রেমজী (অধ্যক্ষ, উইপ্রো), সুভাষচন্দ্রজী (অধ্যক্ষ, জি টিভি গ্রুপ), জি. এম. রাও (প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, জি.এম.আর. গ্রুপ), ধরমপালজী (প্রতিষ্ঠাতা এমডিএইচ মশলা), সুভাষ ঘাই (চিত্রপরিচালক)-সহ প্রায় পাঁচ শত বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি প্রমুখ। তাঁরা সবাই রাষ্ট্রীয় সেবাযজ্ঞে সবরকম সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন।

সেবারূপ মহাযজ্ঞকুণ্ডকে প্রজ্বলিত রাখতে যাঁরা নিজেদের সমর্পিত করেছেন সেই সেবা কার্যকর্তারা তাঁদের কাজের বিবরণী, নিজেদের উপলব্ধি সকলের সামনে পেশ করেন। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, গুজরাট থেকে নাগাভূমি পর্যন্ত ভারতবর্ষের সর্বত্র পাহাড়, অরণ্য, মরুভূমির প্রত্যন্ত দুর্গম অঞ্চলে গরিব-দুঃখী, আর্ত, পিছিয়ে থাকা মানুষদের দুঃখ-দুর্দশায় যাঁরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন, দিনরাত সেবা করে চলেছেন তাঁরা বললেন তাঁদের অমূল্য অভিজ্ঞতার কথা। ফুটে

সেবা ভারতীর লক্ষ্য হলো, সমাজের সামর্থ্যবান লোকেদের হাত সমাজের দুর্বল শ্রেণীর দিকে বাড়িয়ে দেওয়া। আমাদের সবার সম্মিলিত শক্তিতে দেশকে শক্তিশালী করতে হবে এবং এই কাজ সমাজে সমরসতার ভাব নির্মাণ করেই করতে হবে। রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতীর সঙ্গে যুক্ত ৮০০-র বেশি সেবাসংস্থা এই ভাব নিয়েই কাজ করে চলেছে। সেবিতজনকে স্বাবলম্বী বানাতে হবে।

—অজিতপ্রসাদ মহাপাত্র
অখিল ভারতীয় সহ সেবা প্রমুখ
রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ।

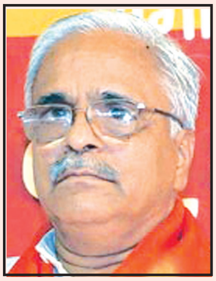

সমাজে এই ভাবনা উৎপন্ন করতে হবে যে, আমরা আমাদের জীবনে যা কিছু পেয়েছি, তা সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে হবে। আমাদের কাজ সমাজের প্রয়োজনের হিসেবে হওয়া চাই। এটা তখনই হবে যখন আমরা সমাজের ব্যথা অনুভব করতে পারবো।

—ভাইয়াজী যোশী
সরকার্যবাহ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ।

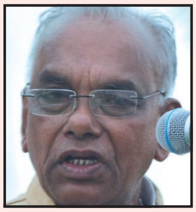

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও সমর্পিতপ্রাণ কার্যকর্তাদের সম্মিলিত চেষ্টায় দেশের অবহেলিত, পীড়িত ও বঞ্চিত বন্ধুদের শিক্ষিত, স্বাবলম্বী ও সক্ষম করে সুদৃঢ় ও সমরস ভারত নির্মাণ করা আমাদের উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতীর সঙ্গে সম্পর্কিত সংস্থাগুলিকে আমরা জাতীয় মঞ্চে আনার কাজ করছি। তাদের মধ্যে সম্মিলিত ভাব জাগানো, পরস্পর সহযোগিতা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা দ্বারা মানবৃদ্ধির চেষ্টা করছি।

—গুরুশরণজী

অখিল ভারতীয় সহ সংগঠন সম্পাদক, রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতী।

ঈশ্বর আমাদের মানবশরীর এজন্য দিয়েছেন যেন আমরা অন্যের সেবা করতে পারি। রোগ-ব্যাধিতে পীড়িত হয়ে অথবা দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মরার চেয়ে কারো সেবা করতে করতে প্রাণ যাওয়া ভালো। সেবা মানুষের স্বভাব গুণ আর অন্যের জন্য ত্যাগ করাই সেবা।

—মাতা অমৃতানন্দময়ী (আম্মা)

আমি রাষ্ট্রীয় সেবা সঙ্গমে আসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। প্রথমেই আমি বলতে চাই যে, আমি কোনো রাজনেতা নই। আমি দেশের জন্য কাজ করা একজন নাগরিক মাত্র। আপনাদের আমি চিনি না কিন্তু আপনাদের কাজকে আমি মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করছি। আপনারা সেবাভাবে যে কাজ করছেন তা খুবই প্রশংসনীয়। আমাদের সবারই একসঙ্গে কাজ করা প্রয়োজন। আমাদের দেশের আর্থিক অবস্থা যদি উন্নত হোত তবে বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যও উন্নত হোত। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সংশোধন করা প্রয়োজন। শিক্ষার গুণমান বাড়ানো উচিত। জীবনে নৈতিক মূল্যবোধ জাগানো সবচেয়ে জরুরি।

—আজীম প্রেমজী

অধ্যক্ষ, উইপ্রো গোষ্ঠী

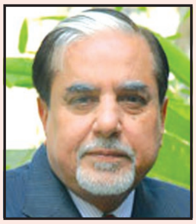

আমি ধন-সম্পদ ও মান-সম্মানে সমাজে যতই বড় হই না কেন, আপনারা যাঁরা সেবাকাজ করছেন, সেবারূপে যা কিছু দিচ্ছেন, তাঁদের থেকে নিজেকে ছোট অনুভব করছি। আপনারা কেউ অসম থেকে এসেছেন, কেউ ওড়িশা থেকে এসেছেন, সবাই যদি মিলিতভাবে পাঁচ মিনিট করে সময় দেন তাহলে জানবেন অনেক বড় কাজ করছেন।

—সুভাষ চন্দ্রা

এম ডি, জী গ্রুপ

উঠতে থাকলো প্রকৃত ভারতবর্ষের চিত্র। স্বামী বিবেকানন্দের 'দরিদ্র ভারতবাসী', 'মূর্খ ভারতবাসী', 'চণ্ডাল ভারতবাসী' যে 'আমাদের ভাই, আমাদের রক্ত' তা প্রমাণ করতে এই কার্যকর্তারা দিনরাত কাজ করে চলেছেন। এই সমস্ত দুর্বল ভাইবোনদের সেবার মাধ্যমে তাঁরা যে ভারতমায়েরই সেবা করে চলেছেন তা তাঁদের প্রতিটি কথায়, প্রতিটি আচরণে প্রকাশ পাচ্ছিল। এই কাজে কোনো বাধাই তাঁদের কাছে বাধা নয়। 'স্তুতি-নিন্দা-লাভ-লোভ-যশ- বিরক্তি'র ঊর্ধ্বে উঠে তাঁরা শুধু কর্মরূপ সাধনা করে চলেছেন। এঁদের দেখে এবং এঁদের কথা শুনে মনে হলো সেদিন আর বেশি দূর নয় যেদিন স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়,

"ভারত আবার জাগিবে, জড়ের শক্তিতে নয়, চৈতন্যের শক্তিতে" এবং "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ"। ▌

চিঠিপত্র

কলকাতা পুরভোটের ফলাফল

'পরিষেবা নয়, পেশীশক্তি, টাকার জোর আর মুসলমান তোষণই কলকাতা পুরভোটের ফলাফল ঠিক করে'— রঞ্জিত রায় মহাশয়ের (৬ এপ্রিল ২০১৫ সংখ্যার স্বস্তিকায়) প্রতিবেদন প্রসঙ্গে আমার এই পত্রের অবতারণা। ভারতবাসীর স্বাধীনতার মাধ্যমে গণতন্ত্র অর্জনের আগেই গণতন্ত্র রক্ষা করতে পারবে কিনা কিংবা গণতন্ত্রের নিরাপত্তা কীভাবে দেওয়া যাবে তা ভেবে দেখা দরকার ছিল। বিশ্বের দেশগুলি বিশেষ করে যারা গণতন্ত্রের মানেও বোঝে না তারা আমাদের বিরাট প্রশংসা করে থাকে যে, আমরা নাকি বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের অধীনস্থ গর্বিত নাগরিক। এই প্রশংসা শুনে গর্ব হওয়ার থেকে কষ্ট হয় অনেক বেশি— তা তারা জানে না। বস্তুতপক্ষে আমরা যে গণতন্ত্র পালন করি তা জাতি-বিধ্বংসী গণতন্ত্র। একটা জাতিকে তিলে তিলে শেষ করার পক্ষে প্রায় সমস্ত গুণই আমাদের এই গণতন্ত্রে আছে। গণতন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে আইন তৈরি হয়, সংশোধন হয়, কিন্তু যে সব আইন দেশের স্বার্থ নষ্ট করে তার বিনাশ করার জন্য কোনো আইন তৈরি হয় না।

শপথ নেবার সময় সংবিধান ছুঁয়ে দেশ-জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা তাঁরা করবেন না— এই প্রতিজ্ঞায় শপথ-বাক্য পাঠ করেও জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দেবার সাহস হয়; তার কারণ অন্যান্য দেশের মতন আমাদের দেশে চরম শাস্তির কোনো বিধান নেই। কয়েক বছর আগে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ২০১০-এর ফেব্রুয়ারিতে সৌদি আরবে সরকারি সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে তাঁর সফরসঙ্গী সাংবাদিকদের কয়েকটি বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে তাঁরা সেখানে গিয়ে পা ছড়িয়ে বসতে পারবেন না; পা জড়ো করে বসতে হবে, সৌদি মহিলাদের ছবি বা যত্রতত্র ছবি তোলা যাবে না ইত্যাদি। ভারত সরকারের এমন প্রশিক্ষণ দিতে হলো কেন? কারণ সেই দেশের কঠোর বিচার, শাস্তির বিধান এবং তার প্রয়োগ পূর্ণমাত্রায় আছে।

সন্ত্রাস করে ভোটে জয়? ক্ষমতা দখলের পর বিরোধীদের উপর সন্ত্রাস? —সব বন্ধ করা সম্ভব। অন্যায় দাপট উড়ে যাবে। তার জন্য নির্বাচন কমিশনকে উপযুক্ত ক্ষমতা দিতে হবে যাতে কোনো দল সন্ত্রাস করলে (যখনই হোক) সেই কেন্দ্রের সাংসদ বা বিধায়কের বিজয়ী স্বীকৃতি কেড়ে নেওয়া যাবে।

অবিভক্ত বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে ৯০০ কোটি টাকা (বর্তমানে তা প্রায় ৭২০০ কোটি টাকা) আত্মসাৎ ক'রে কিছুদিন জেল নামক গেস্টহাউসে সমাদরে রেখে কোষাগার থেকে আরো কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয়েছিল কিন্তু এক টাকাও উদ্ধার হয়নি। এই রকম আরো অনেক কেলেঙ্কারির খোঁজ করতেই কোটি কোটি টাকা ধ্বংস হয়ে গেল; আরো হচ্ছে। লাভ কী— যদি সেই টাকা উদ্ধার করা না হয়?

ভারতের প্রতি ছত্রে ছত্রে পাওয়া যাবে এমন সব ব্যবস্থাপনা যেগুলি জাতি-বিধ্বংসী ছাড়া জাতি-গঠনকারী নয় মোটেই। খোঁজ নিয়ে দেখুন, ভারতের মিলিটারি বিভাগে এবং ইসরোর মতো বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থায় গণতন্ত্রের রাজনীতি স্পর্শ করতে পারেনি বলেই ওই সংস্থাগুলি বিশ্বের প্রথম সারির দেশগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাফল্য লাভ করেছে। সারা দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস যখন স্থানীয় ভোট অর্থাৎ পঞ্চায়েত ও পৌর নির্বাচন, তখন এই দু'টি নির্বাচনই করানো উচিত কেন্দ্রীয় নির্বাচনের অধীনে এবং অত্যন্ত কঠোরভাবে। কারণ পঞ্চায়েত, পৌরসভাগুলি যার দখলে সে তার প্রভাব অন্য সব নির্বাচনে প্রয়োগ করে থাকে। ফলে সন্ত্রাসমুক্ত নির্বাচন হতে পারে না। এমনকী দেশের যে কোনো নির্বাচনের আগে ছ'মাস রাষ্ট্রপতি শাসনের অধীনে রাখা উচিত। ইচ্ছা থাকলেই উপায় আছে। কিন্তু করবে কে?

—শ্রী ভীতুশ্রী কলমকথক,
কল্যাণী, নদীয়া।

হিন্দুত্ব ও রাজ্য বিজেপি

২০১৪ সাল ভারতীয় রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ ছিল। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। কিন্তু বিভিন্ন বিদেশি শাসনের প্রভাব থেকে ভারতবাসী মুক্ত হতে পারেনি। দীর্ঘদিনের পরাধীনতা ভারতবাসীকে ভুলিয়ে দিয়েছিল তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। ভারতবর্ষের মূল সংস্কৃতি হিন্দু সংস্কৃতি। ১২৫ কোটি ভারতীয়ই এই সংস্কৃতিরই অঙ্গ। স্বাধীনতার প্রায় ৬৫ বছর পরে ভারতবাসীর সাংস্কৃতিক চেতনার জাগরণ শুরু হয়। এই চেতনা সমাজের সর্বস্তরে পরিলক্ষিত হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই চেতনার বহিঃপ্রকাশ সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। কেন্দ্রে রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়। কেন্দ্রে পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় মোদী সরকার। এর পরে বহু রাজ্যেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই সাংস্কৃতিক চেতনার জাগরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই চেতনার পরিবর্তন প্রত্যক্ষ। কিন্তু রাজনীতির বাইরেও সমাজের বিবিধক্ষেত্রে হিন্দু সংস্কৃতির জাগরণ ঘটে চলেছে যা সাধারণ দৃষ্টিতে হয়তো দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে এই পরিবর্তন বা জাগরণ স্পষ্ট দেখা যাবে।

ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গেও এই চেতনার পরিবর্তন শুরু হয়েছে। আজকের পশ্চিমবঙ্গ যা পৃথিবীতে বাঙালি হিন্দুদের প্রধান আশ্রয়স্থল তা বাঙালিরা অনুভব করতে পেরেছে। বাঙালিরা এও জানতে শুরু করেছে যে আজকের পশ্চিমবঙ্গ ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্যই তৈরি হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ না থাকলে বাঙালি

হিন্দুদের কোনো স্থায়ী আশ্রয়স্থল থাকতো না।

ফলে বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। No RSS লাইনটি এখন পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে Know RSS। বাঙালির এই চেতনা বা ভালো ভাবে বলতে গেলে হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি চেতনার রাজনৈতিক বহিঃপ্রকাশ কিছুটা হলেও দেখা যায় গত লোকসভা ভোটে। বিজেপি-র ভোট বেড়ে ১৭ শতাংশ দাঁড়ায়। কিন্তু শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্র দেখেই এই সাংস্কৃতিক পরিবর্তন পরিমাপ করা উচিত নয়। এর জন্য সমাজের সমস্ত উপাদানগুলিকে পর্যালোচনা করতে হয়।

কিন্তু গত কিছুদিন ধরে রাজ্য বিজেপি-তে কোন্দল হিন্দুত্ববাদী মানুষদের ব্যথিত করেছে। দলীয় কার্যালয়ের সামনে মারপিট, পার্টির পতাকা পোড়ানো এ কোন সংস্কৃতি?

যদিও বিজেপি-র উত্থান বা পতনের সঙ্গে হিন্দু চেতনার জাগরণের কোনো সম্পর্ক নেই। চেতনার খুব সামান্য অংশজুড়েই রাজনীতি থাকে। তবুও যাঁরা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও বিজেপিকে একই বলেন তাঁরা মানুষকে ভুল বোঝাতে সমর্থ হবেন। বিজেপি-র এই আচরণে হিন্দুত্বের জাগরণের প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে। তাই বিজেপি'র অহেতুক ক্ষমতার পিছনে না ছুটে হিন্দুত্বের কথা ভাবা উচিত। বিজেপি-র সামান্য ভুলে রাজ্যে সৃষ্ট হওয়া হিন্দুত্বের বাতাবরণ বা হিন্দু সংস্কৃতির জাগরণ যেন কোনো ভাবেই ব্যাহত না হয়।

—**রাহুল চক্রবর্তী,**
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ডিএ

গত ১৬ মার্চ, ২০১৫ প্রকাশিত ধীরেন দেবনাথের লেখা পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি কথা জানাতে চাই। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত ৯ জানুয়ারি ঘোষণা করেন ৭ শতাংশ হারে ডি এ পাবেন সরকারি কর্মচারীরা ১ জানুয়ারি, ২০১৫ থেকে সরকারি পেন্সনভোগীরা ডি আর পাবেন ওই একই হারে, G.o. No. 12-F (Per) 9th January, 2015। এই ঘোষণার পর এই Order Govt. Treasury গুলিতে আর ব্যাঙ্কে পৌঁছাতে সময় লাগে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ট্রেজারি এবং যাঁরা সরাসরি ব্যাঙ্ক থেকে ডি আর পান সেই ব্যাঙ্কগুলি আগেই বিল তৈরি করেন, যেজন্য জানুয়ারি মাসে ওই ডি আর (Dearness Relief) দিতে পারে নাই।

তবে ফেব্রুয়ারি ২০১৫-তে, জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারি দুই মাসের অতিরিক্ত ডি আর একসঙ্গে দেওয়া হয়। তাই সরকার অবসরপ্রাপ্তদের বর্ধিত ডি আর দেওয়া থেকে তাঁদের বঞ্চিত করে নাই।

আমি একজন সরকারি পেনসন প্রাপক এবং ফেব্রুয়ারি মাসে দুই মাসের আর মার্চ মাসের ওই মাসের অতিরিক্ত ডি আর পেয়েছি, সকল পেনসনভোগীও পেয়েছেন।

শ্রীদেবনাথ লিখেছেন, গত ৯ ডিসেম্বর ডিএ ঘোষণা করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু তা ভুল। উনি ৯ জানুয়ারি ২০১৫ ডিএ ঘোষণা করেন। শ্রী দেবনাথ সরকারি পেনসনার কি না জানি না, পেনসনার হলে তিনি অবশ্যই পেয়েছেন বা পেয়ে আসছেন। আর যদি না হন তবে অযথা চায়ের পেয়ালার তুফান তোলা উচিত হয়নি।

—**ঘনশ্যাম সিন্‌হা,**
মিস্ত্রিপাড়া, বোলপুর, বীরভূম।

একটি ব্যক্তিগত অভিযোগ

আমি এ বিষয়টি আপনার দৃষ্টিগোচর করতে চাই যে, আমি একজন এয়ার-ক্রাফট ইঞ্জিনিয়ার ও অত্‌র্‌প্রেনার শ্রী মানস কুমার মান্না, পিতা স্বর্গীয় পরেশ চন্দ্র মান্না (৪২/২, গার্ডনার লেন, কলকাতা-৭০০০১৪, থানা-তালতলা, ওয়ার্ড নং ৫৩)। আমাদের একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস কারখানা (১৫০০ বর্গফুট) ছিল ১৯৫৬ সাল থেকে। তাতে যোগ দিয়ে কারখানা চালাতে আরম্ভ করি কিন্তু সেই কারখানাটির মেশিন, যন্ত্রপাতি সমস্ত ভাঙচুর করিয়ে এবং অতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান কাগজপত্র চুরি করা হয়, তারপর কারখানাটি দখল করা হয়। এখন ওখানে চারতলা বাড়ি তৈরি হয়েছে। এখন আমি বেকার, উত্তেজনায় মা, বাবা ও দাদা মারা গেছে। আমার কেরিয়ার ও জীবন শেষ হতে চলেছে। থানায় ডায়েরি ও এফ্ আই. আর করা হয়েছে, সমস্ত প্রশাসনিক মহলে ও শিল্পমন্ত্রীকে জানানো হয়েছে। কেহই এগিয়ে আসেননি, বেশ কয়েক বছর ধরে লড়াই করছি। সমস্ত চিঠির কপি আমার কাছে আছে।

—**মানস কুমার মান্না,** কলকাতা-১৪।

সাভারকর-বিরোধী মন্তব্য

স্বস্তিকা-র 'উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন' (১৩ এপ্রিল, ২০১৫) সংখ্যার ৪০ পৃষ্ঠায় বীর সাভারকরের ছবি ও বাণী-সহ একটি বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে। সাভারকর-বিরোধী লেখকের বই থেকে সাভারকর-বিরোধী এমন একটা মন্তব্য কী করে ছাপা হলো?

এই বিজ্ঞাপনটি স্বস্তিকায় ছাপা উচিত হয়নি বলে মনে করি।

—**শিবাজী মণ্ডল,**
সিউড়ী, বীরভূম।

সবার প্রিয়
বিল্লদা
চানাচুর

'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর, জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

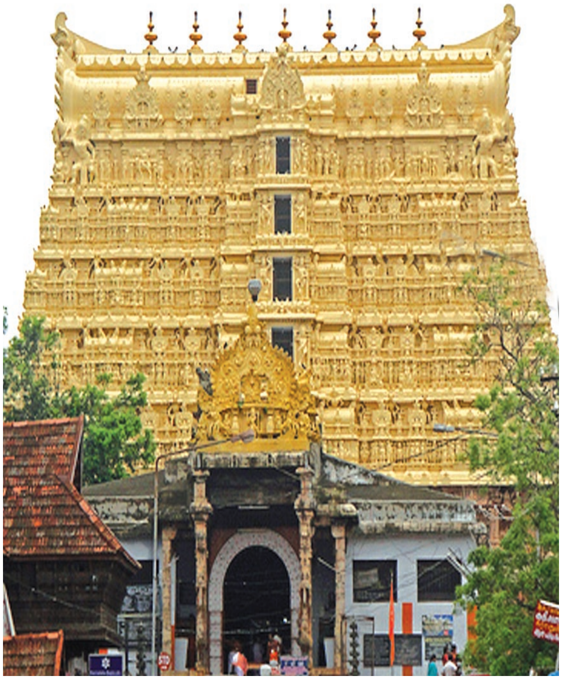

পৌরাণিক নগর কেরল

গোপাল চক্রবর্তী

বর্তমানে কেরল রাজ্য ভারতের একেবারে দক্ষিণে সিন্ধু সাগরের তীর ঘেঁষে অবস্থিত। আয়তন ৩৯০০৫ বর্গ কিলোমিটার, তটরেখা ৫৭৬ কিলোমিটার। রামায়ণ ও মহাভারতে কেরলের উল্লেখ আছে। বামন পুরাণানুসারে কেরল ছিল অসুররাজ মহাবলীর রাজ্য। প্রজারঞ্জন, দান, ধ্যান এবং কীর্তিতে দেবরাজ ইন্দ্রকে ছাড়িয়ে যাচ্ছেন মহাবলী। ফলে দেবতারা শঙ্কিত। দেবতাদের অনুরোধে বিষ্ণু বলীর যজ্ঞে বামন রূপে প্রার্থী হয়ে এলেন বলীর কাছে, প্রার্থনা করলেন ত্রিপাদ ভূমি। বলী সম্মত হলে বামন এক-পা স্বর্গে, এক-পা মর্ত্যে রাখলেন। বিষ্ণুর ছলনা বুঝতে পেরে বলী তৃতীয় পদ স্থাপনের জন্য বিষ্ণুর সামনে আপন শির নত করলেন। পদভারে বিষ্ণু বলীকে পাতালে স্থাপন করলেন। পাতালগামী বলীর অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করেন বিষ্ণু। সেই থেকে বছরে একবার ক'দিনের জন্য প্রজাসকাশে আসেন বলী। সেই অনাদিকাল থেকে প্রিয় রাজার সাময়িক আগমনে উৎসবে মেতে উঠে প্রজাকুল। এই উৎসব হলো কেরলের বিখ্যাত 'ওনাম' উৎসব।

কেরলের সৃষ্টি সম্পর্কে আরও একটি পৌরাণিক আখ্যান আছে। পশ্চিম সমুদ্রতীরবর্তী ব্রাহ্মণেরা এক উপযুক্ত বাসস্থানের জন্য সমুদ্রের অধিপতি বরুণদেবের কাছে প্রার্থনা জানালে বরুণদেব পরশুরামকে অনুরোধ করলেন তাঁদের জন্য এক বাসভূমি নির্মাণের। পরশুরাম পশ্চিমসমুদ্র থেকে জল সরিয়ে কন্যাকুমারী থেকে গো-কর্ণম্ পর্যন্ত এলাকায় রচনা করলেন সবুজ স্বর্গের। সেই সবুজ স্বর্গ বসবাসের জন্য দিলেন নাম্বুদ্রিপাদ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের হাতে। আদি শংকরাচার্য এই নাম্বুদ্রিপাদ বংশে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

কেরলের সংস্কৃতি বহুপ্রাচীন। এর কয়েকটি স্থানে নব্য প্রস্তর যুগের নিদর্শনও পাওয়া গেছে। বহুস্থানে বিশেষ করে মধ্য অঞ্চলে বড় বড় পাথরের তৈরি সমাধি সৌধ দেখা যায়। গবেষকরা মনে করেন এইগুলি খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতক থেকে চতুর্থ শতকের মধ্যে নির্মিত।

প্রাচীন কেরল বাণিজ্য ও সংস্কৃতিতে বহির্ভারতের বহু স্থানের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ফিনিসীয় জাহাজ কেরলের দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, গোলমরিচ, জায়ফল প্রভৃতি মশলা, হাতীর দাঁতও চন্দনকাঠের জন্য কেরলের বন্দরে আসত। গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশ ব্যবসায়িকসূত্রে কেরলের বহু বন্দরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। টলেমি, প্লিনি প্রভৃতি প্রাচীন লেখকদের লেখা থেকে জানা যায় মুজিরিস বন্দরটি অতি প্রাচীনকাল থেকেই বৃহৎ ও সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র রূপে পশ্চিম দেশে পরিচিত ছিল। এটি তখন চের রাজাদের অধিকারে ছিল। সেই সময় মুজিরিয়াদের নিকটবর্তী বনচিমুটর তাঁদের রাজধানী ছিল। সঙ্গম যুগে কেরলের সংস্কৃতি বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করে। অনেকের বিশ্বাস যে সেন্ট টমাস ৫২ খৃষ্টাব্দে মালাবার উপকূলে অবতরণ করে সেখানকার বহু ব্রাহ্মণ পরিবারকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করে। সেই সময় সেখানে সাতটি গির্জা প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্ভবত খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ইহুদিগণ কেরলে আগমন করেন।

সঙ্গম যুগের পর বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাব ধীরে ধীরে কমে আসে এবং আদি শংকরাচার্যের প্রভাব প্রবল হয়ে ওঠে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে কেরলে ইসলাম ধর্মের প্রবেশ ঘটে, মুসলমানরাও প্রথমে মুজারিসে বসবাস করতে শুরু করে। ভারতের প্রথম মসজিদটি এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়।

অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত কেরলের স্বর্ণযুগ। এই সময়ে দ্বিতীয় চের সাম্রাজ্য সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে। তখন

তাদের রাজধানী ছিল মহোদয়পুরম্ বর্তমান ক্রাঙ্গানোর। ইতিহাসে কুলশেখর নামে প্রসিদ্ধ ওই সাম্রাজ্যের ১৩ জন শাসনকর্তা কেরলে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেন। দ্বিতীয় চের সম্রাটগণের রাজত্বকাল ধর্মের অভ্যুদয়ের জন্য বিখ্যাত।

আদি শংকরাচার্য (৭৮৮-৮২০ খৃষ্টাব্দ) এই সময়ে এখানে বাস করতেন। কেরলের অন্যান্য ধর্মগুরুদের মধ্যে কুলশেখর আড়্বার, চেরমান পেরুমাল নায়নার ও ভিরনমিণ্ড নায়নারের নাম উল্লেখযোগ্য। আড়্বার ভক্তিবাদের এক নতুন স্রোত প্রবাহিত করেন, ফলে সর্বসাধারণের মনে ধর্মের অনুপ্রেরণা জেগে ওঠে এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ক্রমে ম্লান হয়ে যায়। কুলশেখরদের সময় কেরল বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করে।

১১০২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় চের সাম্রাজ্যের পতনের সময় কেরলে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে। সেগুলির মধ্যে দক্ষিণ কেরলে ভেনাদ বর্তমান ত্রিবান্দম রাজ্য, মধ্য কেরলের পেরমপদপ্প স্বরূপম (কোচিন) এবং উত্তর কেরলের কোজিকোড়ের প্রসিদ্ধ রাজা জামোরিনের ও চিরাকলের কোলাত্তিরি রাজ্য প্রধান।

১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজ পর্যটক ভাস্কো-ডা-গামা কালিকটে আসেন। ব্যবসায়িক স্বার্থে পর্তুগীজরা কোচিনরাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জামোরিনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। ওলন্দাজদের সহায়তায় জামোরিন রাজ্য রক্ষায় সমর্থ হন। পরে ওলন্দাজদের সঙ্গে জামোরিনের বিবাদ উপস্থিত হলে ইংরেজদের সহায়তায় জামোরিন ওলন্দাজদের বিতাড়িত করেন। ১৭৬৬ সালে মহীশূররাজ হায়দার আলি কেরলের উত্তর ও মধ্য অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেন। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে হায়দার আলির মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র টিপু সুলতান ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করে ইংরেজদের মালাবার উপকূল প্রদান করেন। কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মিত্র বলে স্বীকার করে। ইংরেজগণ সমগ্র মালাবার স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে। সংশ্লিষ্ট শাসকদের বৃত্তি দেওয়া হয়। ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন লর্ড ওয়েলেসলির অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণ করে।

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর স্বাধীন কেরল ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। রাজ্য পুনর্গঠন আইনানুসারে ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিনের দক্ষিণের তামিলভাষী অঞ্চল মাদ্রাজের (বর্তমান চেন্নাই) সঙ্গে যুক্ত হয়। কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরের বাকি অংশের সঙ্গে মাদ্রাজের মালাবার জেলা ও কাসারগোড় থানা যুক্ত হয়ে কেরল রাজ্য গঠিত হয়। কেরলের অধিবাসীদের ভাষা মালয়ালম্। কেরলের রাজধানী ত্রিবান্দমে শ্রীপদ্মনাভস্বামী মন্দির অবস্থিত এবং এই স্থানে বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। কোয়াট্টম জেলার সবরীমালাই-এ বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র সা মন্দির অবস্থিত। মাণ্ডলভিলক্কু ও মকরাভিলক্কু উপলক্ষ্যে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী এই মন্দিরে সমবেত হয়। পেরিয়ার নদীর উপকূলে আলওয়েতে কুম্ভম্ (ফেব্রুয়ারি মার্চ)-এ শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী এই মন্দিরে সমবেত হন। পেরিয়ার নদীর উপকূলে অলিওয়া কুম্ভম (ফেব্রুয়ারি-মার্চ)-এ লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী যোগদান করেন।

আদি শংকরাচার্যের জন্মস্থান কালডি ভারতের পবিত্র তীর্থ স্থানগুলির অন্যতম।

স্থানীয় উৎসবের মধ্যে আরণমুলা, কোট্টয়ম, চম্পাকুলম এবং আল্লেপী অঞ্চলের ‘বল্লমকলি’ বা নৌকাবাইচ উল্লেখযোগ্য। ■

Swachchha Bharat   Swabolombee Bharat

How to build a nice home,
think of us

WE PROVIDE :-

- Low Cost readymade Latrine (Toilet)
- Low Cost House
- Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
- Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES

"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12, 71, Park Street, Kolkata - 700 016
98311 85740, 98312 72657, Visit Our Website : www.calcuttawaterproofing.com

স্বস্তিকা এক মঙ্গলচিহ্ন

রাজদীপ মিশ্র

ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রতীকগুলির মধ্যে অন্যতম হলো স্বস্তিকা। এই চিহ্নের পরিচিতি এবং প্রাচীনত্ব প্রশ্নাতীত। বিশ্বব্যাপী এই ‘স্বস্তিকা’ চিহ্ন পরিচিত হলেও উৎপত্তিস্থল হিসাবে ভারতবর্ষে এর পরিচিতি ব্যাপক। ভগবান বিষ্ণুর ১০৮টি প্রতীকের অন্যতম হলো স্বস্তিকা। এটি সূর্যদেবেরও প্রতীক।

সংস্কৃত শব্দ স্ব + অস্তি + ইক (আ) থেকে ‘স্বস্তিকা’ শব্দের উৎপত্তি। ‘স্ব’ অর্থাৎ ভাল (well) এবং ‘অস্তি’ অর্থাৎ হয় (is বা being)। ‘স্বস্তিকা’ শব্দটি সৌভাগ্য, শুভ, প্রাচুর্য এবং চিরন্তনত্বের প্রতীক। এর চারটি বাহু এবং সেগুলি ঘড়ির কাঁটা চলার অনুরূপ (clockwise) ভাবে বিন্যস্ত। আকাশীয় বিদ্যুৎরূপেও স্বস্তিকার বর্ণনা আছে। স্বস্তিকার কেন্দ্র থেকে ওপরদিকে বের হওয়া রেখাগুলি বিদ্যুৎ বিচ্ছুরণের প্রতীক। প্রথমে রেখাচারটি ঢেউ খেলানোর মতো ছিল। পরে ধীরে ধীরে কোণাত্মক রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। ভারত-সহ এশিয়া মহাদেশের অন্যান্যদেশে হিন্দু এবং বৌদ্ধদের কাছে হাজার হাজার বছর ধরে স্বস্তিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হিসাবে সমাদৃত। আজও এই চিহ্ন ব্যাপকভাবে হিন্দুদের শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্যে ব্যবহৃত হয়। মন্দির, বাড়ি, দরজা, বিভিন্ন পোশাক, গাড়ি এবং বিভিন্ন উৎসবে, পূজা ও বিবাহের মতো শুভ অনুষ্ঠানে এই চিহ্ন বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

হিন্দু ছাড়াও বৌদ্ধরা যথেষ্ট মর্যাদার সঙ্গে ‘স্বস্তিকা’ চিহ্নকে ব্যবহার করে। বৌদ্ধদের কাছে এই চিহ্ন ভগবান বুদ্ধের মনের প্রতিচ্ছবি। তাই এই চিহ্ন তাদের কাছে চিরন্তন, শুভ এবং সৌভাগ্যের প্রতীক।

কালান্তরে ভারতের মানুষ সারা পৃথিবীতে ভারতের সংস্কৃতি ও ধর্মচিহ্ন স্বরূপ স্বস্তিকাকে নিয়ে গেছেন। ইউরোপের সমস্ত দেশে প্রস্তরশিল্পে স্বস্তিকা দেখা যায়। আফ্রিকার মিশর, সুদান, ইথোওপিয়া, কেনিয়া এবং অন্য অনেক দেশে ৭ হাজার বছরের বেশি পুরনো স্বস্তিকা চিহ্নের প্রমাণ আছে। এছাড়া সম্পূর্ণ এশিয়া এবং আমেরিকা মহাদেশের হোপি ও নওয়াগো সভ্যতায় স্বস্তিকা চিহ্নের সন্ধান পাওয়া গেছে। ইন্দোনেশিয়াতেও স্বস্তিকা খুবই জনপ্রিয় এবং বহুল প্রচলিত। শুধু প্রচলিতই নয় যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। যীশুখৃষ্টের জন্মের বহু বছর আগে থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন শিল্পকর্মে স্বস্তিকা চিহ্নের ব্যাপক ব্যবহার প্রচলন ছিল। ইন্দোনেশিয়া এবং ইউরোপেই নয়, প্রাচীন গ্রীসে এবং ট্রয় শহরে স্বস্তিকার প্রয়োগ ছিল। ট্রয়ের মৃৎশিল্পে এবং মুদ্রায় এর ব্যবহার হোত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্বস্তিকা বিভিন্ন নামে পরিচিত। চীনে ‘ওয়ান্’ (Wan), জাপানে ‘মাঁঝি’ (Manji), ইংল্যান্ডে ‘ফ্লাইফট’ (Flyfot), গ্রীসে টেট্রাস্কেলিয়ান (Tetraskelion), জার্মানিতে ‘হ্যাকেনক্রুয়েজ’ (Hakenkruez) নামে পরিচিত।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে যেসব পর্যটক ভারতে এসেছিলেন, তাঁরা এই চিহ্নের ইতিবাচক দিক নিয়ে এবং এর ব্যবহার নিয়ে এতই উৎসাহিত হয়েছিলেন যে, তাঁরা নিজেদের দেশে ফিরে গিয়ে তার ব্যবহার শুরু করে এবং জনপ্রিয় হয়। সৌভাগ্যের প্রতীকরূপে স্বস্তিকার ব্যবহার নিয়ে সারা বিশ্বে উন্মাদনা দেখা দেয়। হিটলার এই চিহ্নের অপব্যবহার করে। নাৎসীবাহিনীর পতাকায় এই চিহ্নকে স্থান দিয়ে এর সঙ্গে ঘৃণা, হত্যা, খুন ও হিংসার পরিবেশ সৃষ্টি করে। কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। স্বস্তিকা আজও আমাদের কাছে সমান সমাদৃত। স্বস্তিকা নিঃসন্দেহে একটি মঙ্গলকারী সাংস্কৃতিক প্রতীক। ■

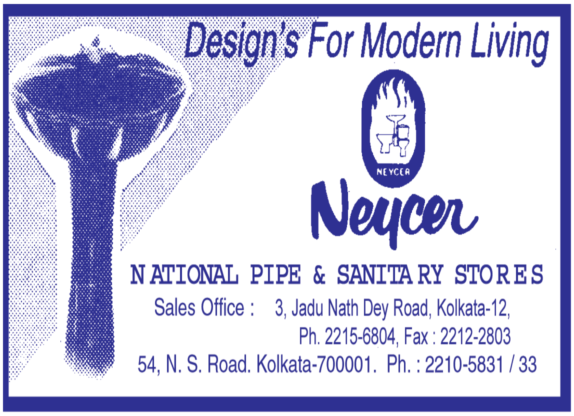

আশপাশে

লাইব্রেরির উদ্বোধনে রামায়ণ পড়ে শোনাল দুর্লভ সাউ

কৌশিক গুহ

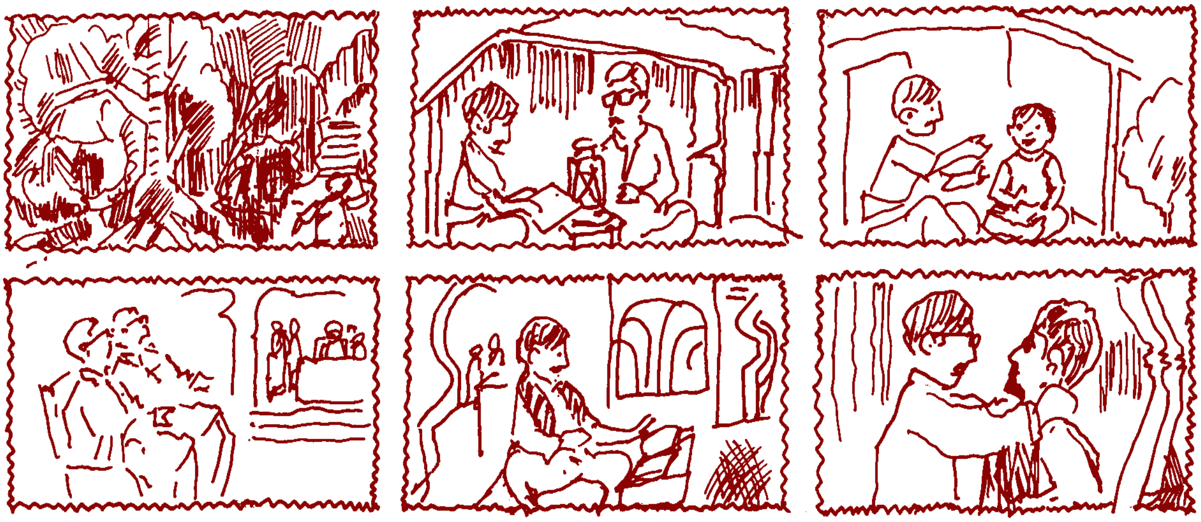

এই তল্লাটে দুর্লভ সাউয়ের মতো শক্তসমর্থ চেহারা কারও ছিল না একসময়। ছ' ফুটের উপর লম্বা। বলিষ্ঠ পেশিবহুল চেহারা। কোথাও কোনো চাকরিবাকরি কখনও করেছিল কিনা জানা যায় না। নিশীথরা জানে ছোট থেকে দুর্লভ বোঝা বয়। অন্যরা যেখানে একমণ বোঝা বইতে হিমসিম খায় দুর্লভ দিব্যি আনবে দু'মণ। তার মজুরি বেশি। কাজে কোনো ফাঁকি নেই। এক কথার মানুষ। তরুণ বয়সে অনেকের মতো তারও বিয়ে হয়েছিল। বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া হোত। শেষে বউ দুর্লভের কান কেটে নেয় কামড়ে। দুর্লভ তার ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে আসে। ছেলের নাম জহর। দুর্লভের সেই ধ্যানজ্ঞান। জহরকে ভালোভাবে রাখতে চায় জনমজুর খেটে। কোনোরকম নেশা নেই। একটু রাগী— এই যা। সবসময় রাগে না। আঁতে ঘা দিয়ে কথা বললে রাগে। আর কাজ করানোর পর পয়সা নিয়ে গোলমাল করলে রেগে যায়। ছেলেকে রান্না করে খাওয়ায়। চান করায় পোশাক পরায়। বলে, ‘তুই বাবা লেখাপড়া শিখবি। বড়ো হবি। বাপের মতো মজুর খাটবি না। অফিসে কাজ করবি।' দুর্লভের তিন ভাই আলাদা। এক উঠোন। কোনো সমস্যা নেই। দুর্লভ নিজের মতো থাকে। লেখাপড়া একদম জানে না। কেউ কেউ বলে, ‘একটু লেখাপড়া শিখে নাও। এত খাটো, হিসেব না জানলে লোকে তো ঠকিয়ে নেবে। তোমার কিছুই করার থাকবে না।' দুর্লভ রাজি হয়ে যায় লেখাপড়া শিখতে।

অগ্রণী সঙ্ঘের বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে প্রথম যারা সাক্ষরতার পাঠ নেয় তাদের মধ্যে ছিল দুর্লভ। সকাল থেকে বিকেল বোঝা বওয়া। দুপুরে যা হোক কিছু খাওয়া। সেই মানুষটাই সন্ধের পর শ্লেট পেনসিল বই নিয়ে পড়তে আসত। আগ্রহ দেখে উৎসাহিত হতেন উদ্যোক্তারা। লক্ষ্য করা গেল দুর্লভ শিখছে তাড়াতাড়ি। ভুলে যাচ্ছে না, মনে রাখছে। দিব্যি এগিয়ে চলেছে পাঠ। কিছুদিন বাদে বই পড়তে পারল গড়গড় করে। খুব শেখার ইচ্ছে। ভাবনা একটাই বাবাকে পড়তে দেখে ছেলেও পড়বে। বানান করে করে দুর্লভ নানারকম বই পড়া রপ্ত করল। বইয়ের মধ্যে মজা খুঁজে পেল। মনের মধ্যে তাগিদ আসায় পড়তে শেখে। পরীক্ষা দেওয়ার ব্যাপার নেই। পুরোপুরি যাকে বলে বিলম্বিত আনন্দ পাঠ। দুর্লভ সাউ অগ্রণীর উদ্যোগীদের কাছে হয়ে উঠল দুর্লভ সামগ্রী। যার জন্যে গর্ব করা যায়— একে লেখাপড়া শিখিয়েছি আমরা। অগ্রণী সঙ্ঘের সঙ্গে লাইব্রেরি বাড়ির উদ্বোধন করতে আসছেন জেলা শাসক। আরও অনেকে। অনুষ্ঠানের পরিকল্পনায় রাখা হলো— শুরুতে রামায়ণ থেকে কিছুটা অংশ পড়ে শোনাবে দুর্লভ সাউ। অগ্রণী সঙ্ঘের তরুণরা যাকে নিরক্ষর থেকে সাক্ষর করেছে। বলা হয়েছিল, স্পষ্ট উচ্চারণ করে জোরে পড়বে। সকলে যেন শুনতে পায়। দুর্লভ কোনোদিন লুঙ্গি পরে না। ছোট ধুতি মালকোঁচা মেরে পরে কোমরে গামছা বাঁধে খালি গা। মাথায় বোঝা রাখার বিঁড়ে। এই সাজে গ্রামের লোক দুর্লভকে দেখতে অভ্যস্ত। লাইব্রেরির অনুষ্ঠানের জন্যে সে পরেছে ধবধবে ধুতি হাফহাতা শার্ট। চটি বা জুতো পরেনি।

বই কথা কই

বই এর যত্ন

আমরা সকলেই নতুন নতুন শব্দ খুঁজি। শব্দের মাধ্যমেই তো যোগাযোগ। প্রথম কথা বলতে শেখার সময় একটা একটা করে শব্দ রপ্ত হয়ে যায়। আপনা থেকে হয় না। আশপাশে শব্দ শুনতে শুনতে কান তৈরি হয়। মুখ দিয়ে বেরোয়। যে জন্মের পর কোনো বাক্য বা শব্দ শোনেনি তার পক্ষে কথা বলা সম্ভব নয়। সে কোনো আওয়াজ করতে পারবে, কথা বলতে পারবে না। সকলেরই ছোটবেলা থাকে— এটা ছোটরা বিশ্বাস করতে চায় না। ভাবে বড়োরা প্রথম থেকেই বড়ো। ছোটবেলায় ওরকম মনে হওয়া স্বাভাবিক। একটু বড়ো হওয়ার পরে যখন বুঝতে শেখে তখন বড়োদের কাছে শুনতে চায় তাদের ছোটবেলার কথা। অনেক কথা চলে আসে মনে। কথার পিঠে কথা। বিস্তর কথা। শুনতে শুনতে ছোটদের মনের আকাশটা বড়ো হয়ে হয়ে যায়। ঘরের জানালা দিয়ে তাজা বাতাস আসতে থাকে। মন ভরে যায়। ছোটবেলায় কাজ তো শুধু তিনটে— খাওয়া-খেলা-পড়া। তিনটে কাজ মন দিয়ে করলে এগিয়ে যাওয়া সহজ হবে। এগিয়ে যাওয়া মানে অনেকে ভাবে গাদাগাদা টাকা আয়। তা নয়, এগিয়ে যাওয়া মানে নিজের শরীর মনকে তৈরি রেখে ভালো কাজ করে এগোনো চাই। বইপত্র খুব সাহায্য করে। বই-এর মধ্যে আকর্ষণ খুঁজে পেলে তা সারাজীবন বজায় থাকে। কোনো মানুষকে বন্ধু করলে সে চিরদিনের বন্ধু হওয়া কঠিন। হয়তো একদিন বিচ্ছেদ হতে পারে। বইকে বন্ধু করলে কোনো বিচ্ছেদ নেই। সেই সখা কোনোদিন ছাড়বে না বা ছেড়ে যাবে না। সে চাইবে যত্ন, ভালোবাসা। নিজের বই, বাড়ির বই কত স্মৃতি জড়ানো। সেগুলো যত্নে রাখলে মন ভরে ওঠে।

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. কলকাতার কোন্ অঞ্চলকে ‘কবিতীর্থ’ বলা হয়? কেন? কোন্ কোন্ কবি সেখানে থাকতেন?

২. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কোথায়? কবে প্রতিষ্ঠিত?

৩. বঙ্কিমচন্দ্রের নামে, রাস্তা কোথায় আছে? কলেজ?

৪. ODBL কথাটির পূর্ণরূপ কি? কে লিখেছেন?

৫. ‘বিশ্ব বইদিবস’ কবে?

উত্তর : ১. খিদিরপুর এলাকা। তিনজন কবি থাকতেন। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ২. কলকাতায়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড। ৮ শ্রাবণ ১৩০১ বঙ্গাব্দ। ৩. কলকাতায়। নৈহাটিতে। ঋষি বঙ্কিম কলেজ। ৪. Origins & Development of Bengali Language. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ৫. ২৩ এপ্রিল।

বলেছে, ‘অভ্যেস নেই।’ দুর্লভকে চেনাই যায় না।

ঘোষণা হলো, ‘অগ্রণী সঙ্ঘ সাক্ষরতার কাজ করে চলেছে ধারাবাহিকভাবে। গ্রামের এক সাধারণ মানুষ দুর্লভ সাউ কোনোদিনও স্কুলে যাননি। অক্ষর পরিচয় তাঁর ছিল না। গ্রামের যুবকরা তাঁকে লিখতে পড়তে শিখিয়েছেন। তিনি নিজে আগ্রহী হয়ে সাক্ষর হওয়ার পর আরও পড়েছেন। এখন তিনি বাড়িতে রোজ সন্ধেয় কাজের শেষে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়েন। আজকের অনুষ্ঠানে তিনি রামায়ণ থেকে পাঠ করছেন।’ দুর্লভ আসনে বসে জলচৌকিতে বই রেখে পড়া শুরু করল। স্পষ্ট সতেজ উচ্চারণ। আঞ্চলিক টান নেই। জেলাশাসক গভীর আগ্রহে শুনলেন। অন্যরাও। কারও কারও মনে হলো, মোট বওয়া দশাসই চেহারার দুর্লভ-ও আবার কি পড়বে? ও বই নিয়ে বসে আছে। আড়ালে পড়ছে অন্য কেউ। গ্রামের কিছু লোকের স্বাভাবিক অবিশ্বাস-প্রবণতা থাকে অনেক ক্ষেত্রেই। একটু বাদেই তারা বুঝতে পারল, দুর্লভই পড়ছে। একেবারে অন্য মানুষ মনে হচ্ছে তাকে। ভানুলাল ভট্টাচার্য, শ্রীপতি সাঁতরা, বিষ্ণুপদ দে, বিকাশ রায় আরও অনেকের মুখ খুশিতে উজ্জ্বল। তাঁদের শ্রম বৃথা যায়নি। দুর্লভ একবার দেখে নিল দর্শকদের মধ্যে সামনে বসে আছে তার ছেলে জহর।

পাঠের পর পুঁথি নিয়ে নিচে নামল দুর্লভ। গ্রামের মানুষের কাছে তার অন্য পরিচয় স্পষ্ট হলো। দুর্লভ জিগগেস করল বিষ্ণুপদকে, ‘ঠিকমতো পড়েছি তো?’ বিষ্ণুপদ বললেন, ‘চমৎকার।’ জেলাশাসক দেখা করতে চাইলেন। কাছে যেতে তিনি হাত ধরে বললেন, ‘খুব খুশি হয়েছি। আপনি আরও পড়ুন।’ দুর্লভ বললেন, ‘বাবু, এই অগ্রণীর বাবুরা চেষ্টা করেছিল আর আমারও ইচ্ছে ছিল তাই শিখতে পারলাম। আপনারা এই লাইব্রেরির পাশে থাকলে আমার মতো আরও অনেকে সরস্বতীর প্রসাদ পাবে।’ জেলাশাসক বললেন, ‘আপনার মতো মানুষ দেশের গর্ব।’

পরের দিন দেখা গেল মোট বইছে গান গাইতে গাইতে। অনেকে তাকে দেখিয়ে বলাবলি করছিল, ‘কাল লাইব্রেরিতে কী চমৎকার রামায়ণ পাঠ করল।’ দুর্লভ শুনল না। দুপুরের মধ্যে নদীর ধারে যতীন মান্নার কারখানা থেকে তিনবার টালি পৌঁছে দিতে হবে দত্তদের বাড়ি। তারপর বাড়ি ফিরে চান করে রান্না সেরে ছেলেকে খাওয়াবে নিজে খাবে। একটু গড়িয়ে নিয়ে বিকেলে আবার কাজ। সময় নেই কে কি বলল তা শোনবার।

ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

নারীর মর্যাদার সেকাল ও একাল

মালবিকা দাসপ্রামাণিক

প্রাচীন যুগে নারীরা একটি বিশেষ মর্যাদার স্থানে ছিলেন। শৈশবের ইতিহাস বইয়েই সকলেই অবহিত হই অপালা, লোপামুদ্রা, বিশ্ববরা প্রমুখ শ্রেষ্ঠ ও বহুবিদ্যা বিষয়ে পারদর্শিনী নারীদের বিষয়ে। তারও আগের যুগে প্রচলিত ছিল মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা।

কিন্তু মধ্যযুগের সমাজ চিত্রে আমরা দেখি অন্যরকম অবস্থা। সেখানে নারীকে দেখা যায় অবহেলিতা। এখনও তারা পর্দাপ্রথা, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা ইত্যাদি নানারকম নিয়মরীতির মাধ্যমে প্রতিনিয়ত অপমানিত হচ্ছে। তারা নিজস্ব মতামত বা নিজ অধিকার স্থাপনের লড়াই করতে চেয়েছে প্রতিনিয়ত, কিন্তু সমাজ এবং তার সৃষ্ট নানান নিয়ম নারীকে করে রেখেছে তাদের নিয়মনীতির যন্ত্রমাত্র। ফলে নারী হারিয়ে ফেলেছিল তার মাথা তুলে দাঁড়াবার ক্ষমতা। বর্তমান যুগেই বিদ্যাসাগর বা রামমোহনের মতো মহাপুরুষেরাই প্রথম দুঃখক্লিষ্ট নারীর উত্থানের কথা চিন্তা করেন। এমন মনীষীদের আবির্ভাব পদদলিত-প্রায় নারীজাতিকে প্রথম বাঁচার পথ দেখায়।

আর এর ফলেই আধুনিককালে নারীজাতি তার মৃতপ্রায় অবস্থা থেকে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠতে থাকে বলা যেতে পারে। বর্তমানে নারী আজ অনেক মুক্ত। তাদের বিদ্যা, বুদ্ধি বা সকল রকমের পারদর্শিতায় তারা আজ পুরুষের সমান বলা হচ্ছে। নারী মহাকাশ অভিযানে সফল হয়েছে। আইনগত দিক দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছে বিবাহের বয়স। তবু আজ সমাজের কাছে একটি বিরাট প্রশ্নচিহ্ন রয়ে গেছে নারীর স্থান নিয়ে।

হয়তো আমরা দু'-একজন নারীকে দেখি মহাকাশ অভিযানে অংশ নিতে। কিন্তু সার্বিক বিচারে অধিকাংশ নারীর জীবন বলা চলে পরানুগ্রহের উপর অতিবাহিত হয়। পার্থক্য একটাই তা হলো মধ্যযুগের নির্মমতা কিছুটা শিক্ষার আলোকে খানিকটা হ্রাসপ্রাপ্ত।

প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিতের সংখ্যা বলা চলে আমাদের দেশে খুবই কম। সমাজের চোখে শিক্ষিত প্রতিপন্ন বেশিরভাগ ব্যক্তিই মূলত অর্থ ও সামাজিক অবস্থানে

অঙ্গনা

উৎকৃষ্ট কিন্তু প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত বলা চলে না।

ফলে এইসব শিক্ষিত বা অশিক্ষিত যে কোনো পরিবারই হোক না কেন নারীকে যথার্থ মর্যাদা দানে অত্যন্ত কৃপণ। পূর্বে সমাজের নানান নিয়মরীতির দ্বারা নারী ছিল জর্জরিত, আজ সমাজ সেই বিধিনিষেধ কিছুটা শিথিল করলেও পরিবার নারীকে আবদ্ধ করেছে শাসনের বেড়াজালে।

সমাজের অশিক্ষিত তথা দারিদ্র্যক্লিষ্ট পরিবারগুলিতে চলে একজন নারী বা গৃহবধূর উপর মানসিক নির্যাতন, অকথ্য গালিগালাজ। কখনও শারীরিক নির্যাতন করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত নয়। কিন্তু সামাজিক দিক থেকে ভদ্র ও শিক্ষিত পরিবারগুলি খুব কৌশলে মানসিক নির্যাতন করে চলে।

একজন নারী তার যথাযথ আত্মসম্মান টিকিয়ে রাখতে পারে না সে যতই স্বনির্ভর হোক না কেন। শিক্ষিতা, চাকুরিরতা গৃহবধূটি পরিবারের প্রতি সমস্ত দায়িত্ব কর্তব্য নিখুঁতভাবে করার চেষ্টা করে। কিন্তু একজন গৃহবধূর একই সঙ্গে ঘরে ও বাইরে সামলানো কিছু পার্থক্য থাকেই। সবকিছু নিষ্ঠা সহকারে পালন করা সত্ত্বেও পরিবার বা আত্মীয়স্বজনের চোখে তার স্থান অন্যরকম হয়। আড়ালে আবডালে তাকে শুনতে হয়— 'অহঙ্কারী চাকুরে বউ'। আবার অন্যদিকে সারাজীবন গৃহকর্মে নিয়োজিতা যে গৃহবধূ তার দিনের শুরু থেকে রাতের বিশ্রামের আগে পর্যন্ত গৃহকর্ম ব্যতীত অন্য চিন্তা করার ফুরসত থাকে না। সেও সবার মনের উপযোগী হয়ে উঠতে পারে না বা উপযুক্ত মর্যাদা সে পায় না। পরিবারের কাছে তার স্থান হয় 'হুকুম পালনকারী' হিসেবে। শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত কোনো নারীই তার পারিবারিক দায়িত্ব পালনে যথার্থ কৃতকার্য হতে পারে না; সে অকৃতকার্যই থেকে যায়।

সমাজের কঠোর বিধিনিষেধ থেকে নারী আজ কিছুটা মুক্ত হলেও সঙ্কীর্ণ পারিবারিক বাতাবরণে নারী আজও খাবি খাচ্ছে।

'স্বাধীন ও স্বনির্ভর নারীর সংখ্যা আজ কিছু জনকে দেখা গেলেও সার্বিক বিচারে নারীর মর্যাদার আমূল পরিবর্তন হয়নি, একটু এদিক ওদিক হয়েছে মাত্র। তাই একথা বললে কি ভুল হবে যে, শিক্ষিতা হয়েও নারী আজও বিপন্না? ■

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,

মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

হিন্দু আধ্যাত্মিক সংস্থার সেবাকাজ

রামকৃষ্ণ মিশন এখন সারাদেশে ১৯৭টি হাসপাতাল ও বহু স্বাস্থ্য কেন্দ্র চালায় যেখানে বছরে ৮৫ লক্ষ রোগী চিকিৎসালাভ করে থাকে। শুধু তাই নয়, মিশন ১১৮৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে, যেখানে ৩ থেকে ৪ লক্ষ ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে থাকে।

অতিথি কলম

এস গুরুমূর্তি

এস গুরুমূর্তি

আমেরিকার ব্যবসায়ী বিল গেটস-কে তাঁর পরোপকারিতার জন্য ২০০৯ সালে ইন্দিরা গান্ধী অন্তর্রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছিল। সম্মান প্রদানের সময় কংগ্রেস সভাপতি সোনিয়া গান্ধী বলেছিলেন, আমাদের দেশে সেবার প্রাচীন পরম্পরা থাকলেও ধারাবাহিকতা নেই। এই সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানের দু'দিন পর 'ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল' শ্রীমতী গান্ধীর পুরো ভাষণ প্রকাশ করে। এর কয়েকদিন পর ওই পত্রিকার এক স্তম্ভ লেখক পল বেকেট ভারতীয় শিল্পপতিদের ব্যঙ্গ করে লিখছিলেন— বিল গেটস তাদের তুলনায় কত মহান।

ভারতে সেবা-ভাবনার প্রত্যক্ষ রূপ হলো দান। এটা এমন একটা পরম্পরা যা সমাজ জীবনের নীচের স্তর পর্যন্ত সমানভাবে দেখা যায়। সমাজের সব পরিবারই স্বেচ্ছায় এই দান করে থাকে। ভারতে প্রত্যেক পরিবারই পরোপকারকে পুণ্য বলে মনে করে। এই দানের মধ্যে কোনো আড়ম্বর নেই। অথচ এই সমৃদ্ধ পরম্পরা থাকা সত্ত্বেও এদেশের ধর্মীয় পরম্পরা ও ভারতকে উপহাস ও ব্যঙ্গ করা হচ্ছে। এর কারণ হিন্দু ভারত সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা। ভারতীয় সমাজে দান সবসময় ধর্মীয় কাজের অঙ্গ হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। মন্দির, ধর্মীয় ট্রাস্ট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছাত্রবৃত্তি এবং এইরকম বিভিন্ন কাজকর্মে অর্থ দানই পরোপকার হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

> **"মাতা অমৃতানন্দময়ী মঠ ২০০২ সাল পর্যন্ত দরিদ্র লোকেদের জন্য ২৫০০০ বাড়ি তৈরি করে দিয়েছে। সত্য সাই ন্যাস সরকারি সাহায্য ছাড়াই ৩০০ কোটি টাকা খরচ করে ৭৩১টি গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছে। অথচ ভারতের এই সেবাভাবনা ও সেবাকাজ পাশ্চাত্যজগৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই উপেক্ষা করে চলেছে।"**

ভারতে সেবা পরম্পরা ততটাই প্রাচীন যতটা ভারত নিজেই। ভারতের আধ্যাত্মিক জাগরণের মূর্তরূপ এই দান শুধু প্রতীকীই নয়, পার্থিব বিকাশের ক্ষেত্রেও এর অবদান রয়েছে। পরম্পরাগতভাবে ভাগ করে উপভোগ করার প্রবৃত্তি প্রকৃতপক্ষে দানই যা হিন্দু সমাজের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবনার সঙ্গে যুক্ত এবং সমাজ কল্যাণের জন্য আবশ্যিক ভাবনা বলে স্বীকৃত। তাই ভারতে দানের পরম্পরার ধারাবাহিকতা নেই বলে যাঁরা অভিযোগ করেন তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

পারটিসিপেট্রি রিসার্চ ইন ইন্ডিয়া নামে একটি বেসরকারি সংস্থা ২০০৩ সালে নিজেদের উদ্যোগে সারা ভারতে এক লক্ষ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক করে প্রথম একটি সমীক্ষা রিপোর্ট তৈরি করে। এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল ভারতে অলাভজনক ক্ষেত্রের মানুষজন কেমন দান করে থাকে তার তথ্য সংগ্রহ। এই সমীক্ষাতে যেসব তথ্য উঠে এসেছে সেগুলি এরকম :

- দেশের প্রায় ৪১ শতাংশ পরিবার প্রতি বছর নগদ অথবা বস্তু-সামগ্রী দান করে থাকে। এলাকা অনুসারে এই দানের তারতম্য রয়েছে।
- পূর্ব ও উত্তর ভারতে দানদাতা পরিবারের সংখ্যা দুই- তৃতীয়াংশের অধিক। এইরকমভাবে সমগ্র দেশে প্রায় সাড়ে ৭ কোটি পরিবার সমাজের কল্যাণের জন্য প্রতি বছর কিছু না কিছু দান করে থাকে। লক্ষণীয় বিষয় হলো, এইসব দানদাতাদের দুই-তৃতীয়াংশই গ্রামে বসবাসকারী।
- সব থেকে মহত্ত্বপূর্ণ বিষয় হলো সমগ্র দানের ৮৭ শতাংশ সেইসব পরিবার থেকে পাওয়া গিয়েছে যাদের বার্ষিক আয় ১ লক্ষ টাকার কম অর্থাৎ মাসিক আয় ৮ হাজার টাকা। যাদের পরিবারের ছেলেমেয়েরা বেশ অসুবিধের মধ্য দিয়ে প্রাইমারি স্কুলে পড়ার সুযোগ পায়, অর্থাৎ সমাজের কল্যাণের জন্য তাদের হৃদয় কত বিশাল।

সঙ্গতভাবেই এই সমীক্ষায় প্রশ্ন উঠেছে,

এই দানের পেছনে কোন ভাবনা কাজ করছে? সমীক্ষকদের মতে ধর্মীয় ও পরম্পরাগতভাবেই এদেশের লোকেদের বিশ্বাস, সমাজের জন্য কিছু না কিছু দান করা নৈতিক কর্তব্য। বেশিরভাগ ভারতীয় অহঙ্কারশূন্য হয়েই এই দান করে থাকে। তাই শুধু সরকার, নিগম অথবা প্রতিষ্ঠানই এদেশে দানের কথা ভাবে— এই ধারণা ঠিক নয়। ব্যক্তিগতভাবেও অনেকে দান করে থাকেন। এদেশে সাধারণত কল্যাণব্রতী সংস্থা ও ধর্মীয়- আধ্যাত্মিক সংস্থাগুলির নিঃস্বার্থ সেবার বিষয়ে খুব কমই আলোচনা হয়ে থাকে। অথচ বহুবিধ সেবা ভাবনায় অনুপ্রাণিত লোকেরা নিজেরাই এইসব সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেবাকাজে আত্মনিয়োগ করে থাকে। অর্থ নয় পরিশ্রমই সেখানে মুখ্য। এইসব ব্যক্তি নিজেদের খরচ নিজেরাই বহন করে। এরকম তিনটি আধ্যাত্মিক সংস্থার নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

রামকৃষ্ণ মিশন এখন সারাদেশে ১৯৭টি হাসপাতাল ও বহু স্বাস্থ্য কেন্দ্র চালায় যেখানে বছরে ৮৫ লক্ষ রোগী চিকিৎসালাভ করে থাকে। শুধু তাই নয়, মিশন ১১৮৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে, যেখানে ৩ থেকে ৪ লক্ষ ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে থাকে।

মাতা অমৃতানন্দময়ী মঠ ২০০২ সাল পর্যন্ত দরিদ্র লোকেদের জন্য ২৫০০০ বাড়ি তৈরি করে দিয়েছে। সত্য সাই ন্যাস সরকারি সাহায্য ছাড়াই ৩০০ কোটি টাকা খরচ করে ৭৩১টি গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছে। অথচ ভারতের এই সেবাভাবনা ও সেবাকাজ পাশ্চাত্যজগৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই উপেক্ষা করে চলেছে। ২০১৩ সালে হিন্দু আধ্যাত্মিক এবং লোককল্যাণ সেবা মেলায় অংশগ্রহণকারী ২০০টি সংস্থার মধ্যে শুধু ১০০টি সংস্থাই এক লক্ষেরও বেশি সেবা প্রকল্প চালিয়ে থাকে। শিখ সমাজে গুরুদ্বারা-তে লঙ্গর পরম্পরার কারণে গত তিনশো বছরে পাঞ্জাবে কেউ না খেতে পেয়ে মারা যায়নি। জৈন সমাজেও এইরকম সেবাকাজ দেখা যায়। তামিলনাড়ুতে নাদার পরিবারে মহাভাই নামে এক ধর্মীয় কর ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে যার কারণে গত শতাব্দীতে প্রায় ১২৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে ও তাদের আর্থিক সহযোগিতা করা হচ্ছে। উত্তর ভারতে মাড়োয়ারী সমাজও লোককল্যাণে এইরকম ধর্মীয় ও সামাজিক সেবাকাজ করে থাকে। শুধু ব্যক্তিগতভাবে নয়, সম্প্রদায় হিসেবেও তাঁরা এই সেবাকাজ করে থাকেন।

হিন্দু আধ্যাত্মিক সংগঠনগুলি আজ সারাদেশে লোককল্যাণ কাজে এক বিশাল ভূমিকা পালন করে চলেছে। ভারতের লোকহিত পরম্পরা সম্পর্কে যে ভুল ধারণা ও অপপ্রচার চলছে তার মোকাবিলার জন্য জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলি, ভারত সরকার ও অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলি রয়েছে। হিন্দু ভারত বরাবরই সেবার এই পরম্পরাকে শ্রদ্ধা করে এসেছে, জাতীয় শ্রদ্ধা বিন্দুগুলির মর্যাদা রক্ষা করে চলেছে।

(সৌজন্যে : সেবা সঙ্গম বার্তা, ৫ এপ্রিল, ২০১৫)

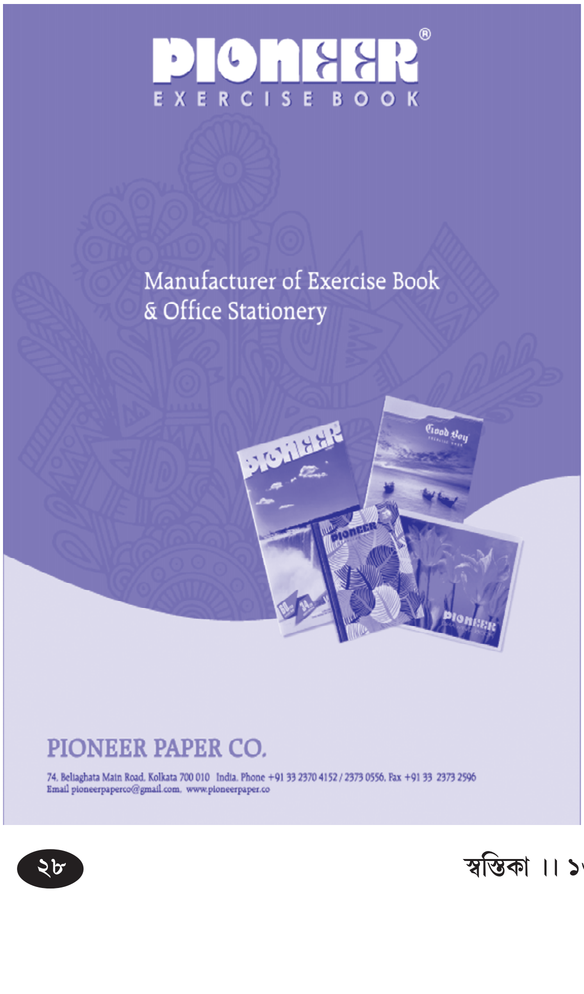

With Best Compliments From-

A

WELL

WISHER

সাক্ষাৎকার

নিঃস্বার্থ ও পূজাভাবে করা সেবাই সত্যিকারের সেবা : সুহাস হীরেমঠ

প্রকৃত অর্থে সেবার ভাবনা কী, সেবার উদ্দেশ্য কী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও সেবা ভারতী কোন কোন ক্ষেত্রে সেবাকাজ করছে, ভারতীয় ভাবনায় সেবার অর্থ কী, সেবার আড়ালে ধর্মান্তরকরণ ও স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা কতটা ঠিক, খৃষ্টান মিশনারিদের সেবার পিছনে সত্য কী— এরকম কিছু বিষয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সেবা প্রমুখ সুহাস হীরেমঠ ভারত বিশ্বসংবাদ কেন্দ্রের প্রতিনিধির সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেবা বিষয়ক বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর কথাবার্তার অংশ প্রকাশ করা হলো।

■ **সেবাক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতী কবে থেকে কাজ করছে?**

■ সেবা ভারতী এদেশের বিভিন্ন প্রদেশে কাজ করা একটি সংস্থা। প্রত্যেক প্রদেশে সেবাকাজ করার জন্য প্রাদেশিক স্তরে স্বয়ংসেবকরা সঙ্ঘ যোজনায় বিভিন্ন সংস্থা তৈরি করেছে। অধিকাংশ স্থানে সেবা ভারতী নামেই সংস্থা রয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো প্রদেশে অন্য নামেও সেবাকাজ চলছে। মহারাষ্ট্রে জনকল্যাণ সমিতি, ডাঃ হেডগেওয়ার জন্মশতাব্দী সমিতি-সহ বিভিন্ন নামে সেবাকাজ চলছে। এই সমস্ত সংস্থার আমব্রেলা (ছাতা) অর্গানাইজেশন হলো রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতী। সঙ্ঘ প্রেরণায় প্রদেশ স্তরে কাজ করা সংস্থা এবং সেবাকাজে নিষ্ঠাপূর্বক কাজ করা অন্য সংস্থাগুলিকে এক ছাতার তলায় আনার কাজ রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতী করে চলেছে। ২০০২ সালে রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতী শুরু হয়েছে, প্রায় ১৩ বছর হতে চললো।

■ **প্রকৃত অর্থে সেবার ভাবনা কীরূপ? উদ্দেশ্য কী?**

■ সেবাকাজে হিন্দু ভাবনাই সঙ্ঘ ভাবনা। এ ব্যাপারে সঙ্ঘের নিজস্ব কোনো চিন্তন নেই। হিন্দু ভাবনা অনুযায়ী সেবার অর্থ হলো— নিঃস্বার্থভাবে, পূজার মানসিকতায়, যেমন স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, কর্তব্যভাবে সেবা করা। দুর্ভাগ্যবশত কোনো না কোনো কারণে যাঁরা পিছনে রয়ে গেছেন তাঁদের উন্নতির জন্য, তাঁদের এগিয়ে নিয়ে

আসার জন্য একটি মাধ্যম হলো সেবা। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সেবা সাধন; সাধ্য নয়। আমাদের সেবার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, সমাজে দু'টি শ্রেণী নির্মাণ করা। এক শ্রেণী সারাজীবন সেবা নিতেই থাকবে, আর এক শ্রেণী সারাজীবন সেবা করেই যাবে। সেবাকাজের উদ্দেশ্য হলো সেবাপ্রাপ্ত লোকের মনে স্বাভিমান জাগানো। আজ যিনি সেবা গ্রহণ করলেন খুব তাড়াতাড়ি তাঁরাও যেন সেবা করার যোগ্য তৈরি হন। সেবাকাজে যুক্ত থাকায় এমন অভিজ্ঞতা আমাদের আছে যে, এক সময় সেবা নিয়েছেন, তিনিই পরে ভাল কার্যকর্তা হয়েছেন এবং পূর্ণকালিক রূপে সেবাকাজ পরিচালনা করছেন।

পুনার স্বরূপবর্ধিনী সংস্থায় তিনটি মেয়ে (অন্য লোকের বাড়িতে কাজ করে তাদের বাবা-মা) এম কম, বিএএমএস, এম এস সি-বিএড পাশ করার পর সেবাকাজ করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং অরুণাচলপ্রদেশে তিন বছর বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের পূর্ণকালীন হিসেবে কাজ করে। তাদের মনে ভাবনা ছিল যে, সমাজ থেকে আমরা যা নিয়েছি, কিছু হলেও সমাজে তা ফিরিয়ে দিই। এমন উদাহরণ সারা দেশে অনেক আছে। নেশামুক্ত গ্রাম তৈরি করা, অস্পৃশ্যতা দূর করা এবং সমাজ থেকে দূরে চলে যাওয়া লোককে আবার সমাজে ফিরিয়ে আনা সেবাকাজের উদ্দেশ্য। সেবাকাজের ফলে সমাজের ভেদভাব খুব সহজেই দূর করা যাচ্ছে।

■ **রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতী কী কাজ করছে?**

■ সারাদেশে প্রচুর সংখ্যায় লোক সেবাকাজ করছে। সংবাদপত্র, সম্প্রচার মাধ্যমগুলিতে এসব কাজের বিষয়ে খুব একটা বেশি প্রচারিত হয় না, চর্চাও হয় না। কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষ, পরিবার, গোষ্ঠী এবং সংস্থা সেবাকাজ করে চলেছে। এই সবকে যুক্ত করা, সমন্বয় করা এবং ভাবনা ও অভিজ্ঞতার আদানপ্রদান করা, সেবাকাজে গুণমান বাড়ানো, কার্যক্ষমতার বিকাশ করা, প্রদেশস্তরের সেবা সংস্থাগুলিকে বিস্তারিত করা, স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন দিক খোলা, প্রশিক্ষণ দেওয়া— এসবই রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতীর কাজ।

■ **অন্য সংগঠনও কী সেবা ভারতীর সহযোগী? দেশে মোট কত সেবাকাজ চলছে এবং কত সংগঠন একসঙ্গে কাজ করছে?**

■ হ্যাঁ, অন্য সংগঠনও সেবা ভারতীর সহযোগী। বর্তমানে রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতীর

সঙ্গে ৮০০ সংস্থা যুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে ৪০ শতাংশ সেবাসংস্থা সঙ্ঘ যোজনায় স্বয়ংসেবকদের দ্বারা নয়, স্বয়ংপ্রেরণায় এরা সেবাকাজ করছে ও সেবা ভারতীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এরাও নিঃস্বার্থভাব নিয়েই সেবাকাজ করছে।

রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতীর আওতার সংস্থাগুলি প্রায় ৬৫ হাজার সেবাকাজ পরিচালনা করছে। এছাড়া সঙ্ঘ সম্পর্কিত অন্য সংগঠন— বিদ্যাভারতী, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বনবাসী কল্যাণ আশ্রম, আরোগ্য ভারতী, সক্ষম, রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি, ভারত বিকাশ পরিষদ সেবা বিভাগের মাধ্যমে সেবাকাজ চলছে। সবগুলি মিলে সারা দেশে মোট ১,৫২,৩৮৮টি সেবাপ্রকল্প সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা করে চলেছেন।

□ **সেবাকাজে কোন দিকে বা কোন ক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে?**

□ সেবার মুখ্যত চারটি দিক আছে। (১) শিক্ষা, (২) স্বাস্থ্য, (৩) সামাজিক এবং (৪) স্বাবলম্বন। এছাড়া আরো দু'টি বিষয় আছে যার কাজ ওই চারটির সঙ্গে চলে। তার একটি গ্রামবিকাশ, অন্যটি গো-সেবা। রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতী এগুলির বিষয়েও তথ্য, প্রশিক্ষণ ও পথনির্দেশ দিয়ে থাকে।

□ **বনবাসী এলাকায় ও উত্তরপূর্বাঞ্চলে খৃষ্টান মিশনারীরাও সেবাকাজ করছে। সেবা ভারতী ও খৃষ্টান মিশনারির কাজের পার্থক্য কোথায়?**

□ সঙ্ঘের সেবার মধ্যে ধর্ম, সম্প্রদায় ও জাতির কোনো বিষয়ই নেই। আর সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সকলের জন্য সেবার দ্বার খুলে রেখেছেন। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা কারো জাতি, ধর্ম, উপাসনা পদ্ধতি দেখেন না, জিজ্ঞাসাও করেন না। আমাদের দেশের দৃষ্টিকোণেই সঙ্ঘের সেবাকাজ চলে। এখানে সেবা এক সাধন মাত্র, সাধ্য নয়। এখানে শিবজ্ঞানে জীবসেবা করা হয়।

খৃষ্টান মিশনারিদের সেবাকাজ আমাদের বিপরীত। মাদার টেরেসাকে নিয়ে কয়েকদিন খুব চর্চা চলছিল। তিনি বেঁচে থাকতে তাঁর নিজেরই সাক্ষাৎকার সংবাদপত্র, বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। দূরদর্শনেও সম্প্রচারিত হয়েছিল। সেখানে তিনি বলেছিলেন, প্রত্যেক ব্যক্তিকে যীশুর পুত্র বা কন্যা বানানোই আমাদের উদ্দেশ্য। এজন্য তাদের সেবার উদ্দেশ্য হলো ধর্মান্তরণ করা। একথা তিনি প্রথমেই পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন। এবং বার বার আলোচনাও হয়েছে।

□ **ওড়িশা, অন্ধ্র, গুজরাট ও পূর্বোত্তর-সহ বিভিন্ন রাজ্যে বনবাসীবহুল ক্ষেত্রে খৃষ্টান মিশনারিদের দ্বারা বনবাসীদের ধর্মান্তরকরণের সংবাদ পাওয়া যায়। সেখানে সেবা ভারতীও সেবা প্রকল্প চালাচ্ছে। খৃষ্টান মিশনারিরা সেবা ভারতীর কাজে বাধার সৃষ্টি করছে কি?**

□ আমাদের অভিজ্ঞতায় সঙ্ঘের সেবাকাজ যেখানে প্রভাবীরূপে চলছে সেখানে ধর্মান্তরকরণ বন্ধ হয়ে গেছে। কন্যাকুমারী এমন একটি জেলা যেখানে ছ'হাজার সেবাকাজ চলছে। দেশের একমাত্র জেলা যেখানে এত বেশি সেবাকাজ চলছে। আমাদের দেশের উপকূলবর্তী এলাকায় খুব বেশিমাত্রায় ধর্মান্তরণ কয়েক বছরে হয়েছে। কন্যাকুমারীতেও খৃষ্টানিকরণ হয়েছে, কিন্তু আজ সেবাকাজের কারণে গ্রামে গ্রামে ধর্মান্তরকরণ বন্ধ হয়ে গেছে। সেখানে এখন খৃষ্টান মিশনারিদের গ্রামে প্রবেশ করা বন্ধ হয়ে গেছে। সেরকমই উত্তরপূর্বাঞ্চলে যেখানে প্রভাবী সেবাকাজ চলছে সেখানে রাষ্ট্রীয়ভাব জাগ্রত হয়েছে। মিশনারিদের স্বার্থে আঘাত লাগায় তারা বিরোধিতা করবেই। ওড়িশায় স্বামী লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতীকে তারা হত্যা পর্যন্ত করেছে। এত বিরোধিতা সত্ত্বেও আমাদের কার্যকর্তারা সেবাকাজ করে চলেছেন।

□ **সেবার আড়ালে ধর্মান্তরকরণকে উচিত বলা যাবে কী? আপনার অভিমত কী?**

□ সেবার আড়ালে ধর্মান্তরণ করা একেবারে ভুল। স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব-সহ মহাপুরুষদের কথানুসারে পীড়িতদের সেবা করার সুযোগ ভগবান আমাদের দিয়েছেন। পীড়িতদের ঈশ্বররূপে দেখা উচিত। নর সেবা নারায়ণ সেবা, মানব সেবা মাধব সেবা। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, আমি সেই প্রভুর সেবক, যাদের ভুল করে আমরা মানুষ বলে থাকি, তারাই ভগবান। শিবজ্ঞানে জীব সেবার ভাবনা নিঃস্বার্থভাবে করা চাই। ব্যক্তিগত, সংস্থাগত, সংগঠনগত কোনো স্বার্থ থাকা চলবে না, কোনোপ্রকার প্রত্যাশা চলবে না। এটাই ভারতীয় ভাবনা এবং সেবা বিষয়ে সঙ্ঘেরও ধারণা।

□ **রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতী সেবা সঙ্গমের আয়োজন করছে। এর উদ্দেশ্য কী?**

□ নিজ নিজ স্থানে বিভিন্ন সেবা সংস্থা কাজ করছে। কোনোটি ছোট, কোনোটি বড়, কারো কাজ কম, কারো কাজ বেশি— এদের সবাইকে সংগঠিত করে একমুখী কাজ করা সেবা সঙ্গমের উদ্দেশ্য। একত্রিত আসার ফলে সেবার বিশাল দৃশ্য দেখে আত্মবিশ্বাস, উৎসাহ বাড়বে, বিপরীত পরিস্থিতির কারণে মনে নিরাশা আসবে না।

আমরা যে কাজ করছি তা ছাড়াও দেশে নানান সেবাকাজ চলছে, সে বিষয়ে জানা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে নিজ নিজ স্থানে তার প্রয়োগ করা। এর ফলে আমরা সেবাকে আরো বহুমুখী ও গুণাত্মক বিকাশ করতে পারবো।

প্রতি পাঁচ বছরে এরকম জাতীয় স্তরে সেবা সঙ্গম আয়োজন করা হয়। প্রথম সেবা সঙ্গম ২০১০ সালে হয়েছিল। এবার দিল্লীতে হচ্ছে। প্রদেশস্তরেও পাঁচ বছরে একবার এবং জেলাস্তরে বছরে একবার আয়োজন করা হয়।

□ **যুব সমাজকে সেবাকাজে যুক্ত করার কী প্রচেষ্টা করা হচ্ছে?**

□ 'ইয়ুথ ফর সেবা' নামে দশ বছর আগে কর্ণাটকে একটি যোজনা শুরু হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল কলেজ ছাত্রছাত্রী ও সদ্য পড়াশুনা শেষ করে যারা চাকরিতে ঢুকছে তাদের সেবাকাজের সঙ্গে যুক্ত করা, সেবাকাজের জন্য প্রেরণা দেওয়া। বর্তমানে এরকম ২ হাজার যুবকযুবতী নিয়মিত সেবাকাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন। কেউ প্রতিদিন সময় দেন, কেউ সপ্তাহে একদিন, কেউ মাসে সাতদিন, কেউ আবার চাকরি থেকে ছুটি নিয়ে পূর্ণকালীন কার্যকর্তারূপে কোথাও গিয়ে সেবাকাজ করেন। কর্ণাটকের 'ইয়ুথ ফর সেবা'-র প্রয়োগ ধীরে ধীরে অন্য প্রদেশেও শুরু করা হচ্ছে। দিল্লী, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে 'ইয়ুথ ফর সেবা'র কাজ চলছে। এর খুব ভালো পরিণাম পাওয়া যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, দেশের যুবসমাজ সেবাকাজে যুক্ত হচ্ছেন। ▌

হোয়াইট হাউসের মুখোশ ভ্যাটিক্যান

নীতিন রায়

বরাক ওবামা আমেরিকা থেকে ভারতে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার কথা বলে এক বিবৃতি দিয়েছেন। জাতিসঙ্ঘ (ইউএনও) আমেরিকার সমকামিতার পক্ষে একটি প্রস্তাব আনে। সেই প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেয় ভারত, স্পেন, রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ও সৌদি আরব। ভারতের বিপক্ষে ভোটদানকে হতাশাজনক বলে আমেরিকা জানায়। আমেরিকার কি শুধু নিজের রাষ্ট্র স্বার্থে এই দুটি কাজ করেছে না তার পিছনে রয়েছে অন্য কিছু? বিষয়টা একটু খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

প্রথম প্রশ্নটি তোলার নৈতিক অধিকার আমেরিকার আছে কি? দ্বিতীয়টি হলো আমেরিকা কি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র? উত্তর হলো 'না'। আমেরিকা প্রচার ও কৌশলে নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে প্রচার করে। কিন্তু বাস্তবে ধর্মীয় রাষ্ট্র।

প্রথমে দেখা যাক, আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট এ বিষয়ে কী বলছে? Vidal Vs. Girared Excutors (1939) মামলায় আমেরিকা একটি খৃষ্টান দেশ। US Vs. Mactanish (1931) মামলায় আমেরিকা খৃষ্টান জনসংখ্যায় পরিপূর্ণ। Holy Trinity Vs. US (1892) মামলায় বিচারক বলেন আমেরিকা একটি খৃষ্টান জাতি।

আমেরিকার কয়েকজন প্রেসিডেন্টের মতামত অনুযায়ী আমেরিকা খৃষ্টান স্টেট। উডরো উইলসনের মতে আমেরিকার জন্ম খৃষ্টান জাতি হিসেবে। হেরি ট্রুম্যানের মতে আমেরিকা হচ্ছে একটি খৃষ্টান নেশান। প্রেসিডেন্ট নিক্সনের মতে 'এই কথা আমাদের স্মরণ করতে হবে যে খৃষ্টান স্টেট হিসেবে আমেরিকার একটি দায়িত্ব ও লক্ষ্য আছে। আমেরিকার বিচার বিভাগীয় কমিটি আমেরিকাকে খৃষ্টান স্টেট হিসেবে ঘোষণার জন্য সংবিধানে নিম্নলিখিত স্বীকৃতি দিতে বলে— 'Devoutly recognizes the Authority of Law of Jesus Christ, Savior and Ruller of all Nation.'

এই তো গেল বিচার বিভাগের অভিমত। এবার দেখুন কার্যপদ্ধতি, যা থেকে মনে হয় আমেরিকা একটি খৃষ্টান স্টেট।

(১) সেনেটে ও সেনাবাহিনীতে সরকার নিয়োজিত খৃষ্টান পুরোহিত রয়েছে।

(২) হোয়াইট হাউসে সকালে প্রাতঃরাশের সময় খৃষ্টীয় প্রার্থনা হয়।

(৩) সুপ্রিম কোর্টের পাবলিক session আরম্ভ হওয়ার সময় প্রার্থনা হয়।

(৪) সুপ্রিম কোর্টের কার্যপ্রণালী শুরু হওয়ার সময় উচ্চারণ করা হয় 'God Save this honourable Court'।

একদিকে আমেরিকা অঘোষিত খৃষ্টান স্টেট অন্যদিকে ভ্যাটিক্যান সিটির পরিপূরক। পোপ জন পল ১কে রহস্যজনক ভাবে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তিনি কমিউনিস্টদের বিরোধিতা করতে রাজি ছিলেন না। যা আমেরিকান স্বার্থের বিপরীত ছিল। তাই তাঁকে মরতে হয়েছে। এমনকী ১৯৫৯ সালে কেরলে জনগণের নির্বাচিত কমিউনিস্ট সরকারকে গদিচ্যুত করার পরিকল্পনা নেয়। ভ্যাটিক্যান সিটি যেমন আমেরিকান স্বার্থ দেখে, তেমনি আমেরিকাও ভ্যাটিক্যানের স্বার্থ দেখে থাকে।

ভারতবর্ষ গত তিন চার বৎসর সমকামিতার স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলন চলে। পরে তা আদালতে গড়ায়। আদালতের নিষেধাজ্ঞার ফলে এ আন্দোলনে ভাটা পড়ে। কিন্তু এ আন্দোলনের পিছনে ছিল ভ্যাটিক্যান সিটি। ইউপিএ সরকারের শেষদিকে তারা কংগ্রেসকে রাজি করাতে পেরেছিল। কিন্তু ইউপিএ সরকারের উপর ইতালিয়ান প্রভাবিত পরিবারের প্রভাব ছিল। এর পিছনে দুটো উদ্দেশ্য রয়েছে ভ্যাটিক্যান সিটির—

(১) হিন্দুদের উপর সমকামিতা চাপিয়ে

দিলে ভারতের শাশ্বত হিন্দুত্ববোধের ঘোর ক্ষতি করা যাবে।

(২) ভারতীয়রা পাশ্চাত্যমুখী হয়ে উঠবে।

(৩) সমকামিতায় জেরবার পোপ অবশেষে সমকামিতাকে অনুমোদন দিয়েছেন। ফাদার ও নানরা বেশিরভাগই সমকামী। ভারতে যদি সমকামী বিরোধী আইন থাকে তবে ফাদার ও নানরা বিপদে পড়তে পারেন। তাই সমকামিতার আন্দোলন হয়েছিল। যেহেতু আমেরিকা ভ্যাটিক্যান সিটির পরিপূরক সেহেতু তারা জাতিসঙ্ঘে সমকামিতার পক্ষে প্রস্তাব এনে ভ্যাটিক্যান সিটিকেই সাহায্য করছিল।

২২ মার্চ, ২০০১ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'The Statesman' পত্রিকার ভ্যাটিক্যান-এর একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। এই রিপোর্টে বলা হয়— পুরোহিত ও মিশনারিরা নানদের যৌন শোষণ করে। ইতালির বিখ্যাত দৈনিক লা রিপাবলিকা-র উদ্ধৃতি দিয়ে স্টেটসম্যান পত্রিকা জানায়, নানরা নিয়মিত জন্মনিরোধক পিল ব্যবহার করে। ভ্যাটিক্যানসিটি তার প্রতিবেদনে আরও জানায় যে আমেরিকা, ব্রাজিল, ফিলিপাইন, ইন্ডিয়া, আয়ারল্যান্ড এবং ইতালির মতো দেশেও ফাদার নানদের একই অবস্থা।

ভ্যাটিক্যান সিটি এখন আবার নতুন এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। 'মোদী সরকারের চেহারা খারাপ করো'। আসলে এটা হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। তাতে তারা কংগ্রেস বাম আই এস আই-কে যুক্ত করতে পেরেছে। কোথাও-বা মাওবাদীদের। লক্ষ্মণানন্দ সরস্বতীকে হত্যা এর আরও একটি উদাহরণ।

রানাঘাটের ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে ৫৫ বৎসর বয়সী কার্ডিন্যাল ফ্লেমিস মোদী সরকারকে দায়ী করলেন। তিনি যেন চেয়ার টেবিল নিয়ে বিবৃতি দেবেন বলে বসেছিলেন। ধর্ষণ ও ডাকাতি সবসময় ও সবদেশে ঘটে থাকে। তার জন্য কোন সরকারকে দায়ী করা যায়। খৃষ্টান দেশগুলিতে ধর্ষণের হার অনেক বেশি।

রাজীব-নানথেলওয়ালা চুক্তি অনুযায়ী মিজোরাম একটি খৃষ্টান স্টেট। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ ধারায় একটি ধর্মীয় রাজ্য। তার ফলশ্রুতি কী? মিজোরামের রিয়াং হিন্দুরা সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত। তারা ত্রিপুরা ও অসমে তাবুর তলায় থাকে। হায়, হিন্দু তোমার চোখও গিয়াছে! কেন্দ্রীয় সরকারের টাকার অর্থাৎ হিন্দুর করের টাকায় চার্চ মিজোরামে বকলমে শাসন চালাচ্ছে। মিজোরামে ঢুকতে প্রথমে সরকারি পারমিট ও পরে চার্চের অনুমোদিত লেঠেল বাহিনীর অনুমতি লাগে।

২০১১ সালে ঝাড়খণ্ডে ভালসা জন নামে এক নানকে হত্যা করা হয়। চার্চ এজন্য আর এস এস-কে দায়ী করে। পরে তদন্তে প্রমাণ যে যে এটা ছিল খৃষ্টান ধর্মাবলম্বীদের কাজ।

২০১২ সালে দুজন ইতালিয়ান নাবিক ভারতীয় জেলেকে ডাকাত ভেবে হত্যা করে। যখন তদন্ত শুরু হয় কেরলে জন্মজাত এক কার্ডিনেল সংবাদমাধ্যমকে জানায় নাবিকদের রেহাই-এর জন্য ক্যাথলিক মন্ত্রীর সঙ্গে তার কথা হয়েছে। দুজন ভারতীয় জেলের মৃত্যুতে ফাদার ও ক্যাথলিক মন্ত্রী চিন্তিত নন। তারা চিন্তিত খৃষ্টান দুই বিদেশি নাবিকদের জন্য। ধর্মান্তর দেশের প্রতি আনুগত্যেরও পরিবর্তন ঘটায় এবং তা হিন্দু বিরোধী করে তোলে।

রানাঘাট কাণ্ডে বাংলাদেশের ডাকাতরা জড়িত। হায়দরাবাদ ও করিমগঞ্জের ব্যাঙ্ক ডাকাতিতে বাংলাদেশি জামাতের অংশ গ্রহণ করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাণাঘাটের ঘটনায় হিন্দু সংগঠনকে জড়িয়েছেন। কিন্তু সিআইডি যাচ্ছে বাংলাদেশে। চার্চও দায়ী করেছে মোদী সরকারকে। হিন্দুরা আজও সংঘটিত হতে পারেনি বলে এই ঘটনা ঘটেছে। যে মৌলবি সাহেব রোজ নামাজ পড়েন, তিনি কোরানের নির্দেশ অনুযায়ী হিন্দু কাফেরকে হত্যা করে বেহেশতে গিয়ে হুরিসঙ্গ করার স্বপ্ন দেখেন। যে যত বড় খৃষ্টান যাজক সে তত বড় ঘাতক। তাই ভ্যাটিক্যান সিটিই হউক আর হোয়াইট হাউস হউক হিন্দুরা এখনই সাবধান না হলে বিপদ আসন্ন।

বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ড. মণি ভৌমিক মেদিনীপুরের হতদরিদ্র পরিবারের সন্তান। ঠাকুমা ও অন্যরা না খেয়ে বাড়ির সর্বকনিষ্ঠ সদস্যটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। সময়কালে তিনি সেন্টজেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন এবং বৃত্তি পান। বৃত্তি পাওয়ার টাকা দিয়ে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী কেনেন। তৎকালীন ফাদার প্রিন্সিপাল তা জানতে পেরে তার বৃত্তি বাতিল করে দেন।

মাদার টেরেসার সেইন্ট হওয়ার সাক্ষী তিনজনের রহস্যময় মৃত্যু এবং এই মৃত্যুর ভিসেরা রিপোর্টের দায়িত্ব নিয়েছিল বারাসত হাসপাতালের ডাক্তার চন্দন রায়চৌধুরী। তাঁর মৃত্যুও রহস্যজনক এবং একই সূত্রে গাঁথা।

রানাঘাট কাণ্ডে বাংলাদেশের ডাকাতরা জড়িত। আর এস এস ও বিজেপি-কে জড়িয়ে হিন্দু সমাজকে আঘাত করা চার্চ বিশপদের কাজ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও করেছেন। কারণ হিন্দু-সমাজ আজও একত্রিত হতে পারেনি। অসৎ রাজনীতির অলিগলিতে পথ হারিয়ে ফেলেছে হিন্দুরা। ভ্যাটিক্যানই হউক আর হোয়াইট হাউসই হউক, হিন্দু সাবধান।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

মদনলাল ও তাঁর তৈরি কৃষিযন্ত্র ।

মদনলালের মেকানিজম

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কথায় আছে— শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি। ভালো কাজে বাধা অনেক। কিন্তু সেক্ষেত্রে দারিদ্র্য এবং শারীরিক প্রতিবন্ধকতা দু'টোই যদি বাধাপ্রাপ্ত হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তা কাটিয়ে ওঠা খুবই দুস্কর। কারণ কোনো উদ্দেশ্যকে বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে এই দুইয়ের সম্বল অত্যন্ত জরুরি। তবে এই বাধার সম্মুখীন হয়েও মদনলাল কুমায়ত থমকে যাননি। নতুন কিছু তৈরির তাড়না তাঁকে এগিয়ে যেতে বাধ্য করেছে। শস্য ঝাড়াইয়ের অত্যাধুনিক মেশিন তৈরি করে কৃষকদের মুখে হাসি ফোটাতে সক্ষম হয়েছেন।

১৯৬৪ সালে রাজস্থানের চুরু জেলার গোপালপুরে জন্মগ্রহণ করেন মদনলাল কুমায়ত। দীনমজুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করা মদনলাল পড়াশোনায় গুণী ছাত্র থাকলেও খুব বেশিদূর তার পড়াশোনা করা হয়নি। আকস্মিক এক দুর্ঘটনার সামনে পড়ে ছাত্রজীবন থেকে তাঁকে সরে আসতে হয়। মাত্র চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত পড়া মদনলাল দীনমজুরের কাজে লেগে যান। সেই সঙ্গে পেশায় ছুতোর মদনলালের বাবার পক্ষেও সংসার সামলে ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনা করানো সম্ভব হয়ে ওঠেনি। অতঃপর সংসারের হাল ধরতে ছেলে মদনলালকেও কাজের সন্ধানে বের হতে হয়। কিন্তু শারীরিক প্রতিবন্ধী হয়ে যাওয়ার কারণে খুব পরিশ্রমের কাজ করা সম্ভবপর ছিল না তাঁর পক্ষে। তিনি ঠিক করেন দর্জির কাজ শিখবেন। পাশাপাশি তিনি কাঠের কাজের তালিমও নিতে শুরু করেন বাবার কাছ থেকে। পরবর্তীকালে শারীরিক দিক থেকে একটু সক্ষম হওয়ার পর তিনি ছুতোর হিসাবেই কাজ করতে থাকেন। এইভাবে বেশ কিছুদিন চলার পর তিনি কৃষি-সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির কাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মেকানিজমের তালিম নিতে শুরু করেন। মদনলাল কৃষি শঙ্কর উদ্যোগ থেকে কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ নেন। সেই সঙ্গে যন্ত্রের মাধ্যমে শস্য ঝাড়াইয়ের কাজও শেখেন। পরবর্তীকালে মদনলাল কুমায়ত জয়পুরের বাগরু নামে এক জায়গায় কৈলাস কৃষি যন্ত্র তৈরির এক কারখানায় কাজ করতে শুরু করেন। সেখানে পাঞ্জাব থেকে শস্য ঝাড়াইয়ের যন্ত্র এনে বিক্রি করা হোত বলে জানা যায়। এরকম বেশকিছু যন্ত্র বিক্রি হওয়ার পর কৃষকেরা চাষের উপযোগী করার ক্ষেত্রে ঠিক যেমন যন্ত্র চাইছিলেন ঠিক তেমনটা না মেলায় মদনলাল এবং তাঁর সহযোগীরা মিলে এই যন্ত্র আরও উন্নত করে তুলতে তৎপর হন। তাঁরা চেয়েছিলেন এই যন্ত্রের মাধ্যমে শস্য ঝাড়াইয়ের পাশাপাশি ঝড়তি-পড়তি শস্যগুলিকেও যদি কাজে লাগানো যায় তাহলে কৃষকেরা আরও উপকৃত হবেন। মদনলাল ১৯৯৭ সালে বাগরুতে একটি কারখানা খুলে বসেন। যেখানে এই যন্ত্রের আধুনিকীকরণ করতে সক্ষম হন।

পাঞ্জাবে তৈরি যন্ত্রের মধ্যে অত্যাধুনিক পরিষেবা প্রদানের জন্য যে যন্ত্র তৈরি করেছিলেন মদনলাল, তার সুফল তিনি লক্ষ্য করেন। পরে তিনি এই ভাবনাই কাজে লাগান আরও উন্নত যন্ত্র তৈরিতে। মদনলাল লক্ষ্য করেছিলেন শস্য ঝাড়াইয়ের এই যন্ত্রে বাতাসের ব্যবহার। বাতাসকে কাজে লাগিয়ে মেশিনের মাধ্যমে শস্য ঝাড়াই করা হয়ে থাকে। আবার যন্ত্রে ব্যবহৃত পাখার সাহায্যে বায়ুর সঞ্চালন ঘটিয়ে শস্য এবং তুষকে আলাদা করা হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে গম, সর্ষে, মিলেট জাতীয় বিভিন্ন শস্য ঝাড়াই বাছাই হয়ে থাকে। ২০০৫ সালে চীনাবাদামের ক্ষেত্রেও এক উন্নত প্রযুক্তির যন্ত্র তৈরি করেছেন তিনি। যা শুধুমাত্র চীনাবাদামের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হবে। মাত্র দুই থেকে আড়াই ঘণ্টার মধ্যে শস্য ঝাড়াইয়ের যন্ত্র থেকে চীনাবাদামের যন্ত্রে বদলে দেওয়া যাবে। এই যন্ত্র চালাবার ক্ষেত্রে ডিজেলের ব্যবহার হয়ে থাকে। বর্তমানে কৃষকদের কথা মাথায় রেখে মদনলাল ছয়রকম আকারের যন্ত্র তৈরি করেছে। মদনলালের অসাধারণ কৃতিত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো— তিনি পাঞ্জাবে তৈরি এই যন্ত্রের মধ্যেই আরও অনেক নতুনত্ব এনেছেন যা একসঙ্গে অনেকগুলি কাজ করবে। সেক্ষেত্রে একটি কাজ করে অন্য কাজ করতে গেলে যন্ত্রের মধ্যে একটু বদল আনতে হবে যা খুবই কম সময়েই করা যায়।

মদনলাল প্রথমে যে উন্নত মানের যন্ত্র তৈরি করেছিলেন তা প্রতি ঘণ্টায় ২০-২২ কুইন্টাল শস্য ঝাড়াই করতে পারত। পরবর্তীকালে ক্ষুদ্র কৃষক সম্প্রদায়ের কথা মাথায় রেখে ছোটো শস্য ঝাড়াইয়ের যন্ত্র তৈরি করেন। যা ঘণ্টায় ৭ থেকে ১৫ কুইন্টাল শস্য ঝাড়াইয়ের কাজ করবে। এই যন্ত্রের ক্রয়মূল্য ১ লক্ষ্য ৮৫ হাজার টাকা। মদনলাল কুমায়ত ন্যাশনাল ইনোভেশন ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত হন। চাষের জমিতে কৃষকের কথা মাথায় রেখে তাঁর এই অভাবনীয় সৃষ্টি এক কৃতিত্বের সাক্ষ্য বহন করে। ▌

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

Ori Plast

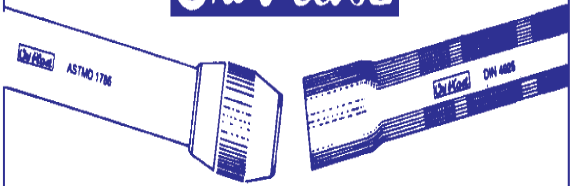

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833

3, Jadu Nath Dey Road, Kolkata-12, Ph. 2215-6804, Fax : 2212-2803

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

"ভারতে ধর্মের প্রধান লক্ষ্য, প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং সমগ্র জীবনের নৈতিক সাধনার ফল হল মনের এমন এক অবস্থা লাভ করা, যখন ইচ্ছামাত্র মানব সেই একাত্মানুভূতির রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে অথবা বৈচিত্র্যময় জগতের সামগ্রিক জ্ঞান লাভ করে 'মুক্ত-আত্মা' বলে পরিগণিত হতে পারে।"

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

ঘরকন্নার টুকিটাকি

শুভ্রা মল্লিক

□ পোড়ামাটির জিনিস পরিষ্কার রাখতে হলে ওগুলোর ওপর ন্যাচারাল রং-এর নেলপালিশ লাগিয়ে নিন। রং অক্ষত থাকবে আর নোংরাও হবে না।

□ চশমা ঝকঝকে পরিষ্কার রাখতে হলে এক ফোঁটা ভিনিগার দিয়ে কাচ মুছে ফেলুন।

□ কাঠের আসবাবপত্র ঠাণ্ডা চা-পাতা ফোটানো জল দিয়ে পালিশ করুন। ঝকঝকে হয়ে উঠবে।

□ ফ্রিজের গায়ে দাগ ধরে গেলে স্পঞ্জে টুথপেস্ট লাগিয়ে ঘষুন। দাগ উঠে যাবে।

□ ফ্লানেলের টুকরো (চশমা মোছার কাপড়) গ্লিসারিনে ভিজিয়ে দাগ ধরা জানালার কাচে ঘষুন। কাচ ঝকঝক করবে। কাঠ বা স্টিলের টেবিলে ঘষুন। সেখানকার দাগ উঠে যাবে।

□ ঘরে চড়ুই পাখি বাসা বাঁধতে চায়। যদি চড়ুই পাখি তাড়াতে চান, তাহলে ঘরে দরজা জানলা বন্ধ করে দু-চার টুকরো কর্পূর জ্বালিয়ে দিন। চড়ুই আর ঘরমুখো হবে না।

□ উলের পোশাক ধোওয়ার পর এক বালতি জলে আধ চামচ গ্লিসারিন দিয়ে তাতে ডুবিয়ে নিন। পোশাকের নরম ভাব বজায় থাকবে।

□ বাচ্চাদের জামাকাপড় বা কাঁথায় পেচ্ছাপ বা বমির দুর্গন্ধ থেকে যায়, তবে কাচার পর জলে আধ চামচ বেকিং সোডা মিশিয়ে তাতে জামাকাপড় ডুবিয়ে শুকিয়ে নেবেন। দুর্গন্ধ দূর হবে।

□ ইস্ত্রি করার সময় কাপড়ে যে জল ছেটান তাতে কয়েক ফোটা পারফিউম ফেলে দিন। ইস্ত্রি হওয়া গোটা কাপড়টি সুগন্ধ ধরে রাখবে।

□ সুগন্ধির শিশি সবসময় তুলো বা কাপড়ে জড়িয়ে রাখবেন। তাতে সুগন্ধি ঢের বেশি দিন থাকবে।

□ অনেক সময় ভ্যাকুয়াম ফ্লাক্স দীর্ঘদিন ব্যবহারের জন্য দুর্গন্ধ হয়। একটি ডিমের খোলা ভেঙে ফ্ল্যাক্সের মধ্যে ফেলুন। জল ভরে রাখুন। রাতভর রেখে পরের দিন ঝাঁকিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

□ কিছু কিছু অলংকারের তীক্ষ্ণ ধারালো প্রান্তের খোঁচায় পোশাক ছিঁড়ে যায় বা সুতো উঠে যায়। সেইসব ধারালো অংশে ন্যাচারাল নেলপালিশ লাগিয়ে দিন খোঁচা লাগবে না।

□ কাঠের ওপর বাচ্চারা আঁকিবুকি কাটলে তা তুলতে মিহি ছাই খুব ভালো। একই কাজ হবে কেরোসিন দিয়ে।

□ সিল্কের শাড়ি বা পোশাকে মাড় দিতে, মাড়ের সঙ্গে একটু পাতলা আঠা গুলে নেবেন। পোশাক শুকিয়ে খটখটে করে ইস্ত্রি করবেন। সিল্ক ঝকঝক করবে।

□ বাচ্চাকে স্নান করানোর আগে নিচে তোয়ালে পেতে নেবেন। বাচ্চা হড়কে যাবে না। বসেও আরাম পাবে।

□ স্টিলের বাসন থেকে কোম্পানির নাম লেখা স্টিকারটি তোলা এক ঝামেলা। পাত্রের স্টিকার লাগানো অংশের উলটোপিঠে তাতিয়ে নিন। স্টিকার এবার সহজে উঠে আসবে।

□ নতুন কেনা জিনিসপত্রের ওপর থেকে দামের লেবেল তুলতে খোঁচাখুঁচি করবেন না। লেবেলের ওপর একটা সেলোটেপ চেপে দিন। তারপর সেলোটেপের একপ্রান্ত ধরে টানলে লেবেলটি উঠে যাবে।

□ দেওয়ালে পেরেক গাঁথার আগে পেরেকগুলো যদি ফুটন্ত গরম জলে ডুবিয়ে নেন তাহলে হাতুড়ি মারার সময় দেওয়ালের প্লাস্টার খসবে না।

□ শক্ত করে মুখ বন্ধ একটি ছোট্ট শিশিতে কর্পূর পুরে যন্ত্রপাতির বাক্সে রেখে দিন। যন্ত্রপাতিতে মরচে ধরবে না।

□ বেশ কিছুদিনের জন্য কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন ফ্রিজ খালি করে? ডিফ্রস্ট করে তো রেখে গেলেন। কিন্তু এসে দেখলেন দুর্গন্ধ হয়ে গেছে। দুর্গন্ধ দূর করার জন্য যাওয়ার আগে ফ্রিজে পাতিলেবু রেখে দিন। দুর্গন্ধ হবে না।

□ ফ্রিজের বদগন্ধ দূর করতে সর্ষেগুঁড়ো ব্যবহার করতে পারেন। একটা প্লেটে কিছুটা সর্ষেগুঁড়ো ঢেলে তাতে একটু জল দিয়ে রাতভর ফ্রিজে রাখুন। দুর্গন্ধ দূর করার জন্য যাওয়ার আগে ফ্রিজে পাতিলেবু রেখে দিন। দুর্গন্ধ হবে না।

□ প্রেসার কুকারের গ্যাসকেট মাঝে মাঝে ফ্রিজে পুরে রাখবেন। দীর্ঘদিন টিকবে।

□ টর্চের ফেলে দেওয়া ব্যাটারি কিন্তু কোয়ার্টজ ঘড়িতে এবং রেডিওতে আর মাস খানেক চলবে।

□ বাড়িতে আঠা ফুরিয়ে গেছে। খামে স্ট্যাম্প লাগাবেন। ন্যাচারাল কালার নেলপালিশ ব্যবহার করুন।

□ সেলোটেপের মুখ খুঁজে পাচ্ছেন না। মিনিট দশেক ফ্রিজে ঢুকিয়ে রেখে দিন। সেলোটেপের রিলটা খুলে আসবে।

□ খামের ওপর ঠিকানা লিখে একটু মোমবাতি ঘষে দেবেন। জল পড়ে কালি থেবড়ে ঠিকানা অস্পষ্ট হয়ে যাবে না।

□ নেলপালিশ শুকিয়ে জমে গেলে ইউক্যালিপটাস তেল দিন। গলে নরম হবে। তবে নেলপালিশ ফ্রিজে রাখলে সহজে শুকোবে না।

□ এক লিটার জলে দু'চার চামচ ডিটারজেন্ট গুলে ঝাঁকিয়ে দিন। এবার স্প্রেগান বা পিচকারিতে ভরে ঘরের আনাচে কানাচে যেখানে আরশোলার উপদ্রব বেশি সেসব জায়গায় স্প্রে করে দিন। আরশোলা মরবে।

□ মোমবাতি জ্বালানোর আগে যদি বার্নিশ লাগিয়ে নিতে পারেন তা সাশ্রয় হবে। সহজে মোম গলবে না। ■

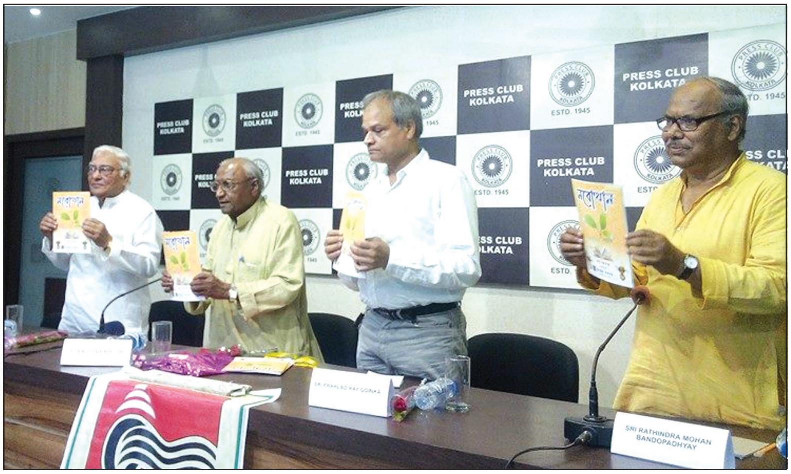

হিন্দুস্থান সমাচারের বাংলা প্রবন্ধ পরিষেবা মাসিক নবোত্থান পত্রিকার প্রকাশ অনুষ্ঠান

গত ১৯ এপ্রিল প্রকাশিত হলো হিন্দুস্থান সমাচারের বাংলা প্রবন্ধ পরিষেবা নবোত্থান পত্রিকা। রবিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে মাসিক বাংলা নবোত্থান পত্রিকার প্রথম সংখ্যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বরিষ্ঠ প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ মোতলগ। অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পপতি তথা সমাজসেবী ও ওঙ্কার ওনলি ট্রুথের প্রধান প্রহ্লাদ রায় গোয়েঙ্কা, প্রবীণ সাংবাদিক তথা বাংলা নবোত্থানের সম্পাদক রঞ্জিত রায় ও রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন দীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন শ্রীকৃষ্ণ মোতলগ। দেবী সরস্বতীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন অনুষ্ঠানের অতিথিবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সরস্বতী বন্দনা করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি সঞ্জীব রায় গোয়েঙ্কা। সম্পাদক রঞ্জিত রায় তুলে ধরেন বাংলা প্রবন্ধ পত্রিকা নবোত্থান প্রকাশের উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, বাংলায় এখনও পর্যন্ত কোনো প্রবন্ধ পত্রিকা নেই। সেই উদ্দেশ্য পূরণ ও জাতীয়তাবাদী চিন্তায় অন্যান্য প্রদেশের লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে কী ভাবছেন তা সকলের কাছে পৌঁছে দিতেই বাংলা নবোত্থান পত্রিকার প্রকাশ।

বাংলা নবোত্থান পত্রিকা মূলত বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচারের হিন্দিতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক নবোত্থান লেখাগুলির বাংলা অনুবাদ। সম্পাদক রঞ্জিত রায় আহ্বান জানিয়েছেন, জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় বিশ্বাসী বাঙালি লেখকদের মনের কথা বাংলা নবোত্থান পত্রিকার মাধ্যমে পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন।

সমাজসেবী মোতলগজীর বক্তব্যে উঠে এসেছে হিন্দুস্থান সমাচারের গোড়ার ইতিহাস। তিনি তুলে ধরেন ১৯৫৭ সালে বাবাসাহেব আপ্টের হাত ধরে কীভাবে একে একে নানা বাধা পেরিয়ে এগিয়ে চলেছে হিন্দুস্থান সমাচার-সমবায়ী সংবাদ সংস্থা। এদিন বাংলা নবোত্থান পত্রিকার আবরণ উন্মোচন করে তিনি আশা প্রকাশ করেন, হিন্দুস্থান সমাচার সংবাদ পরিষেবার মতো এটিও তার লক্ষ্যে স্থির থেকে এগিয়ে যাবে।

প্রহ্লাদ রায় গোয়েঙ্কা কিছুটা আত্মসমালোচনার সুরে অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে প্রাদেশিকতা, জাতি-ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে জাতীয়তাবাদী গঠনমূলক চিন্তা নিয়ে দেশের কথা ভাবার আহ্বান জানান। তিনি তাঁর বক্তব্যে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীনতা তুলে ধরে সকলকে তা রক্ষার আহ্বান জানান। আর্থিক ভাবে সচ্ছল হওয়ার পাশাপাশি ভারতীয় ভাবধারাকে সম্মান জানানোর কথা বলেন তিনি। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে গঙ্গা মিশন প্রসঙ্গ। মা গঙ্গাকে রক্ষা করে তিনি নিজেদেরই রক্ষার কথা বলেন।

সমাবেশ সমাচার

অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন হিন্দুস্থান সমাচারের পশ্চিমবঙ্গের প্রবর সমিতির সম্পাদক পবন কুমার। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রবীণ সাংবাদিক রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

শোকসংবাদ

আসানসোল জেলার প্রবীণ স্বয়ংসেবক বলদেও বিশ্বকর্মা গত ২৭ মার্চ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। শ্রীরামজন্মভূমি মুক্তি আন্দোলনে তিনি আসানসোল জেলায় সুযোগ্য নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি ১ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনি রেখে গেছেন।

***

চিত্তরঞ্জনের প্রবীণ স্বয়ংসেবক রামপ্রসাদ শর্মা গত ৯ এপ্রিল ৭০ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি চিত্তরঞ্জন রেল লোকোমোটিভ ওয়ার্কস্-এ দীর্ঘদিন কর্মরত ছিলেন এবং ২০০৫ সাল পর্যন্ত বিএম, এস-এর সি এল উবলু ইউনিট-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি ১ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

***

গত ১৬ এপ্রিল পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর মহকুমা ব্যবস্থা প্রমুখ বিকাশ প্রসাদের মাতা চন্দকলাদেবী পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। ২ পুত্র, ৩ পুত্রবধূ এবং নাতি-নাতনী রেখে গেছেন।

***

বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম খণ্ডের রাজুর শাখার স্বয়ংসেবক চিন্ময় দাস বৈরাগ্যের মাতৃদেবী টুকুরাণী দাস বৈরাগ্য মাত্র ৪৬ বৎসব বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। দুই পুত্রের মধ্যে চিন্ময় বর্তমানে প্রান্ত কার্যালয় কেশব ভবনে ব্যবস্থা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত।

হাওড়ার তাজপুরে প্রসাদ চক্রবর্তীর বর্ষব্যাপী জন্ম শতাব্দীর সমাপ্তি উৎসব

গত ৮ এপ্রিল হাওড়া জেলার তাজপুর গ্রামে শ্যামাপ্রসাদ ইনস্টিটিউট অব্ কালচার-এর উদ্যোগে সারাদিন ধরে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লীপ্রাণ জননেতা প্রসাদ চক্রবর্তীর বর্ষব্যাপী জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের সমাপ্তি পর্ব অনুষ্ঠিত হলো। সকালে স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী-সহ বিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ব্যান্ড-সহ তাজপুর ও কুশবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত পরিক্রমা করে এবং শেষে প্রসাদ চক্রবর্তীর জন্মস্থানে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে প্রসাদতীর্থ সভাগৃহে সমবেত হয়। পরে জনাকীর্ণ সমাবেশে প্রসাদবাবুর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অন্যায়-অসাম্যের বিরুদ্ধে দীর্ঘসংগ্রামী জীবনের উপর আলোকপাত করেন মুম্বই হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়, পূজনীয় স্বামী যুক্তানন্দ মহারাজ, পূজনীয় স্বামী ভাবস্থিতানন্দ মহারাজ, বিশিষ্ট সমাজসেবী অসিত চ্যাটার্জী, প্রাক্তন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকুমার ব্যানার্জী, স্বস্তিকা সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য ও স্থানীয় বিধায়ক অসিত মিত্র প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে স্বামী বিবেকানন্দের মর্মর মূর্তির আবরণ উন্মোচন-সহ অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ ঘোষ রচিত প্রসাদ জীবনীমূলক পুস্তক 'প্রসাদ-কণা' আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়।

বিকালে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন দেশাত্মবোধক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংস্থার চেয়ারম্যান শিশির ভট্টাচার্য।

পশ্চিমবঙ্গ প্রবীণ নাগরিক সঙ্ঘের নববর্ষ পালন

অনুষ্ঠানের নাম নববর্ষের আড্ডা। সেই আড্ডায় উপস্থিত প্রবীণ নাগরিকরা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের। একেবারে নবীন হলেও প্রবীণ নাগরিক সঙ্ঘ বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে ইতিমধ্যেই যে কাজ শুরু করেছে তারই ইতিবৃত্ত শোনালেন প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র দে। নাগরিক সঙ্ঘ ইতিমধ্যে মেট্রো রেলের, পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজাদের কাছে প্রবীণ নাগরিকদের বিশেষ সুযোগ- সুবিধা দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে। দক্ষিণেশ্বর, বেলুড়, কামারকুণ্ডু স্টেশনে চলন্ত সিঁড়ির ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। পূর্বরেল এই দাবিগুলি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করার আশ্বাস দিয়েছে। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক রোহিণীপ্রসাদ প্রামাণিক বাংলা নববর্ষের তাৎপর্য, তার শুরুর ইতিহাস, শকাব্দ,

বিক্রমসংবতের মতো হিন্দু বর্ষ গণনার বিভিন্ন পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ক্ষেত্রীয় সঙ্ঘচালক অজয় নন্দী সঙ্ঘের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি শীলা দে, দীপা হাতি, এস. পি. সিং প্রমুখ গায়ক- গায়িকার গানে আনন্দমুখর হয়ে ওঠে। আনন্দমুখর এই সন্ধ্যা শুরু হয় বিকেলে মানিকতলায় ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের নরেশ ভবনে।

মঙ্গলনিধি

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নদীয়া জেলার পলাশী মহকুমা কার্যবাহ সুমিত মণ্ডলের শুভ বিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে সাহেবনগর গ্রামে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি তার বাবা মঙ্গলনিধি প্রদান করেন নদীয়া জেলা কার্যবাহ সুকান্ত দত্তের হাতে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান বিভাগ প্রচারক প্রভাত মণ্ডল, নদীয়া জেলা প্রচারক-সহ বহু স্বয়ংসেবক ও কার্যকর্তা।

চাঁচোলে বালক সম্মেলন

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর মালদা জেলার চাঁচল মহকুমার চাঁচোল নগরে বিবেকানন্দ শিশুমন্দিরে গত ১৯ এপ্রিল বালক সম্মেলন হয়। সারাদিন ব্যাপী সম্মেলনে মহকুমার ১২টি শাখা থেকে ১০৬ জন বালক অংশগ্রহণ করে। সকাল থেকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক খেলা এবং দুপুরে ভোজনের পর ক্যুইজ, গল্প বলার কার্যক্রম হয়। উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ প্রান্ত পরিবার প্রবোধন প্রমুখ মটুকেশ্বর পাল, জেলা কার্যবাহ দেবব্রত দাস, মহকুমা প্রচারক দিব্যেন্দু সরকার-সহ মহকুমা, খণ্ড ও শাখাস্তরের কার্যকর্তারা। সমারোপ ভাষণে মটুকেশ্বর পাল দেশের জন্য বান্দা বৈরাগী, ফতে সিং ও জোরাবর সিং-য়ের প্রেরণাদায়ী জীবনের উল্লেখ করেন।

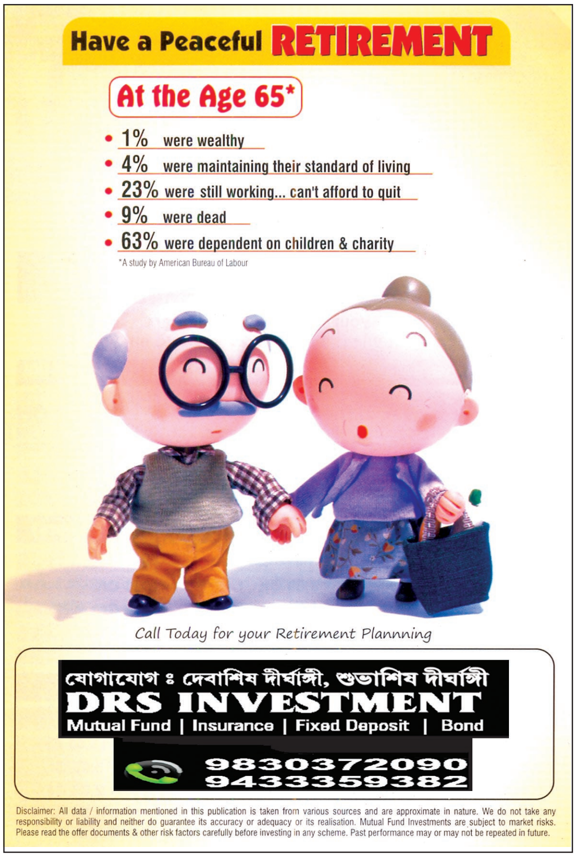

ভারতীয় ইতিহাস সঙ্কলন সমিতি

৮৪, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলি - ২৫

প্রান্তীয় অধিবেশন : ১৬ ও ১৭ মে, ২০১৫

স্থান : শ্রীনাথ হল, (ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, বালিগঞ্জ স্টেশনের সন্নিকট)

সময় : সকাল ১০.৩০ মিনিট থেকে রাত্রি ৮টা।

প্রতিনিধি শুল্ক : ৩০০ টাকা

আলোচ্য বিষয়—

□ □ বেদ পুরাণ অন্তর্গত ইতিহাস □ □ ভারতীয় সমাজে নারীর অবদান □ □ ভারতীয় জনজাতি বিষয়ক আলোচনা □ সমাজ গঠনে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ভূমিকা □ সাংগঠনিক আলোচনা

যোগাযোগ : **প্রদীপ চক্রবর্তী,**

মো: ৯৪৩৩২৫৬৯১৪

বাঁদিক থেকে— শ্রীমতী নীলাঞ্জনা রায়, সুভাষ ভট্টাচার্য, বিমল কুণ্ডু, তপন গাঙ্গুলী ও বিকাশ ভট্টাচার্য।

নববর্ষে সংস্কার ভারতীর দেওয়াল পঞ্জী প্রকাশ

প্রতিবেদক॥ গত ১১ এপ্রিল কলকাতায় রামমোহন মঞ্চে প্রসিদ্ধ ভাস্কর ও শিল্পী বিমল কুণ্ডু সংস্কার ভারতীর সাংস্কৃতিক দেওয়াল পঞ্জী ১৪২২- এর লোকার্পণ করেন। দেওয়াল পঞ্জীর এবারের বিষয় ভারতের লোককলা। বাংলার পট ও আলপনা, ওড়িশার গঠনচিত্র, দক্ষিণ ভারতের ভূ-অলংকরণ, অসম, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, কাশ্মীরের লোককলা, নাগাল্যান্ড, মণিপুরের হস্তশিল্প বর্ণনা এই ক্যালেন্ডারে স্থান পেয়েছে।

উদ্বোধনী মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সভাপতি তথা বিশিষ্ঠ অভিনেতা তপন গাঙ্গুলী, বিকাশ ভট্টাচার্য, সুভাষ ভট্টাচার্য, নীলাঞ্জনা রায় প্রমুখ। প্রেক্ষাগৃহে গৌড়ীয় নৃত্যশিল্পী ড. মহুয়া মুখার্জি, প্রান্ত সহ-সভাপতি গুরু বিশ্বাস, অরুণ ভট্টাচার্য, সংগঠন সম্পাদক ভরত কুণ্ডু এবং সংস্কার ভারতী ও সমমনোভাবাপন্ন সংগঠনের বরিষ্ঠ অধিকারীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সূচনায় সংস্কার ভারতীর অখিল ভারতীয় ভাবসঙ্গীত-সহ নৃত্য পরিবেশন করেন বেহালা শাখার শিল্পীরা।

বিকাশ ভট্টাচার্য দেওয়ালপঞ্জীর পৃষ্ঠভূমি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ২০০৫ সাল থেকে মূলত মুখ্য উপদেষ্টা ভিক্টর ব্যানার্জীর প্রেরণাতেই এই ক্যালেন্ডার প্রকাশ করছে সংস্কার ভারতী, দক্ষিণবঙ্গ।

উদ্বোধক বিমল কুণ্ডু তাঁর বক্তব্যে বাংলার ঐতিহ্যকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে সংস্কার ভারতীর এই প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেন।

সান্ধ্য অনুষ্ঠানের পরবর্তী অংশে সংস্কার ভারতীর সঙ্গীত গোষ্ঠী তিনটি সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সময়োচিত এই সঙ্গীত অনুষ্ঠানের নির্দেশক ছিলেন শিল্পী ধ্রুবজিৎ ভট্টাচার্য। সংস্কার ভারতী দমদম শাখা আবৃত্তি নৃত্য ও সঙ্গীতের সমন্বয়ে একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ অনুষ্ঠান উপস্থাপিত করে। শেষ অনুষ্ঠানে গৌড়ীয় নৃত্য সাধিকা ড. মহুয়া মুখোপাধ্যায়ের ছাত্রী সুশ্রী সুদেষ্ণা এবং শ্রীমান অয়ন মুখোপাধ্যায়ের পরিবেশিত শিব ও দশাবতার স্তোত্র-সহ নৃত্য দর্শককে মুগ্ধ করে। ■

শব্দরূপ-৭৪৪ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

■	১		২	৩	■	৪	
৫		■	৬		■		■
৭		■	■		■		■
■		■	৮		৯		১০
১১		■	■	১২		■	
	■	১৩	■	■	■	■	■
■	১৪			১৫		■	১৬
■	■		■		■	■	

সূত্র :

পাশাপাশি : **১.** অসমর্থ, **৪.** রোগীর উপযুক্ত খাদ্য, **৫.** সিদ্ধির পাতা (মাদক), **৬.** জাহ্নবী, সুরধুনী, **৭.** লোমলাঙ্গুলযুক্ত জন্তু, **৮.** 'ওগো নদী আপনবেগে—, **১২.** এটা টানলে মাথা আসে, **১২.** ধ্বনি, শব্দ, **১৪.** 'আগুনের—ছোঁয়াও প্রাণে'।

উপর-নীচ : **১.** সূর্য, **২.** ললাটের পার্শ্বদেশ, **৩.** 'সবতীর্থ বারবার/— একবার', **৪.** চতুর্দিকে অগ্নি ও ওপরে সূর্য এই পঞ্চ উত্তাপের মধ্যে যে তপস্যা করে, **৫.** বাষ্প, **৯.** রামের পুত্র, **১০.** 'আমরা সবাই — আমাদের এই রাজার রাজত্বে', **১১.** বধির শ্রীকৃষ্ণ !, **১৩.** বৈদ্যকশাস্ত্রকার বিশেষ ('— সংহিতা), **১৫.** ব্রহ্মার পুত্র; ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতা বিশেষ, **১৬.** খাদহীন রৌপ্য, ব্রহ্মতালু।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৪১
সঠিক উত্তরদাতা

সুনীল বিষ্ণু
সিউড়ী, বীরভূম
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

অ	■	■	ন	ত	শি	র	■
ক্রু	■	■	ম	■	কা	■	■
র	বি	শ	স্য	■	গো	মু	খ
■	ষ্ণু	■	■	■	■	সা	■
■	প্রি	■	■	■	■	বি	■
আ	য়া	ন	■	তু	লা	দা	ন
■	■	ও	■	ল	■	■	বো
■	কা	ল	কূ	ট	■	■	ঢ়া

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

- ৭৪৪ সংখ্যার সমাধান আগামী ১১ মে ২০১৫ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা।। বান্দা বৈরাগী।। ২২

নিমকাঠের জগন্নাথ মূর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ভুবনেশ্বর থেকে ৬০ কিলোমিটার দূরের এক গ্রাম। নাম খারিপদিয়া। ওই গ্রামে রয়েছে শতাব্দী প্রাচীন এক নিম গাছ। এবার এই নিমকাঠ দিয়েই নির্মিত হতে চলেছে পুরীর

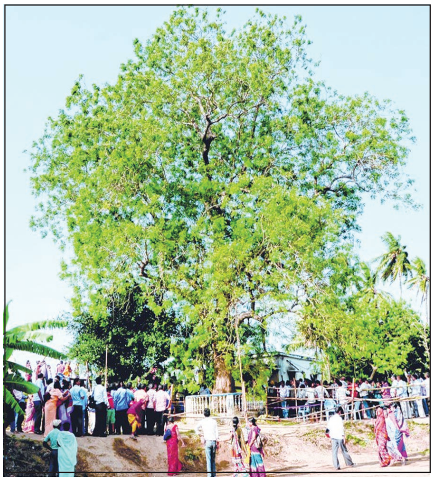

মন্দিরের জগন্নাথদেবের মূর্তি। পরম্পরাগত ভাবে প্রতি উনিশ বছর অন্তর একবার এই তিন দেব-দেবীর নতুন বিগ্রহ তৈরি হয়। তাই আগামী জুলাই মাসে রথে চড়ে মাসির বাড়ি পাঠাবার আগে পুরীর জগন্নাথ মন্দির কর্তৃপক্ষ নতুন মূর্তি তৈরি করতে তৎপর। তবে মন্দির কর্তৃপক্ষের এই ঘোষণায় এলাকার বাসিন্দারা জানান, বহু বছর আগে থেকে এই গাছটি আমাদের খুবই পছন্দের। নিম গাছটির গুঁড়ির ব্যাস প্রায় ৮ ফুট এবং ১০০ বছরেরও বেশি পুরনো বলে জানা যায়। রঘুনাথ দাস নামে এলাকার এক স্থানীয় অধিবাসী জানান, ১৯৯৯ সালে সুপার সাইক্লোন এবং আরও অনেক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যেও এই গাছটি টিকে রয়েছে। জগৎসিংহপুর জেলার খারিপাদিয়া গ্রামের এই নিম গাছের কাঠ দিয়ে যেমন ভগবান জগন্নাথের মূর্তি তৈরি হবে, তেমনই কনকপুর এবং আদালা গ্রামের দুটি নিমগাছের কাঠ দিয়ে নির্মাণ হতে চলেছে বলরাম এবং সুভদ্রার বিগ্রহ। তাই এই তিনটি গাছকে কেন্দ্র করে মানুষের উৎসাহ গগনচুম্বী। বর্তমানে এই শতাব্দী প্রাচীন গাছগুলি বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা রয়েছে।

আমেরিকায় প্রতিভাবানদের মধ্যে ৪ জনই ভারতীয় বংশোদ্ভূত

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ নিউ ইয়র্কে ৪০ জন প্রতিভাবান উদ্যমীর মধ্যে স্থান করে নিয়েছেন ৪ জন ভারতীয় বংশোদ্ভূত। এই সূচি করা হয়েছিল ৪০ বছর বয়সী ব্যবসায়ীদের নিয়েই। ৪ জন ভারতবংশীয় হলেন এমি জৈন, আদিত্য জুলকা, রেশমা সৌজনী এবং নীনা ট্যান্ডন। এই নির্বাচন বিজনেস পত্রিকা 'কেয়নস্' ৪৫০ এরও বেশি কোম্পানির থেকে করেছে।

৩৩ বছরের এমি জৈন নিউইয়র্কে একজন জুয়েলারি ডিজাইনার। ৩৩ বছরের আদিত্য জুলকা 'প্যাডেল-৮' নামে নিলামি সংস্থার সহ-সংস্থাপক। ৩৯ বছরের রেশমা সৌজনী মেয়েদের শিক্ষার জন্য 'গার্লস্ হু কোড' নামে একটি সংস্থা চালান। নীনা ট্যান্ডন 'এপীবোন' নামে এক সংস্থার মালকিন।

গো-সংরক্ষণে লাভবান হওয়া যায় : মহারাষ্ট্র সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কিছুদিন আগেই মহারাষ্ট্র সরকারের পক্ষ থেকে সেই রাজ্যে গো-মাংস নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই আইন পাশ করার ফলে সারা রাজ্য জুড়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। কারণ সেখানে উল্লেখ আছে গো-হত্যা করলে বা গো-মাংস বিক্রি করলে অভিযুক্ত ব্যক্তি শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। মহারাষ্ট্রের বিজেপি সরকারের দাবি গো-সংরক্ষণ করলে তা থেকে লাভবান হওয়া যায়। সরকারের বক্তব্য, গো-থেকে আমরা যেমন প্রোটিন যুক্ত দুধ পাই তেমনি গোবর-মল-মূত্র থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রয়োজনীয় জিনিস এবং জ্বালানিও পাওয়া সম্ভব। আবার তা থেকে বায়োগ্যাসও উৎপন্ন হতে পারে। ফড়নবীশ সরকারের পশুপালন দপ্তরের পক্ষ থেকে মুম্বাই হাইকোর্টে একটি এফিডেভিট করা হয়েছে। হাইকোর্টে এফিডেভিট জমা দেন রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সুনীল মনোহর। তিনি বলেন, 'সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখেই এই সমস্ত বর্জ্য পদার্থ দিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।'

বিদ্যাভারতীর কৃতীছাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বিদ্যাভারতী অখিল ভারতীয় শিক্ষাসংস্থান দ্বারা পরিচালিত কুরুক্ষেত্রের গীতা নিকেতন আবাসীয় বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র বিনয় প্রতাপ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে লেফটেনান্ট পদে নিযুক্ত হয়েছেন।

বিনয় প্রতাপ ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত লবকুশ ছাত্রাবাসে থেকে অধ্যয়ন করেছেন। ছাত্রাবাস প্রমুখ তেজবীর সিংহ বলেছেন, বিনয় প্রতাপ একজন অধ্যয়নশীল ছাত্র ছিলেন। পড়াশুনোর সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলা তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল। লেফটেনান্ট বিনয় প্রতাপ বলেছেন, দেশভক্তির ভাবনা তিনি নিজের পরিবার তথা বিদ্যালয় থেকে লাভ করেছেন। বিদ্যালয়ে প্রাপ্ত সংস্কারের ফলে দেশভক্তির ভাবনা অধিক প্রভাবী হয়েছে। তিনি বলেছেন, সব ছাত্রেরই ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অফিসার হওয়ার স্বপ্ন থাকা উচিত। বর্তমানে ভাল সেনা আফিসারের প্রয়োজন রয়েছে। লেফটেনান্ট বিনয় প্রতাপের এই সম্মান প্রাপ্তি সমগ্র বিদ্যাভারতী পরিবারের জন্য খুব আনন্দ ও গৌরবের বিষয়।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
27 April - 2015 - Rs. 10.00

দাম : ১০.০০ টাকা